ওতম্

পরাবিদ্যা

৫০০ টি আধ্যাত্মিক প্রশ্নের উত্তর

আচার্য জ্ঞানেশ্বর

স্বাধ্যায় প্রকাশনী

ওতম্

মূল লেখক:

আচার্য জ্ঞানেশ্বর

ভাষান্তর:

শ্রীমতি প্রিয়া দত্ত

সম্পাদনা:

শ্রী সজীব দাশ

স্বাধ্যায় প্রকাশনী

বাংলাদেশ অগ্নিবীর

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা

ওতম্

সনাতন ধর্মের উন্নতির জন্য পথভ্রষ্ট তরুণ-তরুণীদের এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন সনাতনীদের ধর্ম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা উচিত। জীবনকে সঠিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত করার জন্য ধর্মজ্ঞান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।বেদ হলো আমাদের সর্বজ্ঞান সম্বলিত প্রধান ধর্মগ্রন্থ।কিন্তু অনেক সনাতনীই এই বেদজ্ঞান সম্পর্কে অবগত নয়।

বৈদিক শ্রাস্ত্রের আত্ম-অধ্যয়ন বৃদ্ধি,আত্ম-জিজ্ঞাসা এবং ধর্মজ্ঞান লাভে কৌতুহলী করে তোলার উদ্দেশ্যে আচার্য জ্ঞানেশ্বর আর্য "পরাবিদ্যা" পুস্তকটি রচনা করেন। ঈশ্বর,সৃষ্টি, প্রকৃতি, জীবাত্মা,শরীর-ইন্দ্রিয়,কর্মফল,সংস্কার ইত্যাদি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর প্রশ্নোত্তর আকারে পুস্তকটি সাজানো হয়েছে। বাংলাদেশ অগ্নিবীরের উদ্যোগে পুস্তকটি বাংলায় অনুবাদ করতে পেরে খুবই আনন্দ অনুভব করছি এবং সেই সাথে ধর্ম সম্পর্কে অনেক গুলো বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছি।বর্তমান বিপথগামী এবং সত্যানুসন্ধানকারী তরুণ-তরুণীদের ধর্মজ্ঞান বৃদ্ধির জন্য পুস্তকটির আবশ্যকতা রয়েছে।

উৎসর্গ

"পরাবিদ্যা" উক্ত অনুবাদটি উৎসর্গ করছি শ্রদ্ধেয় গুরুবর আচার্য আনন্দ পুরুষার্থীকে, যিনি আধ্যাত্মিক শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে দেশে-বিদেশে বৈদিক জ্ঞান ও দর্শন প্রচারে নিজেকে ব্রতী করেছেন। যিনি মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী - এর আদর্শ ধারণ এবং প্রচার করতে শিষ্যদের অনুপ্রাণিত করেন এবং সদুপদেশ প্রদান করছেন ।

নিবেদক

শ্রীমতি প্রিয়া দত্ত

প্রকৃতি

প্রশ্ন ১: প্রকৃতি কাকে বলে?

উত্তর: সত্ত্ব গুণ,রজঃ গুণ এবং তমঃ গুণ,এই তিন উপাদানের সমষ্টিকে প্রকৃতি বলে।

প্রশ্ন ২: প্রকৃতির প্রয়োজন কি ?

উত্তর: জগৎ সৃষ্টির কারণ হিসেবে এর প্রয়োজন। যেমন ঘড়া বানানোর জন্য মাটির প্রয়োজন হয়। জীবাত্মার ভোগ ও মোক্ষের জন্য জগত নির্মাণও প্রকৃতির প্রয়োজন।

প্রশ্ন ৩: প্রকৃতির কি কখনো সৃষ্টি এবং ধ্বংস হয়?

উত্তর: না, প্রকৃতির কখনো সৃষ্টি এবং ধ্বংস হয়না।

প্রশ্ন ৪: সত্ত্বগুণ, রজঃ গুণ এবং তমঃ গুণের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর?

উত্তর : সত্ত্ব গুণ, আকর্ষণ ও প্রকাশ, রজঃ গুণ, চঞ্চলতা ও দুঃখের জন্ম দেয় এবং তমঃ গুণ মূঢ়তা (মোহ) ও স্থিরতার জন্ম দেয়।

প্রশ্ন ৫: প্রকৃতির কি জীবাত্মার সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে?

উত্তর: জীবাত্মা সৃষ্টি করার ক্ষমতা প্রকৃতির নেই।

প্রশ্ন ৬: প্রকৃতি কি জীবের সকল দুঃখ-কষ্ট দূর করতে পারে?

উত্তর: প্রকৃতি জীবের সকল দুঃখ-কষ্ট দূর করতে পারে না।

প্রশ্ন ৭: পৃথিবীতে কত প্রকার দুঃখ আছে?

উত্তর: পৃথিবীতে দুঃখ ৩ প্রকার- (ক) আধ্যাত্মিক (খ) আধিভৌতিক (গ) আধিদৈবিক।

প্রশ্ন ৮: আধ্যাত্মিক দুঃখ কাকে বলে?

উত্তর : নিজের ভুলের (মূর্খতা) কারণে প্রাপ্ত দুঃখকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে।

প্রশ্ন ৯: আধিদৈবিক দুঃখ কি?

উত্তর : বন্যা, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে থেকে প্রাপ্ত দুঃখকে আধিদৈবিক দুঃখ বলে।

প্রশ্ন ১০: আধিভৌতিক দুঃখ কাকে বলে?

উত্তর: অন্যান্য পশু, পাখি, মানুষ ইত্যাদির কাছ থেকে প্রাপ্ত দুঃখকে আধিভৌতিক দুঃখ বলে।

প্রশ্ন ১১: পৃথিবী কি প্রকৃতির দ্বারা নিজেই সৃষ্টি করা যায়?

উত্তর: না, সৃষ্টিকর্তার শক্তি ও সাহায্য ছাড়া প্রকৃতির দ্বারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পৃথিবী সৃষ্টি করা যায় না।

প্রশ্ন ১২: প্রকৃতি কি কখনো সচেতন হতে পারে?

উত্তর: না, প্রকৃতি কখনোই সচেতন হতে পারে না।

প্রশ্ন ১৩: প্রকৃতির কি ব্রহ্মের থেকে স্বাধীন অস্তিত্ব আছে নাকি ব্রহ্মই জগৎ রূপে পরিবর্তিত হয়?

উত্তর: প্রকৃতির অস্তিত্ব ব্রহ্ম থেকে পৃথক। ব্রহ্ম কখনো জগৎ রূপে পরিবর্তিত হতে পারেন না।

প্রশ্ন ১৪: সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ কি আসলে গুণ নাকি পদার্থ?

উত্তর: সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ আসলে পদার্থ কিন্তু সত্বগুণ ও রজঃগুণ, তমঃগুণ নামে পরিচিত।

প্রশ্ন ১৫: প্রকৃতির সব পরমাণু কি একই রূপের?

উত্তর: না, প্রকৃতির পরমাণুর বিভিন্ন রূপ আছে, ভিন্ন-ভিন্ন গুণ, কর্ম, স্বভাব, রঙ, রূপ, আকার ও ওজন আছে।

প্রশ্ন ১৬: ঈশ্বরের সাহায্য ছাড়াই কি পঞ্চ মহাভূত থেকে রজঃ বীর্য থেকে স্বতঃ শরীর গঠন করা যায়?

উত্তর: না, ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতীত পঞ্চ মহাভূত থেকে রজঃ বীর্য থেকে স্বতঃ শরীর গঠন করা যায় না।

প্রশ্ন ১৭: প্রকৃতি কি সর্বত্র বিস্তৃত?

উত্তর: প্রকৃতি সর্বত্র বিস্তৃত নয় বরং এককেন্দ্রিক, অর্থাৎ এটি একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বিস্তৃত, কিন্তু ঈশ্বর এর বাইরেও বিরাজমান

প্রশ্ন ১৮: প্রলয়ের অবস্থা কেমন হয়?

উত্তর: প্রলয়ের অবস্থা ঘোর অন্ধকার হয়। এই সময়কালে না থাকে কোন সূর্য,না চাঁদ,না পৃথিবী, না কোন শরীরধারী জীব। সেখানে রয়েছে সম্পূর্ণ নির্জনতা, আলোহীন অন্ধকার।

প্রশ্ন ১৯: প্রলয়কালের সময়কাল কতদিন?

উত্তর: প্রলয়কালের সময়কাল ৪ বিলিয়ন ৩২ কোটি বছর স্থায়ী হয়।

প্রশ্ন ২০: প্রলয়কালের গণনা (হিসাব) কে করেন?

উত্তর: ঈশ্বর প্রলয়কালের সময় গণনা করেন।

প্রশ্ন ২১: কেন একটি জীব প্রকৃতির সাথে সংযুক্ত হয় এবং কখন সংযুক্ত হয়?

উত্তর: জীব তার অজ্ঞতার কারণে প্রকৃতির সাথে যুক্ত হয় এবং সৃষ্টির শুরুতে প্রকৃতির সাথে যুক্ত হয় এবং মুক্তি থেকে প্রত্যাবর্তনকারী জীব সৃষ্টির মাঝখানেও প্রকৃতির সাথে যুক্ত হয়।

প্রশ্ন ২২: আত্মা কখন প্রকৃতির বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে?

উত্তর: যখন কেউ প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক জিনিসের প্রতি আসক্তি শেষ করে পূর্ণ বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি সমস্ত কলুষতাকে ধ্বংস করে, তখন সে প্রকৃতির বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে।

প্রশ্ন ২৩: মানুষের জীবনকে সফল করার চারটি লক্ষ্য কী কী?

উত্তর: (১) ধর্ম (২) অর্থ (৩) কাম (৪) মোক্ষ। এই চারটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করাই মানুষের জীবনকে সফল করার উপায়।

প্রশ্ন ২৪: সুখ যেমন প্রকৃতির গুণ, তেমনি জ্ঞানের গুণও কি প্রকৃতির?

উত্তর: না, জ্ঞান প্রকৃতির গুণ নয়, সচেতনতার গুণ।

প্রশ্ন ২৫: মন কি রাবারের মত প্রসারিত এবং সংকুচিত হয়?

উত্তর: না, মন রাবারের মত প্রসারিত বা সংকুচিত হয় না।

প্রশ্ন ২৬: সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি ব্যতীত কেবল দুটি গুণ নিয়ে কি কোনো পদার্থ গঠিত হতে পারে? সব পদার্থেরই তিনটি গুণ আছে, সে কম হোক বা বেশি।

উত্তর: না, মাত্র দুটি গুণ দিয়ে কোনো পদার্থ গঠিত হতে পারে না।

প্রশ্ন ২৭: অন্ন (খাদ্য) কত প্রকার?

উত্তর: অন্ন(খাদ্য) তিন প্রকার (১) সাত্ত্বিক (২) রাজসিক (৩) তামসিক।

প্রশ্ন ২৮: খাবার কি মনকে প্রভাবিত করে?

উত্তর: হ্যাঁ, সাত্ত্বিক খাবার খেলে মন শুদ্ধ হয়, রাজসিক খাবার মনের চঞ্চলতা সৃষ্টি করে এবং তামসিক খাবারে আসক্তি, অলসতা ইত্যাদি সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন ২৯: মানব জীবন সুস্থ রাখার মৌলিক স্তম্ভ কি কি?

উত্তর: মানবজীবনকে সুস্থ রাখার জন্য মৌলিক স্তম্ভ হল খাদ্য, নিদ্রা ও ব্রহ্মচর্য সর্বোত্তম উপায়ে গ্রহণ করা।

শরীরের ইন্দ্রিয়

প্রশ্ন ৩০: মানবদেহ অর্জনের উদ্দেশ্য কী?

উত্তর: মানবদেহ লাভের মূল উদ্দেশ্য হলো নিজের কর্মের ফল ভোগ করা এবং মোক্ষ, অর্থাৎ দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করা।

প্রশ্ন ৩১: আত্মার কর্ম সম্পাদনের কয়টি উপায় আছে এবং সেগুলো কী কী?

উত্তর: আত্মার কর্ম সম্পাদনের দুই প্রকার উপায় রয়েছে—

ক. অভ্যন্তরীণ উপায়: যেমন মন, বুদ্ধি, অহংকার ইত্যাদি।

খ. বাহ্যিক উপায়: যেমন হাত, পা, নাক, কান, মুখ ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৩২: শরীরে কয়টি ইন্দ্রিয় আছে এবং তাদের নাম কী?

উত্তর: শরীরে মোট এগারোটি ইন্দ্রিয় রয়েছে, যা তিন ভাগে বিভক্ত—

ক. পাঁচটি কর্ম ইন্দ্রিয়

খ. পাঁচটি জ্ঞান ইন্দ্রিয়

গ. মন

প্রশ্ন ৩৩: মনের প্রধান কাজ কী?

উত্তর: মনের প্রধান কাজ হলো সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং পছন্দ করা।

প্রশ্ন ৩৪: পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নাম এবং তাদের কাজ বলুন।

উত্তর: পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নাম এবং তাদের কাজসমূহ নিম্নরূপ-

ইন্দ্রিয়	**কাজ**
নাক	গন্ধ গ্রহণ করা
জিহ্বা	স্বাদ গ্রহণ করা
চোখ	দেখা
কান	শোনা
ত্বক	স্পর্শ অনুভব করা

প্রশ্ন ৩৫. পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়ের নাম এবং তাদের কাজ লিখুন।

উত্তর: পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়ের নাম এবং তাদের কাজ নিম্নরূপ:

ইন্দ্রিয়	**কাজ**
হাত (হস্ত)	আদান-প্রদান (দেওয়া-নেওয়া)
পা (পদ)	চলাচল

জিহ্বা (বাক)	বলা ও ভোজন
উপস্থ	প্রস্রাব ত্যাগ, জনন
পায়ু	মল ত্যাগ

প্রশ্ন ৩৬: মনের উৎপত্তি কোথা থেকে হয়?

উত্তর: মনের উৎপত্তি অহংকার নামক উপাদান থেকে হয়।

প্রশ্ন ৩৭: মনের কয়টি অবস্থা আছে?

উত্তর: পাঁচটি অবস্থা আছে: (১) ক্ষিপ্ততা (২) বিক্ষিপ্ততা (৩) বুদ্ধিহীনতা (৪) একাগ্রতা (৫) সংযত।

প্রশ্ন ৩৮: মনে জেগে ওঠা চিন্তার প্রবৃত্তি কত প্রকার?

উত্তর: পাঁচ প্রকার: (১) প্রমাণ বৃত্তি (২) বিপর্যয় বৃত্তি (৩) বিকল্প বৃত্তি (৪) নিদ্রা বৃত্তি (৫) স্মৃতি বৃত্তি।

প্রশ্ন ৩৯: মনের দোষ কতটি?

উত্তর: তিনটি দোষ আছে: (১) রাগ (২) দ্বেষ (৩) মোহ।

প্রশ্ন ৪০: মনকে শুদ্ধ করার কি কি উপায় আছে?

উত্তর: (১) শুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করা (২) ধর্মীয় কাজ করা (৩) ঈশ্বরের উপাসনা করা।

প্রশ্ন ৪১: মন জড় নাকি চেতন নাকি উভয়ই?

উত্তর: মন একটি জড় পদার্থ, চেতন নয়।

প্রশ্ন ৪২: মনকে শুদ্ধ করলে কি লাভ হয়?

উত্তর: মনকে শুদ্ধ করলে শান্তি এবং স্থিরতা প্রাপ্ত হয়।

প্রশ্ন ৪৩: মনকে একাগ্র করা সম্ভব নাকি অসম্ভব?

উত্তর: মনকে একাগ্র করা সম্ভব।

প্রশ্ন ৪৪: মনকে একাগ্র করার কি উপায়?

উত্তর: ঈশ্বরের চিন্তা করা, ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা অর্থাৎ যোগাভ্যাস করা এবং গায়ত্রী মন্ত্রের জপ করা।

প্রশ্ন ৪৫: মন কীভাবে অশুদ্ধ হয়?

উত্তর: মাংসাহার, নেশা এবং অশ্লীল সাহিত্য পড়লে, দৃশ্য দেখলে মন অশুদ্ধ হয়; অন্যাদি বেদ-বিরোধী কাজ এবং মিথ্যা বললেও মন অশুদ্ধ হয়।

প্রশ্ন ৪৬: মানসিক অশান্তি কীভাবে দূর করা যায়?

উত্তর: নিজের দৈনন্দিন জীবন যাপন যথাযথ করা, একসাথে অনেক কাজ শুরু না করা, নিজের ক্ষমতার বাইরে অতিরিক্ত কাজ না করা, ইচ্ছা কমানো এবং ঈশ্বরের ধ্যান করা দ্বারা মানসিক অশান্তি দূর করা যায়।

প্রশ্ন ৪৭: মানব জীবনের এমন কোন বিশেষত্ব আছে যা অন্য প্রাণীর মধ্যে নেই?

উত্তর: (ক) বিকশিত বাণী (খ) উত্তম বুদ্ধি (গ) হাত (ঘ) কর্ম করার স্বতন্ত্রতা।

প্রশ্ন ৪৮: কি ধারণ করলে মানুষ পশু-পাখি ইত্যাদি থেকে শ্রেষ্ঠ হয়?

উত্তর: ধর্ম ধারণ করলে মানুষ পশু-পাখি ইত্যাদির চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়।

প্রশ্ন ৪৯: জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় কিসের সাথে একত্র হয়ে কাজ করে?

উত্তর: জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয় মনের সাথে একত্র হয়ে কাজ করে।

প্রশ্ন ৫০: কার সাথে একত্র হয়ে মন কাজ করে?

উত্তর: মন আত্মার সাথে সংযোগ করে কাজ করে।

প্রশ্ন ৫১: বুদ্ধিমত্তার প্রধান কাজ কি?

উত্তর: বুদ্ধিমত্তার প্রধান কাজ হলো সিদ্ধান্ত নেওয়া।

প্রশ্ন ৫২: অহংকারের কাজ কি?

উত্তর: অহংকারের কাজ হলো 'আমি' নিজেকে উপলব্ধি করা এবং 'আমি আছি' নিজের সত্তাকে অনুভব করা।

প্রশ্ন ৫৩: মূখ্যরূপে শরীর কত প্রকার?

উত্তর: চার প্রকার: (ক) অণ্ডজ (খ) জরায়ুজ (গ) স্বেদজ (ঘ) উদ্ভিজ্জ।

প্রশ্ন ৫৪: শরীর কয় প্রকার?

উত্তর: শরীর তিন প্রকার: (ক) স্থুল শরীর (খ) সূক্ষ্ম শরীর (গ) কারণ শরীর।

প্রশ্ন ৫৫: দেহ ও জগৎ সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া কী?

উত্তর: মহৎতত্ত্ব নামক উপাদান প্রথমে প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হয়। মহতত্ত্ব থেকে অহংকার উৎপন্ন হয়। অহংকার থেকে পঞ্চতন্মাত্রা ও ইন্দ্রিয় সৃষ্টি হয়। তন্মাত্রা থেকে পঞ্চমহাভূত এবং পঞ্চমহাভূত থেকে দেহ ও জগৎ সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন ৫৬: অন্তঃকরণ (বিবেক) কাকে বলে?

উত্তর: আত্মার নিকটতম যন্ত্র—মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকারকে অন্তঃকরণ (বিবেক) বলে।

প্রশ্ন ৫৭: সূক্ষ্ম দেহে কয়টি উপাদান রয়েছে?

উত্তর: সূক্ষ্ম দেহে মোট ১৮টি উপাদান রয়েছে: পাঁচটি ইন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি তন্মাত্রা এবং মন, বুদ্ধি ও অহংকার।

প্রশ্ন ৫৮: স্থূল দেহের বিনাশের সাথে সাথে কি সূক্ষ্ম দেহেরও বিনাশ হয়?

উত্তর: না, দৈহিক দেহ বিনাশ হলেও সূক্ষ্ম দেহ বিনাশ হয় না; আত্মাকে মুক্ত না করা পর্যন্ত সূক্ষ্ম দেহ বহু জন্ম পর্যন্ত আত্মার সাথে চলতে থাকে।

প্রশ্ন ৫৯: কার্যকারণ শরীর কাকে বলে?

উত্তর: সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি উপাদানকে কার্যকারণ দেহ বলে।

প্রশ্ন ৬০: সকল জীবের কার্যকারক দেহ ভিন্ন ভিন্ন নাকি অভিন্ন হয়?

উত্তর: সমস্ত জীবের কার্যকারক দেহ একই হয়, ভিন্ন নয়।

প্রশ্ন ৬১: কার্যকারণ দেহের সমান, সূক্ষ্ম দেহ এবং স্থূল দেহ সকল জীবের জন্য একই হয়?

উত্তর: না, সব জীবের স্থূল দেহ ও সূক্ষ্ম দেহ ভিন্ন ভিন্ন হয়।

জীবাত্মা

প্রশ্ন ৬২: জীবাত্মা কাকে বলে?

উত্তর: যে বস্তু অত্যন্ত সূক্ষ্ম, অতি ক্ষুদ্র, এক স্থানে অবস্থান করে, যার জ্ঞানের অর্থাৎ অনুভূতির গুণ আছে, যার কোনো রূপ, বর্ণ, গন্ধ বা ওজন নেই, যা কখনো বিনষ্ট হয় না, যা সর্বদা থাকে এবং থাকবে, এবং যা মানব, পশু, পাখি ইত্যাদির দেহ ধারণ করে ও কর্ম সম্পাদনের জন্য স্বাধীন, তাকে জীবাত্মা বলে।

প্রশ্ন ৬৩: আত্মার কষ্টের কারণ কী?

উত্তর: আত্মার কষ্টের কারণ মিথ্যা জ্ঞান বা অবিদ্যা।

প্রশ্ন ৬৪: আত্মা কি স্থান দখল করে?

উত্তর: না, আত্মা স্থান দখল করে না।

প্রশ্ন ৬৫: প্রলয়কালে জীবাত্মার কী অবস্থা হয়? সে সময় কি তার জ্ঞান থাকে?

উত্তর: প্রলয়কালে বদ্ধ জীবাত্মারা অচেতন অবস্থায় থাকে। তাদের মধ্যে জ্ঞান থাকে, কিন্তু শরীর ও মন ইত্যাদির অভাবে তা প্রকাশ পায় না।

প্রশ্ন ৬৬: প্রলয়কালে মুক্ত আত্মারা কোন অবস্থায় থাকে?

উত্তর: প্রলয়কালে মুক্ত আত্মারা সচেতন অবস্থায় থাকে এবং ঈশ্বরের আনন্দে মগ্ন থাকে।

প্রশ্ন ৬৭: আত্মার প্রতিশব্দ কী কী?

উত্তর: বেদের মতো শাস্ত্রে আত্মা, জীব, ইন্দ্র, পুরুষ, দেহী, উপেন্দ্র, বৈশ্বনর প্রভৃতি বহু নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৬৮: একটি আত্মা কি নিজের ইচ্ছায় অন্যের শরীরে প্রবেশ করতে পারে?

উত্তর: আত্মা তার নিজের ইচ্ছায় অন্য ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করতে পারে না।

প্রশ্ন ৬৯: জীবাত্মাকে গীতায় ব্রহ্মের 'সনাতন অংশ' কেন বলা হয়েছে?

উত্তর: 'অংশ' শব্দটি আক্ষরিক নয়, বরং গুণগত অনুরূপতা, সদৃশ্য বা আত্মসাম্য বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ জীব যেমন চেতনও অনাদি , এই গুণে সে পরমাত্মার সদৃশ । জীব স্বতন্ত্র সত্তা, তার জ্ঞান সীমিত, সে বিভ্রান্ত হয়, ও কর্মফলে আবদ্ধ থাকে; পক্ষান্তরে পরমাত্মা সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও সর্বনিয়ন্ত্রক । গুণগত মিল থাকলেও স্বরূপগত ভিন্নতা থাকার কারণেই এই 'অংশত্ব' রূপক বাস্তব বিভাজন নয় । সুতরাং 'সনাতন অংশ' বলতে বোঝায় চৈতন্যস্বরূপে সদৃশ, কিন্তু শক্তি, জ্ঞান ও স্বাধীনতায় পরমাত্মা থেকে স্বতন্ত্র ও সীমিত এক অনাদি সত্তা ।

প্রশ্ন ৭০: আত্মা কি নারী, পুরুষ নাকি লিঙ্গহীন?

উত্তর: আত্মার কোনো লিঙ্গ নেই।

প্রশ্ন ৭১: জীবাত্মা কি ঈশ্বরের অংশ?

উত্তর: না, জীবাত্মা ঈশ্বরের অংশ নয়। ঈশ্বর অখণ্ড এবং কোনো অংশ নেই।

প্রশ্ন ৭২: জীবাত্মার কি ওজন, রূপ, আকার ইত্যাদি আছে?

উত্তর: জীবাত্মার কোনো ওজন, রূপ বা আকার নেই।

প্রশ্ন ৭৩: জীবাত্মার মুক্তি এক জন্মে হয় নাকি বহু জন্মে?

উত্তর: জীবাত্মার মুক্তি এক জন্মে নয়, বহু জন্মে হয়।

প্রশ্ন ৭৪: জীবাত্মা কি মুক্তি লাভের পর পৃথিবীতে ফিরে আসে?

উত্তর: হ্যাঁ, মুক্তি লাভের পর আত্মা আবার দেহ গ্রহণ করতে ফিরে আসে।

প্রশ্ন ৭৫: জীবাত্মার লক্ষণ কী?

উত্তর: আত্মার লক্ষণ হলো কামনা, দ্বেষ, প্রচেষ্টা, জ্ঞান, সুখ ও দুঃখ।

প্রশ্ন ৭৬: "আমার মন কোনো বিষয়ে এক মত না" এই বক্তব্য কি সঠিক?

উত্তর: এই বক্তব্য সঠিক নয়। সচেতন আত্মা যা জড় মনকে পরিচালনা করে।

প্রশ্ন ৭৭: আত্মা কি নিজেই তার কর্মের ফল পেতে পারে?

উত্তর: হ্যাঁ, আত্মা নিজেই কিছু কর্মের ফল ভোগ করতে পারে, যেমন চুরির শাস্তি। তবে আত্মা সব কর্মের ফল নিজেই ভোগ করতে পারে না।

প্রশ্ন ৭৮: কাজ করতে করতে আত্মা কি ক্লান্ত হয়?

উত্তর: না, কাজ করতে গিয়ে আত্মা ক্লান্ত হয় না; বরং শরীর ও ইন্দ্রিয়ের শক্তি কমে যায়।

প্রশ্ন ৭৯: জীবাত্মার কতটুকু স্বাভাবিক শক্তি আছে?

উত্তর: জীবাত্মার মধ্যে ২৪টি স্বাভাবিক শক্তি রয়েছে।

প্রশ্ন ৮০: শাস্ত্রে কেন আত্মাকে জানা আবশ্যক বলা হয়েছে?

উত্তর: আত্মার স্বরূপ জানার মাধ্যমে দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, ফলে জ্ঞানী ব্যক্তি সমস্ত খারাপ কাজ পরিহার করে কেবল সৎকর্ম করে।

প্রশ্ন ৮১:জীবাত্মার স্বরূপ (গুণ, কর্ম, স্বভাব, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, পরিমাণ) কী?

উত্তর: জীবাত্মা অণুস্বরূপ, নিরাকার, অল্প জ্ঞানী ও অল্প শক্তিশালী; এটি সচেতন এবং কর্মে স্বতন্ত্র। একে পরিমাপ করা না গেলেও উপমা দেওয়া হয় যে এটি একটি চুলের ডগা থেকে দশ হাজার গুণ সূক্ষ্ম।

প্রশ্ন ৮২: জীবাত্মা শরীরে কোথায় থাকে?

উত্তর: জীবাত্মা প্রধানত শরীরের হৃদয়ে অবস্থান করে, তবে গৌণভাবে চোখ, কণ্ঠ ইত্যাদিতেও থাকে।

প্রশ্ন ৮৩: মানুষ, পশু, পাখি, কীটপতঙ্গ ইত্যাদির দেহে জীবাত্মা কি আলাদা নাকি একই ধরনের?

উত্তর: মানুষের, পশু, পাখি, কীটপতঙ্গের দেহে আলাদা কোনো জীবাত্মা নেই; তারা একই প্রকার আত্মা, শুধু দেহে পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন ৮৪: জীবাত্মা কেন শরীর ধারণ করে? কখন থেকে করছে এবং কতদিন করবে?

উত্তর: জীবাত্মা তার কর্মের ফল ভোগ এবং মোক্ষলাভের জন্য শরীর ধারণ করে। সৃষ্টির শুরু থেকে শরীর ধারণ করে আসছে এবং মোক্ষলাভ না হওয়া পর্যন্ত করবে।

প্রশ্ন ৮৫: মৃত্যুর পর কোন জীব কি ভূত, প্রেত, ডাকিনি ইত্যাদি রূপে বিচরণ করে?

উত্তর: মৃত্যুর পর আত্মা কখনো ভূত বা প্রেত হয় না এবং বিচরণও করে না; এটি মানুষের অজ্ঞতার কারণে তৈরি একটি ভুল বিশ্বাস।

প্রশ্ন ৮৬: জীবাত্মা কখন শরীরে প্রবেশ করে?

উত্তর: জীবাত্মা তখনই শরীরে আসে যখন গর্ভধারণ হয়, অর্থাৎ রজঃবীর্য মিলিত হওয়ার সময়।

প্রশ্ন ৮৭: জীব এবং ব্রহ্ম (ঈশ্বর) কি একই? নাকি 'আত্মা ঈশ্বর' এই বিশ্বাস সঠিক?

উত্তর: জীব ও ব্রহ্ম এক নয়। উভয়ই ভিন্ন পদার্থ, যার গুণ ও কর্মের প্রকৃতিও ভিন্ন। তাই এই বিশ্বাস সঠিক নয়।

প্রশ্ন ৮৮: জীব কি ঈশ্বর হতে পারে?

উত্তর: না, জীব কখনো ঈশ্বর হতে পারে না।

প্রশ্ন ৮৯: জীবাত্মা কি একটি পদার্থ?

উত্তর: হ্যাঁ, জীবাত্মা একটি প্রাণবন্ত পদার্থ; বৈদিক দর্শনে পদার্থ তাকেই বলা হয় যেটির কিছু গুণ, ক্রিয়া ও প্রকৃতি থাকে।

প্রশ্ন ৯০: জীবাত্মা কি স্বাধীন শরীর ত্যাগ করে নতুন দেহ গ্রহণ করতে পারে?

উত্তর: জীবাত্মা নতুন শরীর গ্রহণের জন্য স্বাধীন নয়, বরং ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণের অধীন। যখন এক দেহে আত্মার ভোগ সম্পূর্ণ হয়, তখন ঈশ্বর তাকে নতুন দেহে দান করেন।

প্রশ্ন ৯১: জীবাত্মা নিরাকার অণু রূপে কীভাবে এত বড় দেহকে নড়াচড়া করায়?

উত্তর: বিদ্যুৎ যেমন বড় যন্ত্র চালায়, তেমনি আত্মা নিরাকার হলেও তার প্রচেষ্টার চৌম্বক শক্তি দিয়ে দেহ চালায়।

প্রশ্ন ৯২: জীবাত্মা কি নিজের ইচ্ছায় অন্যের শরীরে প্রবেশ করতে পারে?

উত্তর: জীবাত্মা নিজের ইচ্ছায় অন্যের দেহে প্রবেশ করতে পারে না; এটি তার ক্ষমতার বাইরে।

প্রশ্ন ৯৩: দেহ ত্যাগের পর জীবাত্মা অন্য দেহ ধারণ করতে কত সময় নেয়?

উত্তর: দেহ ত্যাগের পর ঈশ্বরের বিধান অনুযায়ী আত্মা সাধারণত কিছু মুহূর্তের মধ্যে অন্য দেহ গ্রহণ করে।

প্রশ্ন ৯৪: এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম আছে কি?

উত্তর: হ্যাঁ, ব্যতিক্রম আছে। কখনো কখনো কর্ম অনুসারে মাতৃগর্ভ পরবর্তী দেহ লাভে দেরি হয়; তখন আত্মা কিছু সময় ঈশ্বরের ব্যবস্থায় থাকে এবং পরে অনুকূল পিতামাতার কাছে জন্মগ্রহণ করে।

প্রশ্ন ৯৫: জীবাত্মার মুক্তি কী এবং কিভাবে তা প্রাপ্ত হয়?

উত্তর: প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের পরম আনন্দ লাভ করাকে মুক্তি বলে। বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত যোগ সাধনার মাধ্যমে সমাধি প্রাপ্ত হয়ে অজ্ঞানতার সমস্ত সংস্কার বিনষ্ট করলেই মুক্তি পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ৯৬: মুক্তিতে আত্মার কী অবস্থা? কোথায় থাকে? শরীর ব্যতীত ইন্দ্রিয় কিভাবে চলে, খাওয়া-দাওয়া কিভাবে করে?

উত্তর: মুক্তিতে জীবাত্মা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে অবাধে ভ্রমণ করে এবং ঈশ্বরের আনন্দে মগ্ন থাকে। মুক্ত অবস্থায় জীবাত্মাকে দেহধারী জীবের মতো খাওয়া-দাওয়ার প্রয়োজন হয় না।

প্রশ্ন ৯৭: জীবাত্মার সাংসারিক ইচ্ছা কখন শেষ হয়?

উত্তর: যখন ভগবান লাভ হয় এবং পার্থিব ভোগবিলাস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন আত্মার পার্থিব সুখ লাভের আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়।

প্রশ্ন ৯৮: জীবাত্মা বাস্তবে কী চায়?

উত্তর: জীবাত্মা পূর্ণ ও স্থায়ী সুখ, শান্তি, নির্ভীকতা ও স্বতন্ত্রতা চায়।

প্রশ্ন ৯৯: কে ভোজন গ্রহণ করে, শরীর না জীবাত্মা?

উত্তর: শুধুমাত্র জড় দেহ ভোজন গ্রহণ করতে পারে না; জীবাত্মা মন ও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কাজ করার জন্য ভোজন গ্রহণ করে।

প্রশ্ন ১০০: একটি শরীরে কি একটি মাত্র জীবাত্মা থাকে নাকি বহু জীবাত্মা থাকে?

উত্তর: একটি শরীরে কর্তা ও ভোক্তা হিসেবে একটি মাত্র জীবাত্মা থাকে; বহু জীবাত্মা থাকে না। তবে অন্য শরীরে যুক্ত জীবাত্মা থাকতে পারে, যেমন মাতৃগর্ভে তার সন্তান।

প্রশ্ন ১০১: জীবাত্মা কি শরীরে বিস্তৃত নাকি এক স্থানীয়?

উত্তর: দেহে আত্মা একাকী এবং বিস্তৃত নয়; যদি বিস্তৃত হতো, তবে দেহের বৃদ্ধি ও হ্রাসের কারণে তা চিরন্তন থাকতে পারত না।

প্রশ্ন ১০২: জীবের পরম উন্নতি ও সফলতা কী?

উত্তর: জীবাত্মার চূড়ান্ত উন্নতি হলো পরমাত্মার উপলব্ধি করে পরম শান্তি ও মোক্ষ লাভ করা।

প্রশ্ন ১০৩: জীবাত্মার প্রাপ্ত সুখ-দুঃখ কি তার নিজের কর্মের ফল? নাকি অন্যের কর্মের ফলে?

উত্তর: আত্মার প্রাপ্ত সুখ-দুঃখ তার নিজের কর্মের ফল, তবে কখনো কখনো অন্যের কর্মের প্রভাবেও সুখ-দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

প্রশ্ন ১০৪: কোন লক্ষণের ভিত্তিতে বলা যায় যে কেউ জীবাত্মা উপলব্ধি করেছেন?

উত্তর: মন ও ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করে, ন্যায় আচরণ ও সৎকর্ম করে, মিথ্যা ও অধার্মিক কাজ পরিহার করে, এবং সর্বদা শান্ত, প্রসন্ন ও সুখী থাকাই জীবাত্মা উপলব্ধির লক্ষণ।

জগৎ (সৃষ্টি)

প্রশ্ন ১০৫: সৃষ্টিকাল ও ধর্মীয় বিধান কী পরস্পরের সাপেক্ষ ?

উত্তর: না। একটি সময় বিভাজন মাত্র এবং আরেকটি মানবগোষ্ঠীর জন্য ঐশ্বরিক বিধিবিধান।

প্রশ্ন ১০৬: সৃষ্টির (জগৎ) বয়স কিভাবে পরিমাপ করা হয় এবং এর বয়স কত?

উত্তর: সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগ এবং কলিযুগ থেকে সৃষ্টির (জগৎ) বয়স পরিমাপ করা হয়। প্রতিটি যুগের বয়স নিম্নরূপ:

যুগ	বছর
সত্যযুগ	১৭,২৮,০০০
ত্রেতাযুগ	১২,৯৬,০০০
দ্বাপরযুগ	৮,৬৪,০০০
কলিযুগ	৪,৩২,০০০

মোট: একটি চতুর্যুগের আয়ু ৪৩,২০,০০০ বছর

প্রশ্ন ১০৭: এক মহাবিশ্বে কতজন চতুর্যুগ আছে?

উত্তর: এক মহাবিশ্বে মোট এক হাজার চতুর্যুগ আছে।

প্রশ্ন ১০৮: এক সৃষ্টিতে কতটি মন্বন্তর আছে?

উত্তর: এক সৃষ্টিতে চৌদ্দটি মন্বন্তর রয়েছে।

প্রশ্ন ১০৯: বর্তমানে কোন মন্বন্তর চলছে এবং এর নাম কী?

উত্তর: বর্তমানে সপ্তম মন্বন্তর চলছে, যার নাম বৈবস্বত মন্বন্তর।

প্রশ্ন ১১০: এক মন্বন্তরে কতটি চতুর্যুগ আছে এবং বর্তমানে কোন চতুর্যুগ চলছে?

উত্তর: একটি মন্বন্তরে একাত্তরটি চতুর্যুগ থাকে এবং বর্তমানে আঠারোতম চতুর্যুগ চলছে।

প্রশ্ন ১১১: বর্তমান কলিযুগ কত বছর অতিক্রান্ত হয়েছে?

উত্তর: বিক্রম সংবৎ ২০৬৮ (২০০৮ খ্রিস্টাব্দ) অনুযায়ী, বর্তমান কলিযুগের ৫১০৭ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে।

প্রশ্ন ১১২: যুগ বিভাজনের সাথে কি ধর্মীয় আচার পরিবর্তন হয় ?

উত্তর: ব্যবহারিক জীবনে পরিবর্তন এলেও ধর্মীয় সিদ্ধান্ত ও পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসবে না,

প্রশ্ন ১১৩: নববর্ষ কি বৈদিক পর্ব ?

উত্তর: হ্যাঁ।

প্রশ্ন ১১৪: প্রকৃতি অনাদি বলে কি স্বাধীন ?

উত্তর: না, প্রকৃতি অনাদি হলেও জগৎ সৃষ্টি ঈশ্বরই করেন। অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে স্থূল জগৎ তৈরি হয়।

প্রশ্ন ১১৫: কালের কারণে কি ধর্ম ও অধর্ম হয়, যেমন কলিযুগে পাপ বাড়ে বলে শোনা যায়?

উত্তর: না, কালের উপর ধর্ম বা অধর্ম নির্ভর করে না। প্রতিটি যুগে ধর্ম ও অধর্ম উভয়ের প্রবণতা বিরাজ করে।

প্রশ্ন ১১৬: সৃষ্টির (জগৎ) শুরুতে কতজন মানুষ উৎপন্ন করেছেন?

উত্তর: বহু।

প্রশ্ন ১১৭: তারপর সেই মানুষগুলো কিভাবে জ্ঞান অর্জন করল?

উত্তর: ঈশ্বর বহু মানুষের মধ্যে থেকে পূর্ব জন্মের কর্মফল ও সংস্কার অনুযায়ী শুদ্ধতম আত্মাদের বেছে নিয়ে সমাধি লাভের মাধ্যমে ঈশ্বর জ্ঞান

দান করেন। এখান থেকেই গুরু শিষ্য পরম্পরা শুরু হয় এবং সমস্ত মানুষ জ্ঞান অর্জন করে।

বেদ

প্রশ্ন ১১৮: বেদ কাকে বলে?

উত্তর: সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বর প্রদত্ত জ্ঞানকে বেদ বলা হয়।

প্রশ্ন ১১৯: বেদ কয়টি? আর সেগুলো কী কী?

উত্তর: বেদ চারটি। সেগুলো হলো—

(ক) ঋগ্বেদ,

(খ) যজুর্বেদ,

(গ) সামবেদ,

(ঘ) অথর্ববেদ।

প্রশ্ন ১২০: কোন চার ঋষি বেদের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন?

উত্তর: অগ্নি, বায়ু, আদিত্য এবং অঙ্গিরা এই চার ঋষি বেদের জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

প্রশ্ন ১২১: কোন ঋষি দ্বারা কোন বেদ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন?

উত্তর: কোন ঋষি দ্বারা কোন বেদ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তা নিম্নে দেয়া হল-

ঋষির নাম	**বেদ জ্ঞান**
অগ্নি	ঋগ্বেদ
বায়ু	যজুর্বেদ
আদিত্য	সামবেদ

অঙ্গিরা	অথর্ববেদ

প্রশ্ন ১২২: ঈশ্বর কখন চার ঋষিকে বেদের জ্ঞান দান করেন?

উত্তর: অধুনা মানব সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বর চারজন ঋষিকে বেদের জ্ঞান দান করেছিলেন।

প্রশ্ন ১২৩: প্রতিটি বেদের নিজ নিজ বিষয় কী কী?

উত্তর: প্রতিটি বেদের নিজস্ব বিষয় নিম্নরূপ—

বেদ	বিষয়
ঋগ্বেদ	জ্ঞান
যজুর্বেদ	কর্ম
সামবেদ	উপাসনা
অথর্ববেদ	বিজ্ঞান

প্রশ্ন ১২৪: কে প্রথম চার বেদের জ্ঞান অর্জন করেন?

উত্তর: ব্রহ্মা সর্বপ্রথম চার বেদের জ্ঞান অর্জন করেন।

প্রশ্ন ১২৫: কেন ঈশ্বর শুধু চারজন ঋষিকে বেদের জ্ঞান দিলেন?

উত্তর: ঈশ্বর শুধুমাত্র চার ঋষিকে বেদের জ্ঞান দিয়েছিলেন কারণ পূর্ব জন্মের কর্মফল অনুযায়ী এই যুগে তারা সর্বাধিক পবিত্র আত্মা ছিলেন।

প্রশ্ন ১২৬: প্রতিটি বেদে কতটি মন্ত্র আছে এবং চারটি বেদে মোট কতটি মন্ত্র রয়েছে?

উত্তর: প্রতিটি বেদে কতটি মন্ত্র আছে না নিম্নরূপ-

বেদ	মন্ত্রসংখ্যা
ঋগ্বেদ	১০,৫৫২
যজুর্বেদ	১,৯৭৫

সামবেদ	১,৮৭৫
অথর্ববেদ	৫,৯৭৭

চারটি বেদে মোট ২০,৩৭৯টি মন্ত্র রয়েছে।

প্রশ্ন ১২৭: বর্ণ কত প্রকার এবং কী কী?

উত্তর: বর্ণ চার প্রকার—

(ক) ব্রাহ্মণ,

(খ) ক্ষত্রিয়,

(গ) বৈশ্য,

(ঘ) শূদ্র।

প্রশ্ন ১২৮: ব্রাহ্মণ বর্ণের কাজ কী কী?

উত্তর: বেদ পাঠ করা ও শিক্ষা দেওয়া, যজ্ঞ করা ও যজ্ঞ শিক্ষা প্রদান, দান করা ও গ্রহণ করা ব্রাহ্মণ বর্ণের কাজ।

প্রশ্ন ১২৯: ক্ষত্রিয় বর্ণের কাজ কী কী?

উত্তর: রাষ্ট্র সুরক্ষা, ন্যায় বিচার ও প্রশাসন ইত্যাদি ক্ষত্রিয় বর্ণের কাজ।

প্রশ্ন ১৩০: বৈশ্য বর্ণের কাজ কী কী?

উত্তর: বাণিজ্য, কৃষি, পশুপালন ইত্যাদি বৈশ্য বর্ণের কাজ।

প্রশ্ন ১৩১: শূদ্র বর্ণ কাকে বলে? এর কাজ কী?

উত্তর: যার বুদ্ধি নিস্তেজ এবং যিনি সর্বোচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে চেষ্টার পরেও জ্ঞানী হতে অক্ষমতাবশত পারেন না, অর্থাৎ যিনি জ্ঞানের মাধ্যমে ধন ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানবর্জিত, তাকে শূদ্র বলা হয়। শূদ্রের কাজ হলো সেবা ও পরিচর্যা তথা বৃত্তিমূলক কাজ করা।

প্রশ্ন ১৩২: মানবজীবনকে কয়টি আশ্রমে ভাগ করা হয়েছে? সেগুলো কী কী?

উত্তর: মানবজীবনকে চারটি আশ্রমে ভাগ করা হয়েছে—

(ক) ব্রহ্মচর্য,

(খ) গার্হস্থ্য,

(গ) বানপ্রস্থ,

(ঘ) সন্ন্যাস।

প্রশ্ন ১৩৩: বেদাঙ্গ কী কী?

উত্তর: বেদাঙ্গ হলো— শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ।

প্রশ্ন ১৩৪: উপবেদ কয়টি এবং কী কী?

উত্তর: উপবেদ চারটি—

(ক) আয়ুর্বেদ,

(খ) ধনুর্বেদ,

(গ) গন্ধর্ববেদ,

(ঘ) অর্থবেদ।

এদের মধ্যে বহু গ্রন্থ বিদ্যমান রয়েছে। এককরূপে অল্পই।

প্রশ্ন ১৩৫: বৈদিক দর্শন কয়টি এবং কী কী?

উত্তর: বৈদিক দর্শন ছয়টি—

(ক) যোগ দর্শন,

(খ) সাংখ্য দর্শন,

(গ) বৈশেষিক দর্শন,

(ঘ) ন্যায় দর্শন,

(ঙ) বেদান্ত দর্শন,

(চ) মীমাংসা দর্শন।

প্রশ্ন ১৩৬: বৈদিক উপনিষদ কয়টি? সেগুলো কী কী?

উত্তর: এগারোটি বৈদিক উপনিষদ রয়েছে। সেগুলো হলো— ঈশ, কেন, কঠ, মাণ্ডূক্য, মুণ্ডক, প্রশ্ন, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক এবং শ্বেতাশ্বতর।

প্রশ্ন ১৩৭: ব্রাহ্মণ গ্রন্থ কাকে বলে এবং এই গ্রন্থের সংখ্যা কত?

উত্তর: বেদের বর্ণিত বিষয়গুলি ঋষি প্রণীত যেসব গ্রন্থে ব্যাখ্যা করা হয়, সেগুলোকে ব্রাহ্মণ গ্রন্থ বলা হয়। এদের মুখ্য সংখ্যা চারটি—

(ক) শতপথ ব্রাহ্মণ [যজুর্বেদ]

(খ) গোপথ ব্রাহ্মণ [অথর্ববেদ]

(গ) তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ [সামবেদ]

(ঘ) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ [ঋগ্বেদ]

এর বাইরেও বহু ব্রাহ্মণ গ্রন্থ রয়েছে এবং অনেক ব্রাহ্মণ গ্রন্থ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

কর্ম ও কর্মফল

প্রশ্ন ১৩৮: কর্মের ফল কেমন? কখন, কোথায়, কীভাবে তা পাওয়া যায়? আমরা কি এ সম্পর্কে জানতে পারি?

উত্তর: কর্মের ফল কখন, কোথায়, কীভাবে পাওয়া যাবে—এ বিষয়ে মানুষ সম্পূর্ণভাবে জানতে পারে না। এই বিষয়টি ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। তবে, শাস্ত্রের মাধ্যমে কিছু কিছু তথ্য মানুষ জানতে পারে।

প্রশ্ন ১৩৯: কর্ম করে সেই কর্মের ফল এড়ানোর কোনো উপায় আছে কি?

উত্তর: যতই তপস্যা, জপ, ধ্যান, দান বা যজ্ঞ করা হোক না কেন, কোনো মানুষই তার কর্মের ফল এড়াতে পারে না। প্রত্যেককেই তার কর্মের ফল ভোগ করতেই হয়।

প্রশ্ন ১৪০: নিজের কর্মের ফল কি অন্যকে দেওয়া বা ভোগ করানো যায়? যদি যায়, তাহলে কীভাবে? না গেলে, কেন নয়?

উত্তর: কেউ তার কর্মের ফল অন্যকে দিতে পারে না। তবে, নিজের কর্মের প্রভাবের কারণে অন্যের সুখ-দুঃখের কারণ হতে পারে।

প্রশ্ন ১৪১: কে কর্মের ফল প্রদান করে? শুধু ঈশ্বর, নাকি রাজা, বিচারক, সমাজের মানুষও দেন, নাকি নিজেও নিতে পারেন?

উত্তর: মূলত ঈশ্বরই কর্মের ফল দেন। তবে সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে মাতা-পিতা, গুরু, পুলিশ, বিচারক, রাজাও শাস্তি বা পুরস্কার দিতে পারেন। কিছু কর্মের ফল ব্যক্তি নিজেও ভোগ করতে পারে। ঈশ্বর এই ব্যবস্থাই নির্ধারণ করেছেন।

প্রশ্ন ১৪২: কর্মের কর্তা কে—জীব, মন, ইন্দ্রিয়, শরীর, ঈশ্বর না অন্য কেউ?

উত্তর: জীবাত্মাই কর্মের আসল কর্তা। মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর হলো কর্ম সম্পাদনের উপকরণ বা মাধ্যম।

প্রশ্ন ১৪৩: দান, পূজা, জপ, তপ, তীর্থ ইত্যাদি দ্বারা খারাপ কর্মের ফল নষ্ট বা হ্রাস করা যায়? না গেলে, এগুলোর প্রয়োজনীয়তা কী?

উত্তর: দান, পূজা, উপাসনা, জপ ইত্যাদি দ্বারা খারাপ কর্মের ফল নষ্ট হয় না, তবে এগুলো করে পুণ্য অর্জন করা যায় এবং ভবিষ্যতে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার মানসিকতা গড়ে ওঠে।

প্রশ্ন ১৪৪: প্রায়শ্চিত্ত করে কি খারাপ কর্মের ফল এড়ানো যায়? না গেলে, প্রায়শ্চিত্তের উপযোগিতা কী?

উত্তর: প্রায়শ্চিত্ত করে খারাপ কর্মের ফল এড়ানো যায় না। তবে, প্রায়শ্চিত্ত করলে খারাপ কাজ করার প্রবণতা কমে যায় এবং ভবিষ্যতে সৎ পথে চলার অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ১৪৫: একজন মানুষ অথবা কোন জীব যে সুখ-দুঃখ ভোগ করে, তা কি তার নিজের কর্মের ফল, নাকি অন্যের দ্বারাও সম্ভব?

উত্তর: একজন মানুষ প্রধানত নিজের কর্মের ফল ভোগ করে। তবে, অন্যের কর্মের প্রভাবেও সুখ-দুঃখ পেতে পারে।

প্রশ্ন ১৪৬: কর্মের পরিণাম, কর্মের প্রভাব ও কর্মফল—এই তিনটির মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর: কর্মের পরিণাম, কর্মের প্রভাব ও কর্মফল—এই তিনটির মধ্যে পার্থক্য হল-

I. কর্মের পরিণাম: কর্মের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া।
II. কর্মের প্রভাব: কর্মের ফল জানার পর নিজের বা অন্যের উপর যে মানসিক বা শারীরিক পরিবর্তন আসে।
III. কর্মফল: কর্ম অনুযায়ী কর্তাকে ন্যায়সঙ্গত সুখ-দুঃখ প্রদান বা তার উপায়।

প্রশ্ন ১৪৭: যারা খারাপ কাজ করে, তাদের অনেক সময় বেশি সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা থাকে—কেন এমন হয়?

উত্তর: যারা খারাপ কাজ করে, তারা হয়তো বেশি সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা পায়, কিন্তু প্রকৃত সুখ পায় না। তাদের সুখী মনে করা ভুল ধারণা।

প্রশ্ন ১৪৮: যারা ভালো কাজ করে, তারা কেন বেশি বাধা, বিরোধিতা ও কষ্ট পায়? এটা কি শুভ কর্মের ফল?

উত্তর: ধার্মিক ব্যক্তি যে কষ্ট পায়, তা তার সৎকর্মের ফল নয়; বরং সমাজের অজ্ঞ, স্বার্থপর ও অন্যায়কারী লোকদের কারণে সে এসব সমস্যার সম্মুখীন হয়।

প্রশ্ন ১৪৯: নিজের দ্বারা, অন্যের দ্বারা এবং অন্যের দ্বারা সমর্থিত খারাপ কাজের ফল কি এক, কম, নাকি বেশি?

উত্তর: সাধারণত নিজের দ্বারা করা কর্মের ফল সবচেয়ে বেশি, অন্যের দ্বারা করা কর্মের ফল মাঝারি এবং সমর্থিত কর্মের ফল তুলনামূলক কম। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে, সমর্থিত কর্মের ফলও বেশি হতে পারে।

প্রশ্ন ১৫০: মানসিক, মৌখিক ও শারীরিক কর্মের ফলাফল কি সমান?

উত্তর: সাধারণত মানসিক কর্মের ফল মৌখিক কর্মের চেয়ে কম, আর মৌখিক কর্মের ফল শারীরিক কর্মের চেয়ে কম। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে মৌখিক কর্মের ফল শারীরিক কর্মের চেয়েও বেশি হতে পারে।

প্রশ্ন ১৫১: ভালো-মন্দ কাজ সমানভাবে করলে কি কোনো ফল ছাড়াই তা বিনষ্ট হয়ে যায়?

উত্তর: ভালো ও মন্দ কাজ সমানভাবে করলে কোনো কর্মই বিনষ্ট হয় না। বৈদিক কর্মফল পদ্ধতিতে প্লাস-মাইনাসের নিয়ম নেই; প্রত্যেক কর্মের নিজস্ব ফল রয়েছে।

প্রশ্ন ১৫২: পাপ কর্মের দুঃখরূপ ফল ভোগকারীর দুঃখ দূর করার প্রয়াস কি ঈশ্বরের ন্যায়বিচারে হস্তক্ষেপ?

উত্তর: দুঃখী ব্যক্তির দুঃখ দূর করা ঈশ্বরের ন্যায়বিচারে হস্তক্ষেপ নয়; বরং বেদ, শাস্ত্র ও পরমাত্মার নির্দেশ অনুযায়ী দুঃখীকে সাহায্য করা প্রত্যেকের কর্তব্য।

প্রশ্ন ১৫৩: জীবাত্মা যদি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, তবে সে কর্মফল ভোগে নির্ভরশীল কেন?

উত্তর: আত্মা নিজের কর্মের ফল নিজে ভোগ করতে পারে না, কারণ তার জ্ঞান ও সামর্থ্য সীমিত। তাই ঈশ্বর তাঁর অধীনে কর্মফল ভোগের ব্যবস্থা রেখেছেন।

প্রশ্ন ১৫৪: কাউকে খারাপ কাজ থেকে বিরত না করা কি পাপ?

উত্তর: যেখানে অধিকার, দায়িত্ব বা প্রভাব আছে, সেখানে কাউকে খারাপ কাজ থেকে বিরত না করা পাপ। কিন্তু যাকে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী বোঝানোর এবং আটকানোর চেষ্টা করার পরেও সে শুনবে না সেখানে আর পাপ নেই।

প্রশ্ন ১৫৫: পরিবারের উপার্জনকারী অনৈতিকভাবে অর্থ উপার্জন করলে, পরিবারের সবাই কি সেই পাপে ভোগে?

উত্তর: অনৈতিকভাবে অর্থ উপার্জনকারী মূলত নিজেই সেই পাপের ফল ভোগ করেন। পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যরা সাধারণত সেই পাপে ভোগেন না।

প্রশ্ন ১৫৬: কর্ম নামক কোনো স্বতন্ত্র বস্তু বা পদার্থের অস্তিত্ব আছে, নাকি এটি কল্পনা?

উত্তর: কর্ম নামক স্বতন্ত্র বস্তু বা পদার্থের বাস্তব অস্তিত্ব আছে। এটি কোনো কল্পনা নয়; বরং এটি জীবের দ্বারা সংঘটিত কার্য, যার ফল অনিবার্য।

প্রশ্ন ১৫৭: মহর্ষি দয়ানন্দের মতে কর্মের সংজ্ঞা কী?

উত্তর: মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের মাধ্যমে জীব যে বিশেষ কার্য করে, তাকেই ‘কর্ম’ বলে।

প্রশ্ন ১৫৮: কর্ম করার কয়টি মাধ্যম আছে এবং কী কী?

উত্তর: কর্ম করার প্রধানত তিনটি মাধ্যম—(ক) মন, (খ) বাক্য (মৌখিক) এবং (গ) শরীর।

প্রশ্ন ১৫৯: মানুষ কখন কর্মের ফল পায়?

উত্তর: কিছু কর্মের ফল এই জন্মেই তৎক্ষণাৎ, কিছু দেরিতে (সপ্তাহ, মাস বা বছর পরে), কিছু পরের জন্মে, কিছু মুক্তির সময় এবং কিছু মুক্তি থেকে ফিরে আসার পর পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ১৬০: ভালো (শুভ) কাজ করে লাভ কী? কেন ভালো কাজ করা উচিত?

উত্তর: ভালো কাজ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়, যা ব্যক্তিকে সুখী করে তোলে। এতে ভালো মূল্যবোধ গড়ে ওঠে এবং ব্যক্তি ধর্মের পথে অগ্রসর হয়। শেষ পর্যন্ত, ভালো কাজ করে ঈশ্বরকেও লাভ করা যায়।

প্রশ্ন ১৬১: খারাপ (অশুভ) কাজ করলে কী ক্ষতি হয়? / কেন অশুভ কাজ করা উচিত নয়?

উত্তর: খারাপ কাজের পরিণতি সবসময়ই খারাপ হয়। এতে ব্যক্তি দুঃখ ও কষ্টের সম্মুখীন হয়। খারাপ কাজের ফলে নৈতিক অবনতি ঘটে এবং ব্যক্তি অধর্মের পথে পরিচালিত হয়। এতে সে সমাজ ও নিজের কাছে অবনমিত হয় এবং চরম দুর্দশার শিকার হয়।

প্রশ্ন ১৬২: নিষ্কাম কর্ম ও অকর্মণ্যতার মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর: নিষ্কাম কর্ম হলো নিঃস্বার্থভাবে, কোনো ব্যক্তিগত লাভের আশা না রেখে কাজ করা। এতে ব্যক্তি যোগী, ঋষি-মহর্ষি হয়ে ঈশ্বরপ্রাপ্তি ও মুক্তি লাভ করে। অন্যদিকে, অকর্মণ্যতা মানে কর্ম না করে অলস ও উদাসীন থাকা, যা ব্যক্তিকে দুঃখ ও পতনের দিকে নিয়ে যায়।

প্রশ্ন ১৬৩: মানুষ শরীর দিয়ে কয়টি ও কী কী শুভ (সৎ) কাজ করে?

উত্তর: মানুষ শরীর দিয়ে প্রধানত তিনটি শুভ কাজ করে— (ক) রক্ষা করা, (খ) দান করা, (গ) সেবা করা।

প্রশ্ন ১৬৪: মৌখিকভাবে (বাণি বা কথা দ্বারা) করা শুভ (সৎ) কাজ কয়টি ও কী কী?

উত্তর: শাস্ত্রানুসারে মৌখিকভাবে চারটি শুভ কাজ— (ক) সত্য বলা, (খ) মধুর কথা বলা, (গ) উপকারী কথা বলা, (ঘ) স্বাধ্যায় (স্ব-অধ্যয়ন) করা।

প্রশ্ন ১৬৫: মন থেকে করা ভালো কাজ কয়টি ও কী কী?

উত্তর: মন থেকে তিনটি ভালো কাজ করা হয়— (ক) দয়া, (খ) অস্পৃহা, (গ) আস্তিকতা।

প্রশ্ন ১৬৬: মানুষ শরীর দ্বারা কয়টি ও কী কী খারাপ কাজ করে?

উত্তর: মানুষ শরীর দ্বারা প্রধানত তিনটি খারাপ কাজ করে— (ক) হিংসা করা, (খ) চুরি করা, (গ) ব্যভিচার করা।

প্রশ্ন ১৬৭: মৌখিকভাবে করা অশুভ কর্ম কয়টি ও কী কী?

উত্তর: শাস্ত্রানুসারে মৌখিকভাবে চারটি অশুভ কর্ম— (ক) মিথ্যা বলা, (খ) কঠোর কথা বলা, (গ) ক্ষতিকর কথা বলা, (ঘ) অনর্থক কথা বলা।

প্রশ্ন ১৬৮: কর্মের চূড়ান্ত ফল কীভাবে পাওয়া যায়?

উত্তর: কর্মের চূড়ান্ত ফল সুখ ও দুঃখের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

প্রশ্ন ১৬৯: মানব জন্মের জন্য ন্যূনতম কতটুকু ও কীভাবে কর্ম করা প্রয়োজন?

উত্তর: মানব জন্মের জন্য ন্যূনতম ৫০% পুণ্য ও ৫০% পাপ কর্ম প্রয়োজন। পুণ্য কম হলে মানুষরূপে জন্ম লাভ সম্ভব নয়; পাপ ও পুণ্য সমান হওয়া উচিত। পুণ্যভাগ যত বেশি তত অনুকূল পরিবেশ ও সংস্কারসহ জন্ম হবে। এজন্য মুক্তি লাভে ইচ্ছুকদের যদি মুক্তি লাভের

সম্ভাবনা কমও থাকে তারপরেও মানবজন্ম আবার লাভের জন্য বেশি বেশি করে পুণ্যকর্ম করা উচিত।

প্রশ্ন ১৭০: জ্ঞানপূর্বক কে শতভাগ নিষ্কাম কর্ম করে?

উত্তর: কেবল একজন পূর্ণ যোগী, পূর্ণ আস্তিক, ঈশ্বরের পরিপূর্ণ ভক্ত, বীতরাগ এবং চরম তপস্বীই জ্ঞানসহকারে শতভাগ নিষ্কাম কর্ম করতে পারেন।

প্রশ্ন ১৭১: শতভাগ নিষ্কামকর্মীর ফল কী?

উত্তর: জীবিত অবস্থায় তিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং মৃত্যুর পর মোক্ষলাভ করে দীর্ঘকাল ঈশ্বরের আনন্দ উপভোগ করেন।

প্রশ্ন ১৭২: মনুষ্য জন্ম পেয়েও কেন আত্মা পশু, পাখি, কীটপতঙ্গ ইত্যাদির দেহে যায়?

উত্তর: মনুষ্য জন্ম পেয়েও ৫০%-এর বেশি পাপ করলে, সেই পাপের ফলে আত্মা পশু, পাখি, কীটপতঙ্গ ইত্যাদির দেহে জন্ম নেয়।

প্রশ্ন: ১৭৩। ব্যক্তি যখন পঞ্চাশ শতাংশ (৫০%) এর বেশি পাপ করে, তখন সে পশু ইত্যাদি নীচ শরীরে যায়। পুনরায় তাকে মানব শরীর কখন মেলে?

উত্তর: যখন অধিক পাপের ফল পশু ইত্যাদি শরীরে ভোগ করা হয় এবং তখন পাপ ও পুণ্য সমান হয়ে যায়, তখন পুনরায় তাকে মানব শরীর মেলে।

প্রশ্ন ১৭৪: এক মুহূর্তও কি কর্ম না করে থাকা যায়?

উত্তর: না, এক মুহূর্তও কর্ম ছাড়া থাকা যায় না।

প্রশ্ন ১৭৫: জীবনে কর্ম কখনো শেষ হয় কি?

উত্তর: না, মানুষকে সারাজীবন কর্ম করতে হয়।

প্রশ্ন ১৭৬: সকাম কর্ম কাকে বলে?

উত্তর: সকল শুভ, অশুভ ও মিশ্র কর্ম— যার মধ্যে ফল লাভের বাসনা থাকে— তাকে সকাম কর্ম বলে।

প্রশ্ন ১৭৭. ফলের দৃষ্টিকোণ থেকে কর্মফল কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর: ফলাফলের দৃষ্টিকোণ থেকে কর্মফল তিন প্রকার—

(ক) সঞ্চিত

(খ) প্রারব্ধ

(গ) ক্রিয়মান কর্ম।

প্রশ্ন ১৭৮: কর্তার দৃষ্টিকোণ থেকে কর্ম কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর: কর্তাদৃষ্টিকোণ থেকে কর্ম তিন প্রকার—

(ক) কৃত কর্ম

(খ) করিত কর্ম

(গ) অনুমোদিত কর্ম।

প্রশ্ন ১৭৯: কৃত কর্ম কাকে বলে?

উত্তর: যে কর্ম কর্তা নিজে সম্পন্ন করেন, তা কৃত কর্ম।

প্রশ্ন ১৮০: করিত কর্ম কাকে বলে?

উত্তর: যে কাজ অন্যকে দিয়ে করানো হয়, তাকে করিত কর্ম বলে।

প্রশ্ন ১৮১: অনুমোদিত কর্ম কাকে বলে?

উত্তর: যে কর্মে নিজে না করলেও, অন্যের কর্মকে সমর্থন বা অনুমোদন করা হয়, তাকে অনুমোদিত কর্ম বলে।

প্রশ্ন ১৮২: কোনো ইচ্ছা ছাড়া কর্ম করা সম্ভব?

উত্তর: না, জাগতিক বা মোক্ষ— অন্তত একটির আকাঙ্ক্ষা থাকবেই। কামনা ছাড়া কর্ম সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ১৮৩: যে সমস্ত কর্ম এই সংসারে হচ্ছে, যা হয়েছে এবং যা হতে যাচ্ছে, সব কি ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে, ঈশ্বরেরই লীলা অর্থাৎ ঈশ্বরই করছে, জীব নয়? এই বিশ্বাস কি সঠিক?

উত্তর: না, যত খারাপ কর্ম আছে সেগুলো ব্যক্তি অর্থাৎ জীব নিজের স্বাধীনতা থেকে কুসংস্কারের কারণে করে। যত ভালো কর্ম আছে তাতে ঈশ্বরেরও হাত আছে। অর্থাৎ যখন জীব ভালো কর্ম করতে চায়, তখন ঈশ্বর তাকে প্রেরণা, উৎসাহ ইত্যাদি প্রদান করেন।

প্রশ্ন ১৮৪: পিতামাতার সেবা না করা কি সন্তানের অপরাধ?

উত্তর: হ্যাঁ, গৃহস্থ সন্তান যদি পিতামাতার সেবা না করে, তা অপরাধ ও পাপ।

প্রশ্ন ১৮৫: যদি কোনো পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান থাকে, যার সামনে-পেছনে আর কেউ না থাকে, এবং সেই সন্তান বৈরাগ্যের কারণে গৃহত্যাগ করে, তাহলে কি তাকে অপরাধী ধরা হবে?

উত্তর: নয়। যদি সে বৈরাগ্যের কারণে গৃহত্যাগ করে এবং তার জীবনকে সত্য ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা মহান, উন্নত ও শ্রেষ্ঠ করে তুলছে এবং সমাজ-জাতির কল্যাণে নিয়োজিত থাকে, তাহলে তাকে অপরাধী ধরা হবে না। বরং সে ঈশ্বরের আজ্ঞার পালন করছে।

প্রশ্ন ১৮৬: পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত এমন সন্তান যারা পিতা-মাতা, শিক্ষক বা বড়দের উপযুক্ত কথা অবজ্ঞা করে, তাদের কথার বিরুদ্ধে আচরণ করে, তাদের কি শাস্তি দেওয়া উচিত?

উত্তর: অবশ্যই শাস্তি দেওয়া উচিত। এটি বৈদিক ব্যবস্থা যে সন্তানের সংস্কারের জন্য বিনা বিদ্বেষে প্রয়োজনমতো ভাষায় এবং সতর্কতার সঙ্গে শারীরিক তাড়নাও দেওয়া উচিত।

প্রশ্ন ১৮৭: কারো ভালো বা খারাপ কর্মের ফল তৎক্ষণাৎ না পাওয়া গেলে, কি এই ধারণা করা উচিত যে সেই কর্মের ফল ভবিষ্যতেও পাওয়া যাবে না?

উত্তর: এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, কারণ কোনোভাবেই কর্মফল থেকে কেউ বাঁচতে পারে না। কর্মফলদাতা ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ এবং ন্যায়পরায়ণ। অতএব উপযুক্ত সময়ে অবশ্যই কর্মফল প্রাপ্তি হয়।

প্রশ্ন ১৮৮: আজকাল প্রতিদিন হাজার হাজার শিশুকে জন্ম হওয়ার আগেই গর্ভে মেরে ফেলা হয়। তাহলে এটি কি গর্ভে আসা জীবের কর্মফল নাকি পিতা-মাতার কর্মফল?

উত্তর: গর্ভধারণ পিতা-মাতার ইচ্ছায় হয় এবং গর্ভপাতও তাদের স্বাধীন ইচ্ছায় হয়। অতএব, গর্ভপাতের কারণে যে ভয়ংকর পাপ হয়, তার জন্য গর্ভপাত করানোর নির্দেশদাতা, গর্ভপাতকারী এবং সম্মতি প্রদানকারী সবাই দায়ী। গর্ভে থাকা শিশুর এতে কোনো কর্মফল নেই। ঈশ্বরও গর্ভপাত করানোর কোনো অনুপ্রেরণা বা বিধান দেননি। বরং গর্ভপাত নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন ১৮৯: জ্ঞান ছাড়াও কি কর্ম হয়?

উত্তর: সাধারণ নীতি হলো, জ্ঞান ছাড়া কর্ম হয় না। কারণ মানুষ যা কিছু কর্ম করে, তা ইচ্ছাপূর্বকই করে। আর সেই ইচ্ছা সুখ প্রাপ্তি এবং দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য হয়। তাই অধিকাংশ কর্ম জ্ঞানপূর্বকই হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ১৯০: ভ্রান্তি, বাধ্যবাধকতা, নিরুপায় অবস্থা বা অল্প জ্ঞানের কারণে করা কর্মেরও কি ফল পাওয়া যায়?

উত্তর: হ্যাঁ। ভ্রান্তি, বাধ্যবাধকতা, নিরুপায় অবস্থা বা অল্প জ্ঞানের কারণে করা কর্মেরও ফল ঈশ্বর কর্তৃক পাওয়া যায়। সেগুলি ভালো হোক বা

মন্দ হোক। কারণ সেই কর্মগুলির দ্বারা অন্যদের সুখ-দুঃখ তো প্রাপ্ত হয়ই।

প্রশ্ন ১৯১: আয়ু কি জন্ম থেকেই নির্ধারিত নাকি কমানো বা বাড়ানো যায়?

উত্তর: মানুষ তার কর্মের দ্বারা, তার আয়ুকে, যা সে পূর্বজন্মের কর্মফলের কারণে প্রাপ্ত হয়, তা কমাতে এবং বাড়াতে পারে। যদি বেদসম্মত আচরণ করে তাহলে আয়ু বেড়ে যাবে, আর এর বিপরীত করলে কমে যাবে।

প্রশ্ন ১৯২: কি মানুষের পরবর্তী জন্ম হয়? / মানুষের মৃত্যুর পর পুনরায় জন্ম হয় কি?

উত্তর: হ্যাঁ। মানুষ মৃত্যুর পর পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে।

প্রশ্ন ১৯৩: মৃত্যুর পর মানুষ কেন পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে?

উত্তর: মানুষ যত এবং যেসব প্রকারের কর্ম করে, সেগুলোর সব ফল এই জন্মে ভোগ করতে পারে না। কিছু কর্ম এমন হয় যার ফল ভোগ করার জন্য পুনরায় জন্ম গ্রহণ করতে হয়।

প্রশ্ন ১৯৪: মানুষ মৃত্যুর পর আবার মানুষ, পাখি ইত্যাদি হয়? নাকি পশু?

উত্তর: মানুষ মৃত্যুর পর অবশ্যই মানুষ হবে এমন নয়। কর্মের ভিত্তিতে পশু-পাখি ইত্যাদিও হতে পারে।

প্রশ্ন ১৯৫: মানুষের আত্মা পরবর্তী জন্ম পেতে কি নিজের ইচ্ছায় কোনো মায়ের গর্ভে যায়, নাকি কেউ নিয়ে যায়?

উত্তর: পরবর্তী জন্ম পেতে মানুষের আত্মা নিজের ইচ্ছায় মায়ের গর্ভে যায় না, বরং তাকে পরমাত্মা (ঈশ্বর) নিয়ে যান।

প্রশ্ন ১৯৬: দুঃখ কী?

উত্তর: বাধা, বেদনা, কষ্ট, পরাধীনতা ইত্যাদি যা থেকে ব্যক্তি বাঁচতে চায়, তাকে দুঃখ বলে।

প্রশ্ন ১৯৭: সুখ কাকে বলে?

উত্তর: স্বাধীনতা, নির্ভয়তা, প্রফুল্লতা ইত্যাদি যা কেউ লাভ করার পর ছাড়তে চায় না, তাকে সুখ বলে।

প্রশ্ন ১৯৮: মানুষ কীভাবে সুখী হয়?

উত্তর: বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞান অর্জন করে, সদকর্ম করে এবং ঈশ্বরের উপাসনা করলে মানুষ সুখী হয়।

প্রশ্ন ১৯৯: মাংস বা ডিম খাওয়ার ফলে পাপ হয় কি?

উত্তর: হ্যাঁ, মাংস বা ডিম যাই হোক, খাওয়ার ফলে পাপ হয় কারণ এতে প্রাণীদের হিংসা ঘটে। শাস্ত্রেও এটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ২০০: মানুষকে কোনো শ্রেষ্ঠ কাজে সফল হতে কী করতে হবে?

উত্তর: কোনো শ্রেষ্ঠ কাজে সফল হতে ছয়টি জিনিসের প্রয়োজন, যা সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে হবে। সেগুলো হলো:

(ক) সংস্কার,

(খ) তীব্র ইচ্ছা,

(গ) পর্যাপ্ত সম্পদের প্রাপ্তি,

(ঘ) সম্পদ ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি,

(ঙ) পরম পরিশ্রম,

(চ) গভীর তপস্যা।

প্রশ্ন ২০১: সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম কর্ম কোনটি এবং তার ফল কী?

উত্তর: কোনো পার্থিব ফলের আশা ছাড়াই অন্যের উপকার করা অর্থাৎ নিঃস্বার্থ কর্মই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম কর্ম। এর ফল হলো জীবদ্দশায় বিশুদ্ধ ঈশ্বরীয় সুখ ভোগ করা এবং মৃত্যুর পর ৩৬ হাজার বার সৃষ্টির পুনঃ-জন্ম না নিয়ে শুধুমাত্র আনন্দেই থাকার অবস্থা। এই মুক্তির ফলের মধ্যে শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধ উপাসনাও অন্তর্ভুক্ত।

ঈশ্বর

প্রশ্ন ২০২: ঈশ্বর কাকে বলা হয়?

উত্তর: যিনি সর্বত্র বিরাজমান, চেতনাসম্পন্ন, নিরাকার, অসীম জ্ঞান, অসীম শক্তি, অসীম আনন্দ, ন্যায়, করুণা ও অন্যান্য মহৎ গুণে সমৃদ্ধ— তাঁকেই ঈশ্বর বলা হয়। ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য-স্বভাব-কর্ম অনন্ত।

প্রশ্ন ২০৩: ঈশ্বরের কি কোনো রূপ, রং, ওজন, আকৃতি ইত্যাদি আছে?

উত্তর: ঈশ্বরের কোনো রূপ, রং, ওজন বা আকৃতি নেই। এই কারণেই তাঁকে নির্গুণ বলা হয়।

প্রশ্ন ২০৪: পৃথিবী, ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন, না জীব সৃষ্টি করেছেন, না আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়েছে?

উত্তর: পৃথিবী বা জগৎ ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। জীবের পক্ষে যথেষ্ট জ্ঞান ও শক্তি না থাকায় তারা জগত সৃষ্টি করতে পারে না। প্রকৃতিও নিজের থেকে জগতের আকার ধারণ করতে পারে না, কারণ এতে জ্ঞান ও কর্মক্ষমতা নেই।

প্রশ্ন ২০৫: ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক?

উত্তর: ঈশ্বর আমাদের মাতা-পিতা, গুরু, রাজা, স্বামী ও উপাস্য। আমরা তাঁর সন্তান, শিষ্য, প্রজা, সেবক ও উপাসক।

প্রশ্ন ২০৬: ঈশ্বর জীবের কাছ থেকে কী চান?

উত্তর: ঈশ্বর চান, জীবেরা তাঁর আদেশ মেনে সংসারে সুখে থাকুক এবং মুক্তি লাভ করুক।

প্রশ্ন ২০৭: ঈশ্বরের আদেশ কী, এবং তা কিভাবে জানা যায়?

উত্তর: বেদ পাঠ করে এবং ঈশ্বরের গুণ, কর্ম ও প্রকৃতি সম্পর্কে জেনে আমরা তাঁর আদেশ জানতে পারি।

প্রশ্ন ২০৮: ঈশ্বর ও আত্মার মধ্যে মিল কোথায়?

উত্তর: ঈশ্বর ও আত্মা উভয়ই চেতন, পবিত্র, অবিনাশী, অনাদি ও নিরাকার।

প্রশ্ন ২০৯: ঈশ্বর ও আত্মার মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

উত্তর: ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, আত্মা জ্ঞানে সীমাবদ্ধ। ঈশ্বরের কাছে চূড়ান্ত সুখ আছে, আত্মার নিজস্ব সুখ নেই; সে সুখ পেতে ঈশ্বর বা জগতের বস্তুসমূহের কাছে যায়।

প্রশ্ন ২১০: ঈশ্বরের মুখ্য ও নিজ নাম কী?

উত্তর: 'ওতম্' পরমাত্মার মুখ্য ও নিজ নাম। যেমন বেদে বলা হয়েছে— "ওতম্ ক্রতো স্মর" [যজু০ ৪০.১৫]।

প্রশ্ন ২১১: ঈশ্বরের প্রধান কাজ কী কী?

উত্তর: ঈশ্বরের প্রধান পাঁচটি কাজ: (১)মহাবিশ্ব সৃষ্টি করা, (২)পালন করা, (৩)ধ্বংস করা, (৪) জীবের কর্মফল প্রদান করা, (৫)বেদের জ্ঞান প্রদান করা।

প্রশ্ন ২১২: প্রলয়ের সময় ঈশ্বর কী করেন?

উত্তর: প্রলয়ের সময় ঈশ্বর মুক্ত আত্মাদের আনন্দ ভোগ করান।

প্রশ্ন ২১৩: ঈশ্বরের জ্ঞান কি সর্বদা একই থাকে, নাকি বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়?

উত্তর: ঈশ্বরের জ্ঞান চিরস্থায়ী; তা কখনো বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় না এবং কখনোই অসত্য হয় না।

প্রশ্ন ২১৪: পৃথিবীকে কে ধারণ করেন?

উত্তর: ঈশ্বর তাঁর শক্তি দ্বারা সমস্ত জগৎ ও লোক-লোকান্তর ধারণ করেন।

প্রশ্ন ২১৫: ঈশ্বরের সুখ ও সাংসারিক জিনিসের সুখের মধ্যে পার্থক্য আছে কি?

উত্তর: অবশ্যই পার্থক্য আছে। ঈশ্বরের সুখ চিরস্থায়ী ও সম্পূর্ণ তৃপ্তিদায়ক, আর পার্থিব জিনিসের সুখ ক্ষণস্থায়ী ও দুঃখমিশ্রিত।

প্রশ্ন ২১৬: ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে কোনো দূরত্ব আছে কি?

উত্তর: সময় ও স্থানের বিচারে জীব ঈশ্বর থেকে দূরে নয়; ঈশ্বর সর্বত্র, সব সময় জীবের সঙ্গে থাকেন। তবে জ্ঞানের অভাবে জীব ঈশ্বর থেকে দূরে সরে যায়। যারা ঈশ্বরকে জানে না বা বিশ্বাস করে না, তারা ঈশ্বর থেকে দূরে থাকে।

প্রশ্ন ২১৭: ঈশ্বরের বিশেষত্ব কী?

উত্তর: ঈশ্বর সর্বদা স্বীয় আনন্দে মগ্ন থাকেন। তাঁর মধ্যে কোনো হীনতা বা দোষ নেই এবং তিনি কোনো ভৌতিক পদার্থের প্রয়োজন অনুভব করেন না।

প্রশ্ন ২১৮: ঈশ্বর কার স্রষ্টা?

উত্তর: ঈশ্বর প্রকৃতি, জীব, জগৎ ও মুক্তির স্রষ্টা।

প্রশ্ন ২১৯: জীব কি নিজের কর্মের ফল সম্পূর্ণরূপে নিজেই নিতে পারে?

উত্তর: না, জীবের কর্মফল ঈশ্বরের অধীনে। তিনি কর্ম অনুযায়ী ফল প্রদান করেন।

প্রশ্ন ২২০: একজন ভক্ত কি নিজের শক্তি ও সামর্থ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করতে পারে?

উত্তর: না, যতক্ষণ না ভক্ত ঈশ্বরের বিশেষ জ্ঞান ও কৃপা লাভ করে, ততক্ষণ ঈশ্বরের দর্শন বা অনুভূতি লাভ করা যায় না।

প্রশ্ন ২২১: ঈশ্বর যখন জন্ম নেন না তখন তাঁকে নির্গুণ, আর জন্ম নিলে সগুণ বলা হয়—এটা কি সঠিক?

উত্তর: না, সগুণ ও নির্গুণের অর্থ ভিন্ন। ঈশ্বরকে সগুণ বলা হয় কারণ তাঁর মধ্যে সর্বজ্ঞতা, সর্বব্যাপকতা ইত্যাদি গুণ রয়েছে। আর জড়তা, মূর্খতা, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি গুণ না থাকায় তাঁকে নির্গুণ বলা হয়।

প্রশ্ন ২২২: ঈশ্বরকে জানার পর একজন যোগীর অনুভূতি কী হয়?

উত্তর: ঈশ্বরকে জানার পর একজন যোগী অনুভব করেন—তিনি যা জানতে বা পেতে চেয়েছিলেন, তা তিনি পেয়েছেন; আর কিছু জানার বা পাওয়ার নেই।

প্রশ্ন ২২৩: মানবজন্মের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কী?

উত্তর: সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ঈশ্বরকে জানা ও অনুভব করা।

প্রশ্ন ২২৪: ঈশ্বর কি বিরক্তবোধ করেন?

উত্তর: না, ঈশ্বর সর্বব্যাপী ও সর্বসমর্থ; তিনি কোনো কিছু ত্যাগ করেন না, তাই বিরক্তবোধও করেন না।

প্রশ্ন ২২৫: ঈশ্বর কি জীব বা সাংসারিক জিনিসের প্রতি রাগ পোষণ করেন?

উত্তর: না, ঈশ্বর কখনো রাগ পোষণ করেন না। কারণ রাগ সাধারণত নিজের থেকে উত্তম কিছুর প্রতি হয়। জীব বা সাংসারিক কোনো বস্তু ঈশ্বরের চেয়ে উত্তম নয়, তাই ঈশ্বর কারো প্রতি রাগ অনুভব করেন না।

প্রশ্ন ২২৬: এই জগতের বাইরে কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে?

উত্তর: হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। ঈশ্বর এত মহান যে এই সমগ্র সৃষ্টি তাঁর সামনে একটি পরমাণুর মতো ক্ষুদ্র মাত্র।

প্রশ্ন ২২৭: ঈশ্বর কি আমাদের প্রতিদিন শিক্ষা দেন?

উত্তর: হ্যাঁ, দেন। যখন কোনো জীব ভালো বা খারাপ কাজ করতে চায়, তখন সে ভেতর থেকে ভয়, লজ্জা, সন্দেহ বা আনন্দ, উৎসাহ ও নির্ভয়তা

অনুভব করে। এভাবেই অন্তর্যামী ঈশ্বর তার শিক্ষা দেন, যার মাধ্যমে জীব ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝতে পারে।

প্রশ্ন ২২৮: জগতে কি কখনও ঈশ্বরের অভাব দেখা দেয়?

উত্তর: না, কখনো নয়। যদিও প্রলয়কালে জগৎ বিলুপ্ত হয়, তবুও ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি সবসময় রয়ে যায় এবং তিনটি কালেই তাদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে।

প্রশ্ন ২২৯: মানুষ যখন জগতের ক্ষতি করে, ঈশ্বর কি তাদের দেখে দুঃখবোধ করেন?

উত্তর: না, ঈশ্বর দুঃখবোধ করেন না। তবে যারা পাপী, তাদের তিনি ভালো মনে করেন না; আর যারা পুণ্যবান, তাদের ভালোবাসেন। পাপীদের তিনি ভয়, সন্দেহ, লজ্জার মাধ্যমে শাস্তি দেন এবং পুণ্যবানদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দেন।

প্রশ্ন ২৩০: কে ঈশ্বরকে দর্শন করেন?

উত্তর: শুধুমাত্র বেদজ্ঞ, ধর্মীয় আত্মা এবং যোগীরাই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারেন।

প্রশ্ন ২৩১: ঈশ্বর কি শরীর ধারণ করেন? তিনি কি অসুস্থ বা বৃদ্ধ হন?

উত্তর: না, ঈশ্বর কখনো দেহ ধারণ করেন না। তিনি অসুস্থ বা বৃদ্ধ হন না। শরীর ছাড়াই তিনি তাঁর সমস্ত কাজ নিজের সামর্থ্যে সম্পাদন করেন।

প্রশ্ন ২৩২: রাম, কৃষ্ণ কি ঈশ্বরকে ভক্তি করেন?

উত্তর: হ্যাঁ, রাম, কৃষ্ণ অন্যান্যরা ঈশ্বরকে ভক্তি করেন।

প্রশ্ন ২৩৩: ঈশ্বর কি জীবকে পাপ করার জন্য প্রেরণা দেন?

উত্তর: না, ঈশ্বর সর্বদা পবিত্র। তিনি কখনো পাপ করেন না এবং অন্যকে পাপ করতে প্রেরণা দেন না।

প্রশ্ন ২৩৪: যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস না করে এবং তাঁর উপাসনা না করেই কোনো মানুষের জীবন ভালো চলে, তাহলে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে তাঁর উপাসনা করার প্রয়োজন ও প্রত্যাশা কী?

উত্তর: ঈশ্বরের উপাসনা করে আমরা জ্ঞান, শক্তি, আনন্দ, শান্তি ইত্যাদি গুণাবলী অর্জন করতে পারি। তাই ঈশ্বরের উপাসনা অবশ্যই করা উচিত।

প্রশ্ন ২৩৫: ঈশ্বর কি তার ভক্তের পাপ এবং খারাপ কাজের ফল ক্ষমা করেন? যদি না করেন, তাহলে ভক্তি করার লাভ কী?

উত্তর: ঈশ্বর পাপের ফল কখনো ক্ষমা করেন না। তবে ভক্তি করলে জীব পাপ থেকে বিরত থাকার অনুপ্রেরণা পায়। যখন জীবনে বড় দুঃখ বা বিপর্যয় আসে, তখন ঈশ্বরের ভক্তি সহ্য করার শক্তি দেয়।

প্রশ্ন ২৩৬: জগৎ সৃষ্টি ও পরিচালনা করে ঈশ্বরের কী লাভ? যদি লাভ না হয়, তাহলে কেন সৃষ্টি ও পরিচালনা করেন?

উত্তর: ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি ও পরিচালনা করে নিজের কোনো লাভ পান না। তিনি পরোপকারী, জীবকে সুখ দেওয়ার জন্য এই সৃষ্টি ও পরিচালনা করেন।

প্রশ্ন ২৩৭: ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও জীবের মঙ্গলকারী হলেও কেন পাপীদের পাপ করা থেকে বিরত রাখেন না?

উত্তর: জীব কর্মে স্বাধীন, তাই ঈশ্বর তাদের হাত ধরে পাপ করা থেকে সরাসরি বিরত রাখতে পারেন না। তবে মনের মধ্যে ভয়, সন্দেহ, লজ্জা সৃষ্টি করে সংকেত দেন, যা পাপ থেকে বিরত থাকার ইঙ্গিত।

প্রশ্ন ২৩৮: ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ হলেও কেন তিনি পৃথিবীতে কাউকে অন্ধ, দুর্বল, কুৎসিত বা নির্ধন সৃষ্টি করেন? আবার কেন কাউকে সুন্দর, ধনী ও জ্ঞানী করেন?

উত্তর: ঈশ্বর নিজের ইচ্ছানুযায়ী নয়, জীবের কর্মফলের ভিত্তিতে ফল প্রদান করেন।

প্রশ্ন ২৩৯: ঈশ্বরকে ন্যায়পরায়ণ ও করুণাময় বলা হয়। যখন কেউ শাস্তি পায় তখন ন্যায়পরায়ণ, করুণা করলে অন্যায় হয়—এর সমাধান কী?

উত্তর: ন্যায় ও করুণা পরস্পরের বিরোধী নয়। খারাপ ব্যক্তিকে শাস্তি দিয়ে ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ হন এবং তাদের পাপ থেকে বিরত রাখতে করুণা দেখান।

প্রশ্ন ২৪০: এমন কোন গুণ আছে যা ঈশ্বরের নেই?

উত্তর: হ্যাঁ, যেমন রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, ওজন ইত্যাদি গুণ যা প্রকৃতিতে বিদ্যমান, কিন্তু ঈশ্বরের মধ্যে নেই।

প্রশ্ন ২৪১: ঈশ্বর কি কোনো বস্তু, দ্রব্য বা পদার্থ?

উত্তর: হ্যাঁ, ঈশ্বর একটি দ্রব্য, পদার্থ ও বস্তু, কারণ তাঁর অনেক গুণ রয়েছে এবং তিনি কর্মও করেন। বৈদিক মতে, গুণযুক্ত বস্তুই বস্তু বলে গণ্য।

প্রশ্ন ২৪২: ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলা হয়, তাহলে যখন কাগজ পোড়ানো হয়, কাপড় ছিঁড়ে যায়, রুটি চিবানো হয়, কাঠ কাটা হয়, লোহা পেটানো হয়, তখন কি ঈশ্বরকেও পুড়ানো, ফাটানো, চিবানো, কাটা বা পেটানো হয়?

উত্তর: না, কারণ ঈশ্বর জড় বস্তু থেকে আলাদা, তিনি চেতনাসম্পন্ন। তাই জড় বস্তুর মতো ঈশ্বর পুড়েন, ফাটেন বা ক্ষতিগ্রস্ত হন না।

প্রশ্ন ২৪৩: ঈশ্বর কি পাপকে ক্ষমা করেন? যদি না করেন, তাহলে কেন? ক্ষমা করলে কি ক্ষতি হবে?

উত্তর: ঈশ্বর যদি পাপ ক্ষমা করতেন, তাহলে তিনি অন্যায়কারী হতেন এবং পৃথিবীতে পাপের বৃদ্ধি হতো। তাই তিনি পাপ ক্ষমা করেন না।

প্রশ্ন ২৪৪: কেন ঈশ্বর তার কর্মফল তাৎক্ষণিক দেন না? দেরিতে দিলে মানুষের মনে সন্দেহ, অনাস্থা, অবিশ্বাস জন্মে?

উত্তর: ঈশ্বর তাঁর নিয়ম অনুসারে কর্মফল যথাসময়ে দেন, যেমন ফল, ফুল, খাদ্য ইত্যাদি সময়মতো উৎপন্ন হয়। তাই দেরি হওয়ার কারণ হলো প্রকৃতির নিয়ম।

প্রশ্ন ২৪৫: ঈশ্বরের উপাসনাকারী আস্তিক ব্যক্তিদের মাঝে অনেকেই দুঃখী, দীনহীন, নির্বল ও নির্ধন দেখা যায়, যেখানে নাস্তিকরা সুখী, সমৃদ্ধ ও স্বাধীন কেন?

উত্তর: ঈশ্বরের উপাসনার পাশাপাশি আস্তিকদের ধন, বল, জ্ঞান, স্বাস্থ্য, সম্পদ ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংকল্প, প্রচেষ্টা ও তপস্যা করতে হয়। যারা তা করেন না, তারা অসুখী হয়; অন্যরা নয়।

প্রশ্ন ২৪৬: ঈশ্বর যদি চেতনাসম্পন্ন হন, তাহলে ইট, পাথর, সোনা, রৌপ্য ইত্যাদি জড় বস্তুতে কেন চেতনা বা চলাচল, ইচ্ছা, প্রচেষ্টা ইত্যাদি দেখা যায় না?

উত্তর: ঈশ্বর সমস্ত জড় বস্তুর মধ্যেই অবস্থান করেন, কিন্তু এসব বস্তুতে জীবাত্মার অনুপস্থিতির কারণে ঈশ্বর তাঁর চেতনাকে প্রকাশ করেন না। তাই ইট, পাথর বা অন্যান্য জড় বস্তুর নিজস্ব কোনো চলাচল বা ইচ্ছা দেখা যায় না।

প্রশ্ন ২৪৭ : ঈশ্বর নিজে চলাচল না করেও কীভাবে জগতের বস্তুকে নড়াচড়া করান?

উত্তর: ঈশ্বরের কাছে চৌম্বক শক্তি রয়েছে। এই শক্তির মাধ্যমে তিনি নিজে না নড়ে পৃথিবীর জড় বস্তুগুলোকে নড়াচড়া করান।

প্রশ্ন ২৪৮: ঈশ্বর কি পৃথিবীতে কোনো বিশেষ স্থানে, বিশেষ সময়ে, বিশেষ সম্প্রদায়ে বা বিশেষ জীবকে কল্যাণ সাধন ও দুষ্টদের দমন করার জন্য পাঠান?

উত্তর: না, ঈশ্বর কাউকে নির্দিষ্ট স্থান, সময় বা সম্প্রদায়ে পাঠান না। যদি তিনি তা করতেন, তবে তিনি পক্ষপাতদুষ্ট ও অন্যায়কারী হয়ে যেতেন এবং সর্বহিতকারী থাকতেন না।

প্রশ্ন ২৪৯ : ঈশ্বর কি জীবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানেন— কে, কখন, কোথায়, কার সাথে কী করবে?

উত্তর: না, ঈশ্বর জীবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সবকিছু জানেন না। তবে, জীবের মনে উদিত সংকল্প, ইচ্ছা ইত্যাদি তিনি জানতে পারেন।

প্রশ্ন ২৫০: ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, আনন্দময় ও সর্বব্যাপী; তাহলে তাঁর সাথে সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও সকল জীব কেন সর্বজ্ঞ আনন্দ অনুভব করে না?

উত্তর: ঈশ্বরের আনন্দ তাঁর নিজের অধিকারে। তিনি যাকে যোগ্য মনে করেন, কেবল তাকেই তাঁর আনন্দ প্রদান করেন; অযোগ্যদের দেন না।

প্রশ্ন ২৫১: ঈশ্বর সর্বব্যাপী হওয়ায় তিনি কি শৌচালয়ের মলমূত্রেও উপস্থিত? তাহলে কি তিনি দুর্গন্ধও অনুভব করেন?

উত্তর: ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তিনি মলমূত্রের দুর্গন্ধ সম্পর্কে অবগত হলেও, এতে তিনি দুঃখিত বা বিচলিত হন না। বরং, তাঁর শক্তি দিয়ে তিনি এসব বিষয়কে নিয়ন্ত্রণে রাখেন।

প্রশ্ন ২৫২ : ঈশ্বর কি সবকিছু করতে পারেন?

উত্তর: ঈশ্বর সবকিছু করতে পারেন না। তিনি নিজেকে হত্যা করতে পারেন না বা নিজের মতো আরেক ঈশ্বর সৃষ্টি করতে পারেন না। 'সর্বশক্তিমান' অর্থ হলো, তিনি তাঁর শক্তি দিয়ে সম্ভাব্য কাজসমূহ করেন; অসম্ভব বা স্ববিরোধী কাজ করেন না।

প্রশ্ন ২৫৩: ঈশ্বর কি তাঁর ভক্তদের ইচ্ছামতো পরিচালিত হন?

উত্তর: না, ঈশ্বর ভক্তদের নিয়ন্ত্রণে থাকেন না; বরং ভক্তরাই ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণে থাকতে চায়।

প্রশ্ন ২৫৪ : ঈশ্বরের ভক্তি, প্রার্থনা, ধ্যান ও উপাসনা কি শুধু নির্দিষ্ট মন্ত্র, সূত্র বা শ্লোকের মাধ্যমে করতে হয়, নাকি নিজের ভাষায়ও করা যায়?

উত্তর: নিজের ভাষায়ও ভক্তি, প্রার্থনা, ধ্যান ও উপাসনা করা যায়। তবে মন্ত্রের মাধ্যমে তা সংক্ষেপে, সহজে এবং আরও সুন্দরভাবে করা সম্ভব।

প্রশ্ন ২৫৫ : ঈশ্বর এক হলেও কি তাঁর অনেক রূপ আছে, যেমন— ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গণেশ, দেবী ইত্যাদি?

উত্তর: ঈশ্বরের কোনো দেব-দেবীরূপ নেই। তিনি নিরাকার ও অরূপ। তবে, তাঁর গুণ, কর্ম ও প্রকৃতি অনুযায়ী তাঁর বহু নাম রয়েছে।

প্রশ্ন ২৫৬ : কেন এক ঈশ্বরের পরিবর্তে বহু ঈশ্বরকে মানা হয় না? এতে তো সবাই সন্তুষ্ট হতো!

উত্তর: ঈশ্বর একজনই, তাই একাধিক ঈশ্বর বিশ্বাস করা সত্যের পরিপন্থী। বহু ঈশ্বর মানলে বিভেদ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়— কে বড়, কে ছোট, এই নিয়ে ঝগড়া হয়।

প্রশ্ন ২৫৭ : ঈশ্বরের উপাসনা না করলে কী লাভ হয়?

উত্তর: ঈশ্বরের উপাসনা করলে সমাধিস্থ অবস্থায় জ্ঞান, শক্তি, আনন্দ, ধৈর্য, সহনশীলতা, উৎসাহ, পরাক্রম, নিঃস্বার্থতা ইত্যাদি গুণ অর্জিত হয়। মানুষ নিজের আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে এবং অজ্ঞানতা ও দোষ দূর হয়।

প্রশ্ন ২৫৮ : ঈশ্বর কি তাঁর কর্মের ফল প্রদানে অন্য জীবের সাহায্য নেন?

উত্তর: না, ঈশ্বর তাঁর কর্মের ফল প্রদানে অন্য কোনো জীবের সাহায্য নেন না।

প্রশ্ন ২৫৯ : উপাসনাকারীরা কি ঈশ্বরকে বাস্তবে দেখতে পান?

উত্তর: ঈশ্বরকে দেখা মানে তাঁর গুণাবলি— সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিময়তা, আনন্দ, ন্যায়পরায়ণতা, সর্বব্যাপিতা ইত্যাদি অনুভব করা। উপাসক এই গুণাবলি অনুভব করেই ঈশ্বরকে দেখা বলে বিবেচনা করতে পারেন।

প্রশ্ন ২৬০ : ঈশ্বর তাঁর উপাসকদের কীভাবে রক্ষা করেন?

উত্তর: ঈশ্বর তাঁর উপাসকদের যখন কোনো আপত্তিকর পরিস্থিতি, বাধা-বিপত্তি বা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়, তখন তিনি তাঁদের উৎসাহ, বল, জ্ঞান, পরাক্রম, ধৈর্য, সহনশীলতা ইত্যাদি গুণ দিয়ে রক্ষা করেন এবং কষ্ট থেকে মুক্তি দেন।

প্রশ্ন ২৬১ : ঈশ্বর কি নিজের ইচ্ছায় বিশেষ কারো প্রতি ধন-সম্পদ, শক্তি, সম্মান, সফলতা ও সুখ বরাদ্দ করেন?

উত্তর: ঈশ্বর কখনো পক্ষপাতদুষ্ট হইবেন না। তিনি নিজের ইচ্ছায় কাউকে বিশেষভাবে ধন-সম্পদ বা সম্মান দিতেন, তাহলে তিনি অন্যায়কারী হতেন। তাই ঈশ্বর সবার প্রতি সমান ও ন্যায়পরায়ণ।

প্রশ্ন ২৬২ : কেউ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছেন কিনা, কীভাবে বুঝব?

উত্তর: যাঁর জীবন ও আচরণে ঈশ্বরের আনন্দ, শান্তি, নির্ভীকতা, সত্যবাদিতা, পরোপকারিতা, নিষ্কামতা স্পষ্ট, যিনি দুঃখ, রাগ বা পক্ষপাত থেকে মুক্ত—তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি স্পষ্ট।

প্রশ্ন ২৬৩: ঈশ্বর কি ভক্তদের সঙ্গে কথা বলেন, সন্দেহ দূর করেন বা অনুপ্রাণিত করেন?

উত্তর: হ্যাঁ, ধ্যানের গভীরে ঈশ্বর তাঁর উপাসকদের সঙ্গে মনের ভাষায় কথা বলেন, তাদের সংকট ও সন্দেহ দূর করে অনুপ্রেরণা দেন।

প্রশ্ন ২৬৪ : ঈশ্বর কি ঘর, খাবার ইত্যাদি তৈরি করতে পারেন?

উত্তর: ঈশ্বর সবকিছু করতে সক্ষম, কিন্তু তিনি সৃষ্টির সীমা নির্ধারণ করেছেন। ঘর-খাবারের মতো বস্তু তৈরি করা জীবের কর্মক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ২৬৫ : ঈশ্বর অসীম, তাঁকে পুরোপুরি জানা সম্ভব না হলে কেন জানার চেষ্টা করব?

উত্তর: যেমন নদীর সমস্ত পানি একবারে পান করা যায় না, তবুও প্রয়োজনমতো পান করি; তেমনি ঈশ্বরকে যতটুকু জানলেই মুক্তি সম্ভব, ততটুকু জানাই যথেষ্ট।

প্রশ্ন ২৬৬ : ঈশ্বর কিভাবে দয়ালু?

উত্তর: ঈশ্বরের দয়া মানে অন্যের কল্যাণ কামনা করা। তিনি জীবের উন্নতি ও সুখের জন্য সর্বোত্তম উপকরণ সৃষ্টি করেছেন এবং সাহায্যপ্রার্থীদের সহায়তা করেন—এটাই তাঁর দয়ার প্রকৃত রূপ।

প্রশ্ন ২৬৭ : ঈশ্বর কি তাঁর কর্মের ফল পান?

উত্তর: হ্যাঁ, ঈশ্বরের কর্ম কখনো ব্যর্থ হয় না; তাঁর প্রতিটি কাজ সফলভাবে সম্পূর্ণ হয়।

প্রশ্ন ২৬৮ : পৃথিবীর হিংসা, প্রতারণা, ভূমিকম্প ইত্যাদি কি ঈশ্বরের সৃষ্টি?

উত্তর: না, এসব জীবের স্বাধীন কর্ম ও প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিবর্তনের ফল। ঈশ্বর এসব সৃষ্টি করেন না।

প্রশ্ন ২৬৯ : জড় বস্তু স্থান দখল করে, তাহলে সর্বব্যাপক ঈশ্বর কীভাবে একই স্থানে থাকেন?

উত্তর: জড় বস্তু স্থান দখল করলেও, ঈশ্বর ও জীব চেতনাসত্তা হিসেবে স্থান দখল করেন না। তাই তিনি জড় ও জীবের সঙ্গে একসঙ্গে অবস্থান করতে পারেন।

প্রশ্ন ২৭০: মানুষ কখন ঈশ্বরের কাছে মাথা নত করে?

উত্তর: অসুস্থতা, বিচ্ছেদ, সংকট বা ধর্মীয় উপদেশ শুনে মানুষ ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

প্রশ্ন ২৭১: ঈশ্বরকে চোখে দেখা যায় না, তাই তাঁর অস্তিত্ব নেই—এটা কি সঠিক?

উত্তর: না, অনেক অদৃশ্য বস্তু যেমন বায়ু, মন, বিদ্যুৎ আমরা চোখে দেখি না, তবুও তাদের অস্তিত্ব মানি। ঈশ্বরও তেমনি।

প্রশ্ন ২৭২ : পিতা-মাতাই সন্তানের দেহ তৈরি করেন, ঈশ্বর নয়—এটা কি সঠিক?

উত্তর: না, পিতা-মাতা শরীরের বাহ্যিক নির্মাতা হলেও দেহের জটিল গঠন ও জীববিজ্ঞানের রহস্য ঈশ্বরের সৃষ্টি।

প্রশ্ন ২৭৩ : ঈশ্বর দেহ ধারণ করেন না, এর বেদীয় প্রমাণ কী?

উত্তর: যজুর্বেদের চল্লিশতম অধ্যায়ের অষ্টম মন্ত্রে ঈশ্বরকে ‘অকায়ম’ অর্থাৎ দেহহীন বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ২৭৪: ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন, মহেশ্বর ধ্বংস করেন—এটা কি সত্য?

উত্তর: না, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর একই ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম; তিনিই সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংসের কর্ত্তা।

প্রশ্ন ২৭৫: পৃথিবীতে ভেদাভেদ ও বিরোধের মূল কারণ কী?

উত্তর: বহু মত ও ধর্মের বিভাজন, এবং ঈশ্বরের প্রকৃত রূপের পরিবর্তে ভুল ধারণা বিস্তারই প্রধান কারণ।

প্রশ্ন ২৭৬ : নিরাকার ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা কী?

উত্তর: নিরাকার ঈশ্বরের জ্ঞান, আনন্দ ও গুণাবলি হৃদয়ে অনুভব করাই তাঁর প্রত্যক্ষ দর্শন।

প্রশ্ন ২৭৭: ঈশ্বরপ্রাপ্তির নানা পথ আছে, কিন্তু গন্তব্য কি এক?

উত্তর: না, বিভিন্ন পথের গন্তব্য ভিন্ন, তাই গন্তব্য এক হওয়া সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ২৭৮ : কখন একজন ব্যক্তি সত্য ও পূর্ণ ধার্মিক হয়?

উত্তর: সত্য অনুসরণ, চুরি ত্যাগ, ধৈর্য, প্রেম, নিরপেক্ষতা, দয়া, ক্ষমা, সংযম ও নিঃস্বার্থতা অর্জন করলে পূর্ণ ধার্মিকতা লাভ হয়।

যজ্ঞ

প্রশ্ন ২৭৯: যজ্ঞ কীভাবে করা হয়? যজ্ঞের পরিভাষা কী?

উত্তর: যজ্ঞের সাধারণ অর্থ হলো দান ও ত্যাগ করা, পাশাপাশি বস্তু বা জিনিসের সঠিক ও যথাযথ ব্যবহার।

প্রশ্ন ২৮০: যজ্ঞকুণ্ড কেন বিশেষ আকৃতির হয়? যেকোনো পাত্রে কেন যজ্ঞ করা যায় না?

উত্তর: যজ্ঞকুণ্ডের বিশেষ আকৃতি থাকার কারণ হলো এতে আগুনের তাপমাত্রা বেশি থাকে, ফলে ঘি ও অন্যান্য উপাদান দ্রুত পুড়ে সূক্ষ্ম আকার ধারণ করে। অন্য কোনো পাত্রে এই তাপমাত্রা ও প্রভাব পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন ২৮১: কেন যজ্ঞে শুধুমাত্র সমিধা হিসেবে পিপল, বটগাছ, আম, ডুমুর ইত্যাদি কাঠ ব্যবহার করা হয়? অন্য গাছের কাঠ ব্যবহার করলে কি ক্ষতি হয়?

উত্তর: সেসব কাঠ যজ্ঞে দাহ্য ও উপযুক্ত সেসবেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তবে বিকল্পে অন্য কাঠ ব্যবহার করা যেতে পারে, যদি একান্তই না পাওয়া যায়। মহর্ষি দয়ানন্দ এজন্য 'ইত্যাদি' শব্দ ব্যবহার করেছেন।

প্রশ্ন ২৮২: যজ্ঞে কেন শুধুমাত্র গরুর ঘি ব্যবহার করা হয়? মহিষ, ছাগল, উট বা উদ্ভিজ্জ ঘি বা তেল ব্যবহার করা হয় না কেন?

উত্তর: কারণ গোঘৃতই সর্বোত্তম ও পুষ্টিদায়ক মানুষের জন্য।

প্রশ্ন ২৮৩: সূর্যোদয়ের পরে এবং সূর্যাস্তের আগে কেন যজ্ঞ করা হয় না?

উত্তর: কারন এতে মন্ত্রের বিনিয়োগ ঠিক থাকে না এবং কর্মকাণ্ডের নিয়মেও ব্যাঘাত ঘটে।

প্রশ্ন ২৮৪: যজ্ঞের আগে কেন আচমন এবং অঙ্গ স্পর্শ (জল দিয়ে) করা হয়?

উত্তর: জল দ্বারা আচমন করলে শরীর পবিত্র হয় এবং পবিত্র চিন্তা ও মনোভাব সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন ২৮৫: যদি যজ্ঞ ভৌতিক ক্রিয়া হয়, তবে কেন করা হয়?

উত্তর: মন্ত্রের সঠিক উচ্চারণের মাধ্যমে যজ্ঞের সুফল লাভ হয় এবং মন্ত্র সাধিত হয়। এর ফলে আত্মায় বিশুদ্ধতা আসে।

প্রশ্ন ২৮৬: যজ্ঞ কি মুক্তিকামীদের কর্তব্য ?

উত্তর: হ্যাঁ। গীতাতেও বলা হয়েছে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কখনোই ত্যাগ করা যাবে না। কেননা এগুলো আমাদের চিত্তকে শুদ্ধ করে।

প্রশ্ন ২৮৭: যজ্ঞে ঘিয়ের সঙ্গে হবন সামগ্রীতে কেন বিভিন্ন ভেষজ উপাদান দেওয়া হয়?

উত্তর: যজ্ঞে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদানের নিজস্ব উপকারিতা রয়েছে, যা ঘি দহনের গুণগত মান বৃদ্ধি করে।

প্রশ্ন ২৮৮: যজ্ঞের উপাদান কী কী?

উত্তর: যজ্ঞের উপাদানগুলির মধ্যে প্রধানত সুগন্ধযুক্ত, রোগনাশক, পুষ্টিকর ও মিষ্টি পদার্থ থাকে।

প্রশ্ন ২৮৯: 'স্বাহা' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: ‘স্বাহা’ শব্দের অর্থ হলো—

ক) সত্য কথা বলা

খ) মিষ্টিভাবে কথা বলা

গ) নিজের জিনিস নিজের বলে স্বীকার করা

ঘ) নিজের মনের দ্বারা কথা বলা ও কর্ম করা

ঙ) পরিবার, সমাজ ও জাতির জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করার ক্ষমতা রাখা

চ) আগুনে ঘি বা সামগ্রী নিক্ষেপ করা।

প্রশ্ন ২৯০: তিনটি সমিধা ঘিতে ডুবিয়ে নিবেদন করার বিশেষ কারণ কী?

উত্তর: ঘিতে ডুবানো সমিধা দ্রুত ও সহজে জ্বলে উঠতে সাহায্য করে। পাশাপাশি মানবজীবনের অগ্রগতির ধাপ নির্দেশ করে।

প্রশ্ন ২৯১: যজ্ঞ থেকে কি আধ্যাত্মিক ও মানসিক উপকারও পাওয়া যায়?

উত্তর: হ্যাঁ, যজ্ঞ করলে শারীরিক স্বাস্থ্য উন্নত হয়, ত্যাগের অনুভূতি বৃদ্ধি পায়, মন প্রসন্ন হয় এবং পবিত্রতা অর্জিত হয়।

প্রশ্ন ২৯২: যজ্ঞ করার সময় কখনো উত্তরে, কখনো দক্ষিণে, কখনো মাঝখানে ঘি দেওয়া হয় কেন?

উত্তর: এতে সব সমিধায় সমানভাবে ঘি পৌঁছে এবং সেগুলো সঠিকভাবে দহন হয়ে যায়।

প্রশ্ন ২৯৩: যজ্ঞ কি সবার জন্য অনিবার্য?

উত্তর: শাস্ত্রে যজ্ঞ প্রত্যেকের জন্য অনিবার্য করা হয়েছে, যিনি অল্প বা বেশি যজ্ঞ করুক।

প্রশ্ন ২৯৪: অগ্নিহোত্র, , হবন,হোম, যজ্ঞ কী?

উত্তর: অগ্নিহোত্র হলো হবনকুণ্ডে পবিত্র ঘৃত সামগ্রী অগ্নিতে আহুতি। হবন ও হোম অগ্নিহোত্রের সমার্থক শব্দ।

যজ্ঞ শব্দের অর্থ আরও বিস্তৃত; এটি পরমেশ্বরের আজ্ঞা অনুসারে প্রতিটি শুভ কাজ নিষ্কাম তপস্যা ও ত্যাগের মাধ্যমে করা, যাতে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি হয়।

প্রশ্ন ২৯৫: শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদেরই কি যজ্ঞ করার অধিকার আছে, নাকি যে কেউ যজ্ঞ করতে পারে?

উত্তর: সকল মানুষেরই যজ্ঞে অংশগ্রহণ করার অধিকার রয়েছে, শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের জন্য নয়।

প্রশ্ন ২৯৬: যজ্ঞকে কেন শ্রেষ্ঠ কর্ম বলা হয়?

উত্তর: অল্প সম্পদ ও সময়ে হাজার হাজার প্রাণীর জীবনদায়ী ও রোগনাশক বায়ু উৎপন্ন হওয়ায় যজ্ঞকে শ্রেষ্ঠ কর্ম বলা হয়।

প্রশ্ন ২৯৭: একটি ছোট যজ্ঞকুণ্ড থেকে সামান্য ঘি ও উপাদান দিয়ে গ্রাম-গঞ্জের ভয়ংকর দূষণ কীভাবে রোধ করা যায়?

উত্তর: যেমন সামান্য পটাশিয়াম সায়ানাইড শত-হাজার মানুষের জীবন ধ্বংস করে, তেমনি সামান্য ঘি ও উপাদান লাখ লাখ মানুষের জীবন রক্ষা করে। অর্থাৎ যজ্ঞের মাধ্যমে পরিবেশ ও জীবনের ভারসাম্য রক্ষা সম্ভব।

প্রশ্ন ২৯৮: ধূপকাঠি, সুগন্ধি, ফুল ইত্যাদি দিয়ে বায়ুমণ্ডল পবিত্র করা যায়, তাহলে যজ্ঞের প্রয়োজন কী?

উত্তর: ধূপকাঠি ও সুগন্ধি শুধুমাত্র সুগন্ধি উৎপন্ন করে, কিন্তু রোগজীবাণু ধ্বংস করে না এবং বাতাসও সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ করে না। তাই যজ্ঞের প্রয়োজন অপরিহার্য।

প্রশ্ন ২৯৯: যজ্ঞ করলে কি যজ্ঞকারীর সমস্ত ইচ্ছা পূরণ হয়?

উত্তর: যজ্ঞের সঙ্গে পুরুষার্থ প্রত্যাশা যুক্ত থাকে, কিন্তু শুধুমাত্র অগ্নিহোত্রে সব ইচ্ছা পূরণ হয় না।

প্রশ্ন ৩০০: যজ্ঞ করার সময় কি বিশেষ পোশাক পরিধান করা উচিত?

উত্তর: সামান্য যজ্ঞে বিশেষ কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, তবে ইচ্ছা করলে পরিধান করা যেতে পারে। তবে শ্রৌতকর্মে বিধান মেনে চলা উচিত।

প্রশ্ন ৩০১: আমি কি আমার ব্যক্তিগত যজ্ঞ অন্য কারো মাধ্যমে করাতে পারি?

উত্তর: হ্যাঁ, সময় না থাকলে অন্যকে দিয়ে করাতে পারেন, তবে ব্যক্তিগত যজ্ঞের পূর্ণ সুফল পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন ৩০২: কেন যজ্ঞের আগে সংকল্প পাঠ করা হয়?

উত্তর: সময় গণনার জন্য এবং যজ্ঞকর্তার মনের মধ্যে শুভ কাজের অনুভূতি জাগ্রত করার জন্য সংকল্প পাঠ করা হয়।

প্রশ্ন ৩০৩: বেদীর উত্তরে প্রদীপ ও পূর্বে জল রাখা হয় কেন?

উত্তর: এটি কেবল সুবিধার জন্য একটি ব্যবস্থাপনা মাত্র।

প্রশ্ন ৩০৪: যজ্ঞের মাধ্যমে কি কাঙ্খিত সময় ও স্থানে বৃষ্টি আনা বা অতিরিক্ত বৃষ্টি বন্ধ করা যায়?

উত্তর: হ্যাঁ, শাস্ত্রে এর বিধান আছে, তবে আজকাল এই জ্ঞান কম পরিচিত।

প্রশ্ন ৩০৫: আগুন জ্বালানোর জন্য কি কাঠের পরিবর্তে গোবর ব্যবহার করা যায়?

উত্তর: না, আগুন জ্বালাতে কাঠের পরিবর্তে গোবর ব্যবহার করা উচিত নয়।

প্রশ্ন ৩০৬: কোন ব্যক্তি কি যজ্ঞ করা থেকে বিরত থাকতে পারে?

উত্তর: যে ব্যক্তি আসক্তিহীন সন্ন্যাসী, তার জন্য যজ্ঞ করা আবশ্যক নয়, কারণ তার জীবনই যজ্ঞে পরিপূর্ণ। তবে তিনি বাকিদের অবশ্যই করতে উৎসাহিত করবেন এবং করছে কিনা সুনিশ্চিত করবেন।

প্রশ্ন ৩০৭: মন্ত্রের অর্থ না জেনে যজ্ঞ করলে কি লাভ হয়?

উত্তর: মন্ত্রের অর্থ না জেনে যজ্ঞ করলে ভৌতিক লাভ হয়, কিন্তু মানসিক ও বৌদ্ধিক শান্তি পাওয়া যায় না। আর পারমার্থিক কল্যাণও সম্পূর্ণ হয় না।

প্রশ্ন ৩০৮: যজ্ঞ করলে কি শারীরিক ও মানসিক রোগ নিরাময় হয়?

উত্তর: হ্যাঁ, যজ্ঞ শারীরিক ও মানসিক রোগ নিরাময়ে সহায়ক।

প্রশ্ন ৩০৯: ঘি বা অন্য উপাদান ছাড়া কি যজ্ঞ করা যায়?

উত্তর: হ্যাঁ, ঘি বা অন্যান্য উপাদান না থাকলে ওষুধ, শস্য, গাছপালা দিয়ে যজ্ঞ করা যায়।

প্রশ্ন ৩১০: যজ্ঞকুণ্ডে রেখে যাওয়া ভস্মের ব্যবহার কী?

উত্তর: মাঠ, শস্যাগার, বাগান, ফুল, ফল ও সবজিতে ছাই ছড়িয়ে দেওয়া উত্তম; এটি একটি উৎকৃষ্ট সার হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন ৩১১: যজ্ঞ যদি ভৌতিক ক্রিয়া হয়, তাহলে ঈশ্বরের প্রশংসা ও মন্ত্র পাঠের প্রয়োজন কেন?

উত্তর: এটি ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভালবাসা তৈরি করে এবং কৃতজ্ঞতা ও অনুপ্রেরণা জোগায়।

প্রশ্ন ৩১২: যজ্ঞে কি পশু বলি, পাখি বলি বা মাংস, মদ ইত্যাদি দেওয়া হয়?

উত্তর: না, যজ্ঞকে হিংসাহীন কাজ বলা হয়েছে; এতে মাংস বা হিংসামূলক পদার্থ দেওয়া হয় না।

প্রশ্ন ৩১৩: গোমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অর্থ কী? এসব যজ্ঞে কি গাভী বা ঘোড়াকে বলি দেওয়া হয়?

উত্তর: গোমেধ যজ্ঞের অর্থ শরীরের ইন্দ্রিয় শক্তিশালী করা এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের অর্থ রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধ ও সুশৃঙ্খল করা। এসব যজ্ঞে গাভী বা ঘোড়াকে বলি দেওয়া হয় না।

প্রশ্ন ৩১৪: নারী ও শূদ্ররাও কি যজ্ঞ করতে পারে?

উত্তর: হ্যাঁ, নারী ও শূদ্ররাও যজ্ঞ করতে ও অংশ নিতে পারেন।

প্রশ্ন ৩১৫: যজ্ঞে কোথাও, কখনো, কোন অবস্থায় কি পাপ বা হিংসা হয়?

উত্তর: না, শাস্ত্র অনুসারে সঠিক যজ্ঞে কোথাও, কখনো বা কোনো অবস্থায় পাপ বা হিংসা হয় না।

প্রশ্ন ৩১৬: যজ্ঞ কি সকাম কর্ম নাকি নিষ্কাম কর্ম?

উত্তর: যজ্ঞ উভয় ধরনের হতে পারে—সকাম ও নিষ্কাম।

প্রশ্ন ৩১৭: যজ্ঞের মাধ্যমে কি হত্যা, মোহন, বশীকরণ, পরাজয় বা জয় করা যায়?

উত্তর: না, যজ্ঞে এসব কাজ নেই; এগুলো দুষ্ট লোকের চালাকি ও ধূর্ততা।

প্রশ্ন ৩১৮: দিয়াশলাই ছাড়া বা শুধু মন্ত্র পাঠ করে কি আগুন জ্বালানো যায়?

উত্তর: না, শুধুমাত্র মন্ত্র উচ্চারণে আগুন জ্বালানো যায় না। রাসায়নিক বিক্রিয়া ও ভৌত ক্রিয়া অত্যাবশ্যক।

প্রশ্ন ৩১৯: যজ্ঞকারী ব্যক্তির জন্য কি যজ্ঞোপবীত পরিধান বাধ্যতামূলক? যজ্ঞোপবীত ছাড়া কি যজ্ঞ সম্ভব নয়?

উত্তর: ঋষিরা শৃঙ্খলা বজায় রাখতে যজ্ঞোপবীত পরিধান করার ব্যবস্থা করেছেন, তবে না পড়লেও [যারা উপনীত নন] যজ্ঞ করা যায় এবং [অংশমাত্র নেওয়ায় শূদ্র ও নিষাদের] পাপ হয় না।

প্রশ্ন ৩২০: বেদের মন্ত্রের মতো গীতা, রামায়ণ, মহাভারতের শ্লোক পাঠ করে কি যজ্ঞ করা যায়?

উত্তর: না, গীতা ও অন্যান্য গ্রন্থের শ্লোক পড়ে যজ্ঞ করা উচিত নয়, কারণ গীতাতেই বলা হয়েছে মন্ত্রহীন, বিধিহীন যজ্ঞ তামসিক। শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণও যজ্ঞ করতেন। তারা কি মন্ত্র বাদে কিছু বলতেন ? তাই শাস্ত্রীয় বিধানেই যজঙ করা উচিত।

প্রশ্ন ৩২১: যদি ঘৃত পাত্রে ঘি ও অন্যান্য সামগ্রী অবশিষ্ট থাকে, তাহলে সেগুলো কী করা উচিত? যজ্ঞকুণ্ডে ঢেলে দেওয়া যাবে?

উত্তর: যদি অগ্নি ঘি ও সামগ্রী দহনে সক্ষম হয়, তাহলে ঢেলে দেওয়া যায়; নাহলে আলাদা পাত্রে রেখে পরে ব্যক্তিগতভাবে শুদ্ধ সাত্ত্বিক ব্যবহার করা উচিত।

প্রশ্ন ৩২২: যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যজ্ঞ সম্পন্ন করা যায়?

উত্তর: নামেমাত্র সম্ভব, কিন্তু নিজে করলে যে উপকার পাওয়া যায় তা পাওয়া যাবে না। আর যজ্ঞে ঋত্বিক ও যজমান মানুষই হবে। তাই যান্ত্রিকভাবে যজ্ঞ করা অনুচিত ও অশাস্ত্রীয়।

প্রশ্ন ৩২৩: অশুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ করলে যজ্ঞকারীর কি পাপ হয়, কোনো লাভ হয় না, নাকি ক্ষতি হয়?

উত্তর: অজ্ঞানে অশুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণে যজ্ঞ করলে শারীরিকভাবে কিছু লাভ হয়, তবে ভুল মন্ত্র শেখার ফলে যজ্ঞকারী একটি ভুল পরম্পরা অনুসরণ করেন, যা পরবর্তীতে ক্ষতিকর হতে পারে, পাশাপাশি বিধির অবমাননা ঋষি পরম্পরার প্রতি অশ্রদ্ধার প্রকাশ।

প্রশ্ন ৩২৪: যে ব্যক্তি কোনো আহুতি বা মন্ত্র পাঠ না করে শুধু যজ্ঞশালায় বসে থাকেন, তিনি কি যজ্ঞের সুফল পান?

উত্তর: হ্যাঁ, এমন ব্যক্তিও সুফল পান। তিনি ঔষধি বায়ু গ্রহণ করেন এবং মন্ত্র থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেন, পাশাপাশি মন্ত্রগুলো স্মরণ রাখতে পারেন।

প্রশ্ন ৩২৫: যজ্ঞ করার সময় মনকে কোথায় কেন্দ্রীভূত করতে হবে—মন্ত্রের অর্থে, অগ্নিতে, ধ্বনিতে, না অন্য কোথাও?

উত্তর: মনকে মন্ত্রের অর্থে কেন্দ্রীভূত করাই উত্তম, অথবা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বা যজ্ঞাদি কর্মে মন স্থির করা উচিত।

প্রশ্ন ৩২৬: কোনো পণ্ডিত বা ব্রাহ্মণকে ধন প্রদান করে নিজের লাভের জন্য যজ্ঞ করানো যায় কি?

উত্তর: হ্যাঁ, ধন প্রদান করে যজ্ঞ করানো যায়। যজ্ঞে ব্যবহৃত ঘৃত ও সামগ্রীর পুণ্য যজ্ঞকারীর হয়, কিন্তু যজ্ঞ সম্পাদনকারী পণ্ডিত বা ব্রাহ্মণ তার ফল ভোগ করেন।

প্রশ্ন ৩২৭: যজ্ঞ একবার করা উচিত নাকি দুইবার?

উত্তর: সামর্থ্য, সময়, সম্পদ, শ্রদ্ধা ও ইচ্ছা থাকলে দিনে দুইবার (প্রাতঃ ও সন্ধ্যায়) যজ্ঞ করা উত্তম।

প্রশ্ন ৩২৮: পঞ্চমহাযজ্ঞ কী?

উত্তর: পঞ্চমহাযজ্ঞ হলো গৃহস্থদের জন্য অপরিহার্য পাঁচটি যজ্ঞ—

ক) ব্রহ্মযজ্ঞ

খ) দেবযজ্ঞ

গ) পিতৃযজ্ঞ

ঘ) বলিবৈশ্বদেবযজ্ঞ

ঙ) অতিথিযজ্ঞ।

প্রশ্ন ৩২৯: পঞ্চমহাযজ্ঞের ব্যাখ্যা দিন।

উত্তর: পঞ্চমহাযজ্ঞের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ-

ক. ব্রহ্মযজ্ঞ: প্রতিদিন প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় ঈশ্বরের ধ্যান ও বেদের স্বাধ্যায়।

খ. দেবযজ্ঞ: অগ্নিহোত্র বা হবন যজ্ঞ করা।

গ. পিতৃযজ্ঞ: মাতাপিতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আচার্য, গুরুজনের সেবা ও যত্ন।

ঘ. বলিবৈশ্বদেবযজ্ঞ: পশু-পাখি, অনাথ, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থদের খাদ্য প্রদান।

ঙ. অতিথিযজ্ঞ: গৃহে আগত সন্ন্যাসী, জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের সেবা ও তাদের উপদেশ গ্রহণ।

উল্লেখ্য, এখানে অল্প বলা হয়েছে। এর বিস্তার ও কর্মকাণ্ড আরো ব্যাপক এবং মাহাত্ম্য অপরিসীম।

সংস্কার

প্রশ্ন ৩৩০: সংস্কার কী এবং এটি কত প্রকারের হয়?

উত্তর: সংস্কার হলো এমন আচার-অনুষ্ঠান যার মাধ্যমে শরীর, মন ও আত্মা উত্তম ও নিখুঁত হয়। সনাতনধর্মে মোট **১৬** প্রকার সংস্কার রয়েছে, যেগুলো হলো—

ক) গর্ভাধান

খ) পুংসবন

গ) সীমন্তোন্নয়ন

ঘ) জাতকর্ম

ঙ) নামকরণ

চ) নিষ্ক্রমণ

ছ) অন্নপ্রাশন

জ) চূড়াকর্ম

ঝ) কর্ণবেধ

ঞ) উপনয়ন

ট) বেদারম্ভ

ঠ) সমাবর্তন

ড) বিবাহ

ঢ) বানপ্রস্থ

ণ) সন্ন্যাস

ত) অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

প্রতিটি সংস্কারই বৈদিক বিধিতে যথাসময়ে পালন করা উচিত।

প্রশ্ন ৩৩১: সমাজে সন্ন্যাসীদের কী প্রয়োজন? তারা কি সমাজের বোঝা নয়?

উত্তর: সমাজে সন্ন্যাসীদের প্রয়োজন অপরিহার্য। যেমন শরীরে মাথার প্রয়োজন হয়, তেমনি সমাজের সুষ্ঠু কার্যকারিতার জন্য ধার্মিক, বিদ্বান, তপস্বী এবং সম্পদ-সম্মান ত্যাগ করে পরমাত্মার প্রতি নিবেদিত সন্ন্যাসীদের প্রয়োজন। তারা সমাজের বোঝা নয়, বরং কল্যাণকর ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ৩৩২: গর্ভস্থ শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য কোন সংস্কারগুলো করা হয়?

উত্তর: গর্ভস্থ শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার সম্পাদিত হয়।

প্রশ্ন ৩৩৩: বিভিন্ন সংস্কারে সম্পাদিত বিবিধ আচার-অনুষ্ঠানের তাৎপর্য কী?

উত্তর: বিভিন্ন সংস্কারে লুকিয়ে থাকে নানা সংকেত ও প্রতীক, যা জীবনে সঠিক পথে এগিয়ে যাওয়ার বোধ সৃষ্টি করে। এসব আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভালো সদাচার ও শিষ্টাচার শেখানো হয় এবং কিছু ব্রত ও প্রতিজ্ঞাও প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন ৩৩৪: মৃতদেহের অন্তিম সংস্কারের জন্য পৃথিবীতে কী কী পদ্ধতি প্রচলিত?

উত্তর: মৃতদেহের অন্তিম সংস্কারে মাটিতে পুঁতে ফেলা, নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া, বন-জঙ্গল বা পাহাড়ে খোলা রেখে দেওয়া এবং দাহ করার পদ্ধতি প্রচলিত।

প্রশ্ন ৩৩৫: এসব পদ্ধতির মধ্যে কোনটি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং কেন?

উত্তর: সর্বশ্রেষ্ঠ ও শাস্ত্রীয় পদ্ধতি হলো মৃতদেহ দাহ করা। কারণ যথাবিধি দাহ করা হলে এতে ভূমি, জল ও বায়ুর পরিবেশগত ক্ষতি খুব কম হয় এবং অল্প জায়গায় লক্ষ-কোটি মৃতদেহ দাহ করা সম্ভব।

স্বর্গ ও নরক

প্রশ্ন ৩৩৬: স্বর্গ ও নরক কি কোনো বিশেষ স্থানের নাম?

উত্তর: না, স্বর্গ বা নরক কোনো বিশেষ স্থানের নাম নয়। এগুলো কোনো স্থানের চেয়ে জীবনের সুখ-দুঃখের অবস্থা বা অভিজ্ঞতাকে বোঝায়।

প্রশ্ন ৩৩৭: স্বর্গের প্রকৃত অর্থ কী?

উত্তর: বিশেষ সুখ, শান্তি ও আনন্দের প্রাপ্তিকেই স্বর্গ বলা হয়।

প্রশ্ন ৩৩৮: স্বর্গলোকে ইন্দ্র, রুদ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতারা বাস করেন— এই বিশ্বাস কি সঠিক?

উত্তর: না, এই বিশ্বাস শাস্ত্রসম্মত নয়। স্বর্গ কোনো দেবতাদের বসবাসের নির্দিষ্ট স্থান নয়।

প্রশ্ন ৩৩৯: প্রকৃতপক্ষে কাকে দেবতা বলা হয়?

উত্তর: মাতা, পিতা, শিক্ষক, পণ্ডিত, অতিথি, দাতা, পরোপকারী ও ধার্মিক ব্যক্তিদেরই দেবতা বলা হয়।

প্রশ্ন ৩৪০: নরক কী?

উত্তর: বিশেষ দুঃখ, কষ্ট ও পীড়ার অবস্থা বা প্রাপ্তিকেই নরক বলা হয়।

প্রশ্ন ৩৪১: নরক প্রাপ্তির অর্থ কী?

উত্তর: বেঁচে থাকতে অভাব, কষ্ট, দুঃখ, পীড়া ভোগ করা এবং মৃত্যুর পর কীট-পতঙ্গ, শূকর, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি দুঃখময় যোনিতে জন্ম নিয়ে চরম কষ্ট ভোগ করাই নরক প্রাপ্তি।

প্রশ্ন ৩৪২: কুকুর, বিড়াল, শূকর ও মানুষের সুখ-দুঃখ সমান—"সে নিজের শরীরে সুখী, আমরা আমাদের শরীরে" এই বিশ্বাস কি সঠিক?

উত্তর: না, এই বিশ্বাস সঠিক নয়। পশুরা মানুষের তুলনায় অধিক কষ্ট পায় কারণ তাদের বুদ্ধি, হাত ও বাকশক্তি মানুষের মতো উন্নত নয়, তাই তারা সুখ অর্জনে সীমাবদ্ধ।

প্রশ্ন ৩৪৩: স্বর্গ লাভ কী?

উত্তর: বিদ্বান পিতা-মাতার ঘরে ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে জন্মগ্রহণ এবং বিশেষ সুখ, শান্তি, আনন্দ, উদ্যম ও নির্ভীকতা লাভ করাকে স্বর্গলাভ বলা হয়। জাগতিক সুখকে সামান্য স্বর্গ আর পরমাত্মা লাভকে বিশেষ স্বর্গ বলে। বিশেষ স্বর্গ লাভই জীবনের মূল উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন ৩৪৪: স্বর্গ প্রাপ্তির উপায় কী?

উত্তর: পঞ্চমহাযজ্ঞ পালন, জ্ঞান অধ্যয়ন, দান ও পূণ্যকর্ম করা স্বর্গ লাভের প্রধান উপায়।

প্রশ্ন ৩৪৫: নরক প্রাপ্তির কারণ কী?

উত্তর: অশুভ কাজ যেমন দুর্নীতি, ব্যভিচার, মাংসাহার, চুরি, মিথ্যা ও প্রতারণা নরক প্রাপ্তির কারণ।

প্রশ্ন ৩৪৬: এই জন্মেও কি স্বর্গ-নরক প্রাপ্তি হতে পারে?

উত্তর: হ্যাঁ, এই জন্মেও স্বর্গ-নরক প্রাপ্তি সম্ভব। জীবিত অবস্থায় দুঃখ, অভাব, ভয়, রোগ, বিচ্ছেদ ইত্যাদি নরক এবং সুস্বাস্থ্য, ধন-সম্পদ, সুখ ও শান্তি স্বর্গের পরিচায়ক।

শ্রাদ্ধ তর্পণ

প্রশ্ন ৩৪৭: শ্রাদ্ধ কী?

উত্তর: জীবিত পিতা-মাতা, গুরু এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের সেবা করাকে শ্রাদ্ধ বলা হয়।

প্রশ্ন ৩৪৮: পিতামাতার মৃত্যুর পর দান, পূণ্যকর্ম, ভোজ ইত্যাদি করলে কি তা শ্রাদ্ধ হয়?

উত্তর: না, পিতামাতার মৃত্যুর পর দান, পূণ্যকর্ম বা ভোজ করলেই তাদের শ্রাদ্ধ হয় না।

প্রশ্ন ৩৪৯: পিতামাতার মৃত্যুর পর পিন্ডদান করা কি বেদোক্ত?

উত্তর: না, পিতামাতার মৃত্যুর পর পিন্ডদান করা বেদোক্ত নয়।

প্রশ্ন ৩৫০: মৃত ব্যক্তির অস্থি বিসর্জনের জন্য গঙ্গা নদীতে যাওয়া কি উচিত?

উত্তর: না, মৃত ব্যক্তির অস্থি বিসর্জনের জন্য গঙ্গা নদীতে যাওয়া ঠিক নয়, কারণ এতে নদীর জল দূষিত হতে পারে।

প্রশ্ন ৩৫১: গঙ্গাস্নান বা কুম্ভমেলায় স্নান করলে কি পাপ ধুয়ে যায়?

উত্তর: না, গঙ্গাস্নান বা কুম্ভমেলায় স্নান করলে পাপ ধুয়ে যায় না।

প্রশ্ন ৩৫২: তর্পণের অর্থ কী?

উত্তর: বড়দের ও বৃদ্ধদের খাওয়ানো, পরানো এবং তাদের তৃপ্তি সাধন করাকে তর্পণ বলে।

প্রশ্ন ৩৫৩: স্নানের সময় সূর্যদেবকে জল নিবেদন করলে সেই জল কি তাঁর কাছে পৌঁছতে পারে?

উত্তর: না, স্নানের সময় সূর্যদেবকে জল নিবেদন করলে সেই জল সূর্যের কাছে পৌঁছায় না।

প্রশ্ন ৩৫৪: ব্রাহ্মণদের ভোজন করালে কি মৃত ব্যক্তির তর্পণ হয়?

উত্তর: না, ব্রাহ্মণদের ভোজন করানো মানেই মৃত ব্যক্তির তর্পণ হয় না।

প্রশ্ন ৩৫৫: মৃত ব্যক্তির স্বর্গলাভের জন্য ব্রাহ্মণদের গরু বা সোনা দান করা কি সঙ্গত?

উত্তর: না, মৃত ব্যক্তির স্বর্গলাভের জন্য ব্রাহ্মণদের গরু, সোনা ইত্যাদি দান করা সঙ্গত নয়।

প্রশ্ন ৩৫৬: গয়া শ্রাদ্ধের প্রকৃত অর্থ কী?

উত্তর: অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বিদ্বান অতিথি, আচার্য, পিতামাতা ও সন্তানদের প্রতি আনুগত্য পালন করাকে গয়া শ্রাদ্ধ বলা হয়।

কুসংস্কার ও সমাধান

প্রশ্ন ৩৫৭: পিপল (অশ্বত্থ) গাছে চারিদিকে সুতো বেঁধে প্রদক্ষিণ করলে মেয়েরা তাদের পছন্দের বর পায় এবং স্বামীর আয়ু বৃদ্ধি পায়—এই বিশ্বাস কি সঠিক?

উত্তর: না, পিপল (অশ্বত্থ) গাছে সুতো বেঁধে প্রদক্ষিণ করলে মেয়েরা তাদের পছন্দের বর পায় এবং স্বামীর আয়ু বৃদ্ধি পায়—এমন বিশ্বাস শাস্ত্রসম্মত নয়, বরং শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং অসত্য।

প্রশ্ন ৩৫৮: সাধু, পীর বা ফকিরের মাজারে গিয়ে মানত করলে ইচ্ছা পূর্ণ হয়—এটা কি সত্য?

উত্তর: না, সাধু, পীর বা ফকিরের মাজারে গিয়ে মানত করলে ইচ্ছা পূর্ণ হয়—এই বিশ্বাস অ-বৈদিক এবং অসত্য।

প্রশ্ন ৩৫৯: 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'—এই সিদ্ধান্ত কি সঠিক?

উত্তর: না, এই সিদ্ধান্ত সঠিক নয় এবং এটি বেদের বিরুদ্ধে।

প্রশ্ন ৩৬০: শীতলা মাতা, সন্তোষী মাতা বা ষোল সোমবার ব্রত করলে পুত্র-রত্ন প্রাপ্তি হয়—এটা কি সত্য?

উত্তর: না, এটি অবৈদিক, অনুচিত এবং অন্ধবিশ্বাস।

প্রশ্ন ৩৬১: সন্তানের জন্মের পর জন্মকুণ্ডলী বা জন্মপত্রিকা তৈরি করলে কি শিশুর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জ্ঞান পাওয়া যায়?

উত্তর: না, জন্মকুণ্ডলী ও জন্মপত্রিকা কাল্পনিক এবং এতে ভবিষ্যতের জ্ঞান থাকে না; এটি অ-বৈদিক।

প্রশ্ন ৩৬২: ভূত-প্রেতের বর্তমান প্রচলিত প্রবণতার কি বাস্তব সত্ত্বা আছে?

উত্তর: না, এগুলো কাল্পনিক গল্প, যা স্বার্থসিদ্ধির জন্য তৈরি করা হয় এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা।

প্রশ্ন ৩৬৩: পায়ে হেঁটে দেব-দেবীর মন্দিরে গেলে তারা খুশি হন এবং হাঁটুর উপর ভর দিয়ে হাঁটলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়—এটা কি সত্য?

উত্তর: না, এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অন্ধবিশ্বাস।

প্রশ্ন ৩৬৪: ট্রাক বা অন্যান্য গাড়ির পেছনে পুরনো জুতা ঝুলিয়ে রাখলে দুর্ঘটনা রোধ হয়—এই বিশ্বাস কি সঠিক?

উত্তর: না, দুর্ঘটনা থেকে বাঁচতে হলে সজাগ ও সাবধান থেকে ট্রাফিক নিয়ম মেনে গাড়ি চালানোই জরুরি, জুতা ঝুলিয়ে নয়।

প্রশ্ন ৩৬৫: ঘর বা দোকানের সামনে লেবু ও মরিচ ঝুলিয়ে রাখলে আসন্ন বিপত্তি এড়ানো যায়—এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?

উত্তর: না, শুধুমাত্র লেবু ও মরিচ ঝুলিয়ে রাখলেই বিপত্তি এড়ানো যায় না।

প্রশ্ন ৩৬৬: জাদু-টোনা বা টোটকা করলে সংকট বা বিপত্তি এড়ানো যায়?

উত্তর: না, কোনো প্রকার জাদু-টোনা বা টোটকা দিয়ে বিপত্তি এড়ানো যায় না।

প্রশ্ন ৩৬৭: জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলা কি সত্য?

উত্তর: না, সত্যিকারের জ্যোতিষশাস্ত্রে হাত দেখে ভবিষ্যৎ ঘটনা বলা বা আয়ু নির্ধারণের কথা নেই।

প্রশ্ন ৩৬৮: জ্যোতিষশাস্ত্র থেকে প্রকৃতপক্ষে কি লাভ হয়?

উত্তর: জ্যোতিষশাস্ত্র থেকে সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণের স্থিতি এবং গ্রহ-উপগ্রহের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়।

প্রশ্ন ৩৬৯: শনি, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহের ক্রোধের কারণে কি ব্যক্তির উপর বিপর্যয় নেমে আসে?

উত্তর: না, শনি, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহ চেতনাসম্পন্ন দেবতা নয়, যারা কারো প্রতি ক্রোধিত হন; তাই তাদের শান্তির জন্য আচার-অনুষ্ঠান করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

প্রশ্ন ৩৭০: রাশিফল দেখে কি ভবিষ্যৎ জানা যায়?

উত্তর: না, রাশিফল দেখে ভবিষ্যৎ জানা কল্পনা বা অনুমান মাত্র; বৈদিক শাস্ত্রে এটি নেই।

প্রশ্ন ৩৭১: চারধাম তীর্থযাত্রা করলে কি পাপ মোচন হয়?

উত্তর: না, চারধাম তীর্থযাত্রা করলে পাপ মোচন হয়—এমন বিশ্বাস শাস্ত্রবিরুদ্ধ; এটি শুধুমাত্র ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক জ্ঞান বৃদ্ধি করে।

প্রশ্ন ৩৭২: মন্দিরে পূজা-পাঠের পর বিতরণ করা প্রসাদ গ্রহণ করা কি বাধ্যতামূলক?

উত্তর: না, প্রসাদ গ্রহণ বাধ্যতামূলক নয় এবং না করলে ঈশ্বর অখুশি হন—এটি ভুল ধারণা।

প্রশ্ন ৩৭৩: মন্দিরে আগরবাতি ও প্রদীপ দিয়ে আরতি করলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন?

উত্তর: না, শুধুমাত্র আগরবাতি বা প্রদীপ জ্বালানো ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে না; ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করলেই তিনি সন্তুষ্ট হন।

প্রশ্ন ৩৭৪: ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজা-পাঠ করলে বিচরণকারী আত্মা শান্তি পায়—এটা কি সত্য?

উত্তর: না, মৃত্যুর পর কোনো আত্মা বিচরণ করে না; আত্মা অবিলম্বে ঈশ্বরের বিধান অনুযায়ী অন্য শরীরে প্রাপ্ত হয়

প্রশ্ন ৩৭৫: দীপাবলি, জন্মাষ্টমীর দিনে জুয়া খেলা শাস্ত্রসম্মত?

উত্তর: না, বৈদিক শাস্ত্রে জুয়া খেলতে নিষেধ আছে।

প্রশ্ন ৩৭৬: যে ঘরে মৃত্যু হয় সেখানে ১২ দিন সন্ধ্যা হবন, ভজন ও উপাসনা করা উচিত নয়—এটা কি সঠিক?

উত্তর: না, এটি সঠিক নয়; মৃত্যুর পর ঘরে যজ্ঞ করে ঘর শুদ্ধ ও জীবাণুমুক্ত করতে হয় এবং ঈশ্বরের উপাসনা করা উচিত।

প্রশ্ন ৩৭৭: দীপাবলির দিনে লক্ষ্মীর মূর্তিকে পূজা না করলে ঘরে লক্ষ্মী বাস করবেন না—এটা কি সত্য?

উত্তর: না, শুধুমাত্র মূর্তি পূজার মাধ্যমে লক্ষ্মী বাস করেন না; ধন-সম্পদ পরিশ্রম ও সততার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

প্রশ্ন ৩৭৮: শিবলিঙ্গে জল নিবেদন করলে শিবজি খুশি হন—এটা কি সত্য?

উত্তর: না, শিবলিঙ্গে জল নিবেদন করা অনুচিত ও বেদবিরুদ্ধ; এটি ঈশ্বরের অপমান এবং এমন কাজের শাস্তি হয়।

প্রশ্ন ৩৭৯: 'শ্রী শ্রী ১০৮ শ্রী' লিখলেই কেউ ঈশ্বরের নিকটবর্তী হয়?

উত্তর: না, নামের শুরুতে এই শব্দ যোগ করলেই কেউ ঈশ্বরের নিকটবর্তী হয় না; ঈশ্বরের গুণ ধারণ করলেই নিকটবর্তী হয়।

প্রশ্ন ৩৮০: ভয় লাগলে দেবী-দেবতার নাম স্মরণ করা উচিত—এটা শাস্ত্রসম্মত?

উত্তর: না, এটি শাস্ত্রসম্মত নয়। পরমেশ্বরকে স্মরণ করতে হবে শুধু।

প্রশ্ন ৩৮১: বিধাতা যেখানে খাওয়া-দাওয়া ও থাকা-বসার স্থান লিখেছেন, সেখানেই ব্যক্তি থাকে—এটা কি সঠিক?

উত্তর: না, ব্যক্তি নিজের ইচ্ছানুসারে যেখানে খুশি সেখানে থাকতে পারে; সে স্বাধীন।

প্রশ্ন ৩৮২: ঘরে 'মানি প্ল্যান্ট' লাগালে কি সম্পদ বৃদ্ধি পায়?

উত্তর: না, শুধুমাত্র মানি প্ল্যান্ট লাগালেই সম্পদ বৃদ্ধি পায় না; কঠোর পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা দরকার।

প্রশ্ন ৩৮৩: গঙ্গা নদীতে মুদ্রা ফেললে কি মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয়?

উত্তর: না, নদীতে মুদ্রা ফেললে মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয় না।

প্রশ্ন ৩৮৪: জাদু-টোনা করে বা সুতা, তাবিজ বাঁধার মাধ্যমে কি সংকট দূর করা যায়?

উত্তর: না, জাদু-টোনা বা তাবিজ বাঁধার মাধ্যমে কোনো সংকট দূর হয় না। ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা ও নিজের প্রচেষ্টার সম্মিলিত ফলে দূর হয়।

প্রশ্ন ৩৮৫: গুরুর প্রয়োজন আছে নাকি নেই? গুরু মান্য করা কি অনুচিত?উত্তর: আধ্যাত্মিক উন্নতি ও প্রগতির জন্য একজন গুরুর অবশ্যই প্রয়োজন। তবে পরিপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আদর্শ, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, পরোপকারী এবং সত্য ঈশ্বরকে জানেন এমন যোগী মহাত্মাকে গুরু করা উচিত। পরীক্ষা না করে মিথ্যাবাদী, প্রতারক, কপট বা অধার্মিক ব্যক্তিকে গুরু বানানো অনুচিত।

প্রশ্ন ৩৮৬: দেব-দেবীর সামনে পশুবলি দিলে কি মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয়?

উত্তর: না, পশুবলি বা প্রাণী হত্যা সম্পূর্ণ ধর্মহীন কাজ। ঈশ্বর সকল জীবের মাতা, যিনি কখনোই তার সন্তানের ক্ষতি বা হত্যা চান না।

প্রশ্ন ৩৮৭: পূর্ণিমার দিনে দান-দক্ষিণা করা, যজ্ঞ করা কি শুভ?

উত্তর: দান-দক্ষিণা ও যজ্ঞ সব দিনেই শুভ, কখনোই অশুভ নয়। তাই পূর্ণিমার দিনেও এগুলো করতে কোনো আপত্তি নেই।

প্রশ্ন ৩৮৮: কাঁচ ভাঙা কি শুভ নয় এবং ভাঙা কাঁচ ঘরে রাখা কি অশুভ?

উত্তর: কাঁচ ভাঙা শুভ কাজ নয় এবং ভাঙা কাঁচ ঘরে রাখলে তা ক্ষতিকর হতে পারে, তাই এটি অশুভ বলে গণ্য হয়।

প্রশ্ন ৩৮৯: রাতে ঝাড়ু দেওয়া ও ময়লা বাইরে ফেলা ঠিক নয়—এই বিশ্বাস কি সঠিক?

উত্তর: শাস্ত্রীয় কোনো নিয়ম নেই যে রাতে ঝাড়ু দেওয়া যাবে না। তবে রাতে কম আলো থাকায় মূল্যবান কোনো বস্তু পড়ে থাকলে দেখা যায় না এবং ময়লা ফেলার সময় তা ফেলে দেওয়া যেতে পারে। এ কারণেই রাতে ঝাড়ু দেওয়া ও ময়লা ফেলা এড়ানো হয়।

প্রশ্ন ৩৯০: 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' এই বিশ্বাস কি সঠিক?

উত্তর: না, ‘বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য’ এই ধারণা ভুল; ঐক্যের জন্য ধর্ম, সামাজিক মূলনীতি ও ভগবানের উপাসনা পদ্ধতিতে অভিন্নতা থাকা প্রয়োজন। কারণ যা চূড়ান্ত সত্য তা সবার জন্যই সত্য। নাহলে খারাপকেও ভালো বলে সমাজে চালানো শুরু হবে ও সমাজে ধর্মের নামে অধর্ম চলতে থাকবে। বৈচিত্র্য প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য কিন্তু তা সনাতন ধর্ম অপরিবর্তনীয় বলেই 'সনাতন'।

প্রশ্ন ৩৯১: ধর্ম কি একটিই আছে নাকি অনেক?

উত্তর: প্রকৃতপক্ষে একটি মাত্র ধর্ম আছে; বিভিন্ন মত ও পথের ভিত্তিতে অনেক সম্প্রদায় থাকলেও ধর্ম একটাই।

প্রশ্ন ৩৯২: স্বাধীনতা সংগ্রাম কি রক্তপাতহীন ছিল?

উত্তর: না, এই বিশ্বাস সঠিক নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরশ্রেষ্ঠ রক্তপাতের মাধ্যমে দেশকে মুক্ত করেছেন। তাই শুধুমাত্র অহিংস উপায়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়নি।

যোগ

প্রশ্ন ৩৯৩: মানব জীবনের মূল লক্ষ্য কী?

উত্তর: সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে পরিপূর্ণ সুখ লাভ করাই মানব জীবনের মূল লক্ষ্য।

প্রশ্ন ৩৯৪: কীভাবে মূল লক্ষ্য অর্জন করা যায়?

উত্তর: যোগ সাধনা করলে মানব জীবনের মূল লক্ষ্য অর্জিত হয়।

প্রশ্ন ৩৯৫: যোগ কী?

উত্তর: মন থেকে জাগতিক ও অনাবশ্যক চিন্তা দূর করে মন, বুদ্ধি ও আত্মার প্রকৃত অনুভূতি বা ঈশ্বরের অনুভব করাকে যোগ বলে।

প্রশ্ন ৩৯৬: যোগাভ্যাসে সফলতার জন্য কী করা প্রয়োজন?

উত্তর: যোগের বিভিন্ন অঙ্গ নিয়মিত ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করতে হবে।

প্রশ্ন ৩৯৭: যোগের কয়টি অঙ্গ এবং সেগুলো কী কী?

উত্তর: যোগের আটটি অঙ্গ হলো — যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি।

প্রশ্ন ৩৯৮: যম কী?

উত্তর: অহিংসা, সত্য, আস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটি নৈতিক কর্তব্য পালন করাকে যম বলে।

প্রশ্ন ৩৯৯: নিয়ম কী?

উত্তর: শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান এই পাঁচটি নিয়ম পালন করাকে নিয়ম বলা হয়।

প্রশ্ন ৪০০: অহিংসা কী?

উত্তর: শরীর, বাক্য ও মন থেকে সব প্রাণীর প্রতি শত্রুতা ত্যাগ করে প্রেমপূর্বক আচরণ করাকে অহিংসা বলে।

প্রশ্ন ৪০১: অহিংসা অনুসরণ করলে কী লাভ হয়?

উত্তর: অহিংসা পালন করলে মন থেকে বিদ্বেষ দূর হয় এবং সৎসঙ্গ ও উপদেশ অনুসারে অন্যের মধ্যেও বিদ্বেষ কমে যায়।

প্রশ্ন ৪০২: সত্য কী?

উত্তর: যা দেখা, শোনা, পড়া বা অনুমান করা যায়, তা সকলের কল্যাণে বলা ও আচরণ করাকে সত্য বলে।

প্রশ্ন ৪০৩: সত্য অনুসরণ করলে কী লাভ হয়?

উত্তর: সত্যের পথে চললে সকল উত্তম কাজ সফল হয়।

প্রশ্ন ৪০৪: সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া নিয়মকে সত্য বলে মেনে নেওয়া উচিত কি?

উত্তর: সত্যের ভিত্তি হলো প্রমাণ, বুদ্ধিমত্তা ও সকলের কল্যাণ। মিথ্যাচার বা অন্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও তা সত্য নয়।

প্রশ্ন ৪০৫: কারো প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে মিথ্যা বলা উচিত কি?

উত্তর: কারো প্রাণ বাঁচানোর জন্যও মিথ্যা বলা যাবে তখনই যখন আর কোনো উপায় নেই।

প্রশ্ন ৪০৬: অস্তেয় কী?

উত্তর: মন, বাক্য ও শরীর দিয়ে চুরি না করা এবং উত্তম কাজে সাহায্য করাকে অস্তেয় বলে।

প্রশ্ন ৪০৭: অস্তেয় অনুসরণ করলে কী উপকার হয়?

উত্তর: অস্তেয় পালনকারী বিশ্বাসযোগ্য ও শ্রদ্ধেয় হয় এবং আধ্যাত্মিক ও শারীরিক উন্নতি লাভ করে।

প্রশ্ন ৪০৮: ব্রহ্মচর্য কী?

উত্তর: মন ও ইন্দ্রিয়ের সংযম রেখে দৈহিক শক্তি রক্ষা করা, শাস্ত্র অধ্যয়ন ও ঈশ্বর উপাসনা করাকে ব্রহ্মচর্য বলে।

প্রশ্ন ৪০৯: ব্রহ্মচর্য পালন করলে কী উপকার হয়?

উত্তর: ব্রহ্মচর্য পালন করলে শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ৪১০: অপরিগ্রহ কী?

উত্তর: অপরিগ্রহ হলো ক্ষতিকারক ও অনাবশ্যক বস্তু এবং চিন্তা সংগ্রহ না করা। অর্থাৎ, অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর জিনিসপত্র এবং ভাবনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা অপরিগ্রহ।

প্রশ্ন ৪১১: অপরিগ্রহ অনুসরণ করলে কী উপকার হয়?

উত্তর: অপরিগ্রহ অনুসরণকারী ব্যক্তির মধ্যে আত্মার প্রকৃতি জানার প্রবল ইচ্ছা জন্মায়। তার মন প্রশ্ন করে—"আমি কে? কোথা থেকে এসেছি? কোথায় যাব? আমার করণীয় কী? আমার সামর্থ্য কতটুকু?" এসব প্রশ্নের মাধ্যমে সে নিজেকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে শুরু করে।

প্রশ্ন ৪১২: শৌচ কী?

উত্তর: শৌচ হলো বাহ্যিক ও অন্তরঙ্গ শুদ্ধির সমন্বয়।

I. **বাহ্যিক শৌচ:** শরীর, বস্ত্র, পাত্র, স্থান, খাদ্য ও ধন-সম্পদকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখা।
II. **অন্তরঙ্গ শৌচ:** বিদ্যা, সৎসঙ্গ, স্বাধ্যায়, সত্য কথা বলা ও ধর্মীয় আচরণের মাধ্যমে মন ও বুদ্ধিকে পরিশুদ্ধ করা।

প্রশ্ন ৪১৩: শৌচ অনুসরণ করলে কী লাভ হয়?

উত্তর: শৌচ অনুসরণ করলে শরীরের প্রতি আসক্তি কমে যায়, বুদ্ধি বৃদ্ধি পায়, মন একাগ্র ও প্রসন্ন থাকে, ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং আত্মা ও পরমাত্মার জ্ঞান অর্জন সম্ভব হয়।

প্রশ্ন ৪১৪: সন্তোষ কী?

উত্তর: নিজের বিদ্যমান জ্ঞান, শক্তি ও সাধনায় পরিপূর্ণতা অর্জন করে, যেসব আনন্দ, বিদ্যা, শক্তি ও সম্পদ ফলস্বরূপ পাওয়া যায়, সেগুলোতে সন্তুষ্ট থাকা এবং অতিরিক্ত কিছু পাওয়ার আকাঙ্খা না করাই সন্তোষ।

প্রশ্ন ৪১৫: সন্তোষ অনুসরণ করলে কী উপকার হয়?

উত্তর: সন্তোষ অনুসরণ করলে ব্যক্তি মানসিক শান্তি ও গভীর সুখ অনুভব করে।

প্রশ্ন ৪১৬: তপস্যা কী?

উত্তর: ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-তাপ, ক্ষতি-লাভ, মান-অপমান ইত্যাদি দ্বন্দ্বকে প্রসন্নচিত্তে সহ্য করে উত্তম ধর্মীয় আচরণ ও কর্তব্য পালন করাকে তপস্যা বলে।

প্রশ্ন ৪১৭: তপস্যা করলে কী লাভ হয়?

উত্তর: তপস্যা করলে শরীর সুস্থ, বলবান ও উদ্যমী হয় এবং ইন্দ্রিয় শক্তি বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ৪১৮: স্বাধ্যায় কী?

উত্তর: মোক্ষলাভের লক্ষ্যে বেদের মতো প্রকৃত ধর্মগ্রন্থসহ বেদোক্ত বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা, ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশকারী মন্ত্রগুলি অর্থসহ পাঠ করা এবং 'অউম্' জপ করাই স্বাধ্যায়।

প্রশ্ন ৪১৯: স্বাধ্যায় করলে কী লাভ হয়?

উত্তর: স্বাধ্যায় করলে ঈশ্বর, বৈদিক পণ্ডিত, যোগী ও ধার্মিক মহাপুরুষদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং উত্তম কাজে সহায়তা পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ৪২০: ঈশ্বর-প্রণিধান কী?

উত্তর: লৌকিক উদ্দেশ্যে ধন, মান, যশ অর্জন না করে শরীর, বুদ্ধি, শক্তি, বিদ্যা ও ধন-সম্পদ ঈশ্বর প্রদত্ত হিসেবে গ্রহণ করে মন, বাণী ও

শরীর দ্বারা ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য ব্যবহার করাকে ঈশ্বর-প্রণিধান বলে। এছাড়া, "ঈশ্বর আমাকে দেখছেন, শুনছেন ও জানছেন" এই ভাবনাও ঈশ্বর-প্রণিধানের অংশ।

প্রশ্ন ৪২১: ঈশ্বর-প্রণিধান অনুসরণ করলে কী লাভ হয়?

উত্তর: ঈশ্বর-প্রণিধানের মাধ্যমে দ্রুত সমাধি লাভ সম্ভব হয়।

প্রশ্ন ৪২২: আসন কী?

উত্তর: ঈশ্বরের ধ্যানের জন্য যে স্থির ও আরামদায়ক অবস্থানে বসা হয়, তাকে আসন বলে। যেমন: পদ্মাসন, সিদ্ধাসন, স্বস্তিকাসন ইত্যাদি। তবে সাধনার জন্য আসন সেটিই যাতে স্থিরভাবে ও সুখের সাথে বসা যায়। আসনভেদে সাধনায় পুণ্য বা ফল কম বেশি হয় না। বরং আসনের নামে ব্যায়ামে শরীর অস্থিত হয় এবং সাধনায় বাধা আসে।

প্রশ্ন ৪২৩: আসনের উপকারিতা কী?

উত্তর: আসনের সঠিক অনুশীলনের ফলে যোগাভ্যাসীর ধ্যানের সময় ঠাণ্ডা-গরম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা ইত্যাদি দ্বন্দ্বে কম বিরক্তি হয় এবং পরবর্তী যোগাভ্যাস সহজতর হয়।

চক্রাসন, ধনুরাসন, শীর্ষাসন, পশ্চিমোত্তানাসন ইত্যাদি আসনগুলোকে সরাসরি যোগাসন বলা যায় না।

কারণ আসনকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়:

I. প্রথম ভাগ হলো শরীরকে সুস্থ ও সবল করার জন্য শারীরিক ব্যায়াম হিসেবে ব্যবহৃত আসন। যেমন: চক্রাসন, ধনুরাসন, পশ্চিমোত্তানাসন ইত্যাদি, যেগুলো দেহের নমনীয়তা ও শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক।

II. দ্বিতীয় ভাগ হলো ধ্যান, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ও সমাধি সাধনার জন্য ব্যবহৃত আসন, যা মূলত মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য।

চক্রাসন, ধনুরাসন, শীর্ষাসন, পশ্চিমোত্তানাসন এই আসনগুলো প্রধানত শারীরিক ব্যায়ামের অংশ, তাই এগুলোকে যোগাসনের পূর্ণাঙ্গ অর্থে ধরা হয় না, কারণ যোগাসন শুধু শারীরিক আসন নয়, এটি মন ও চিত্তের স্থিতি এবং আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমও বটে।

প্রশ্ন ৪২৫. প্রাণায়াম কাকে বলে?

উত্তর: একটি আসনে স্থিরতাপূর্বক বসার পর মনের চঞ্চলতাকে থামানোর জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে ক্রিয়া করা হয় তাকে প্রাণায়াম বলে।

প্রশ্ন ৪২৬.প্রাণায়াম কয় প্রকার? তাদের নাম বলুন।

উত্তর: মহর্ষি পতঞ্জলি যোগ দর্শনে ৪ প্রকার প্রাণায়াম এর কথা বলেছেন (ক) বাহ্যিক প্রাণায়াম (খ) অভ্যন্তরীণ প্রাণায়াম (গ) স্তম্ভবৃত্তি প্রাণায়াম (ঘ) বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিষয় আক্ষেপী প্রণায়াম।

প্রশ্ন ৪২৭. প্রাণায়াম করলে কি উপকার হয়?

উত্তর: প্রাণায়াম করলে ব্যক্তির অজ্ঞানতা বিনষ্ট হয় এবং জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। স্মৃতিশক্তি ও মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়। ব্যক্তি রোগমুক্ত হয়ে সুস্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয়।

প্রশ্ন ৪২৮. প্রত্যাহার কাকে বলে?

উত্তর: মন যখন থেমে যায় চোখের মতো ইন্দ্রিয়গুলোর যখন আর নিজ নিজ বিষয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলো শান্ত হয়ে তাদের কাজ বন্ধ করে দেয়,তখন সেই অবস্থানের নাম হলো 'প্রত্যাহার'।

প্রশ্ন ৪২৯. প্রত্যাহারে কি উপকার হয়?

উত্তর: প্রত্যাহারের সিদ্ধি মাধ্যমে একজন যোগ সাধক তার ইন্দ্রিয়ের উপর ভাল নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন অর্থাৎ তিনি যেখানে এবং যে বিষয়ে চান তার মনকে কেন্দ্রীভূত করতে পারেন এবং যে বিষয়কে মন থেকে সরাতে চান,সরিয়ে নিতে পারেন।

প্রশ্ন ৪৩০. ধারণা কাকে বলে?

উত্তর: ঈশ্বরের ধ্যান করার জন্য চোখ বন্ধ করে মনকে মস্তক, ভ্রুমধ্য, নাসিকা, কণ্ঠ, হৃদয়, নাভি ইত্যাদিতে কোন এক স্থানে স্থির করা বা থামানোকে 'ধারণা' বলে।

প্রশ্ন ৪৩১. ধারণার অনুশীলন আমাদের কীভাবে সাহায্য করে?

উত্তর: নিয়মিতভাবে মনকে এক বিন্দুতে স্থির করার অভ্যাস ঈশ্বর-সম্পর্কিত গুণাবলি, কর্ম ও স্বভাব নিয়ে গভীর চিন্তায় (ধ্যানে) দৃঢ়তা আনে। এর ফলে ঈশ্বরের ওপর করা ধ্যান সহজে ভেঙে যায় না। যদি তা ভেঙেও যায়, দ্বিতীয়বার সহজেই তা শুরু করা যায়। **→ধ্যান বিষয়ক প্রশ্নোত্তরে এটি বর্ণিত আছে।**

প্রশ্ন ৪৩২. সমাধি কাকে বলে?

উত্তর: ধ্যান করার সময় যখন ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয় বা সাধক যখন ঈশ্বরের আনন্দে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হন, সেই অবস্থাকেই সমাধি বলে।

প্রশ্ন ৪৩৩. সমাধির ফল কী?

উত্তর: সমাধির প্রধান ফল হলো ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি লাভ। সমাধি অবস্থায় সাধক সমস্ত ভয়, দুশ্চিন্তা, বন্ধন ইত্যাদি দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়ে ঈশ্বরের আনন্দ অনুভব করেন। এই সময় তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে জ্ঞান, শক্তি, উৎসাহ, নির্ভীকতা এবং স্বাধীনতা লাভ করেন। বারবার এই

সমাধির চর্চা করার মাধ্যমে মনের ভেতরের রাগ-দ্বেষসহ সকল অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের বীজ সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়, যার ফলস্বরূপ মোক্ষ বা মুক্তি লাভ হয়।

প্রশ্ন ৪৩৪. যোগাভ্যাস করলে কী কী উপকার হয়?

উত্তর: যোগাভ্যাসের অসংখ্য উপকারিতা রয়েছে:

ক) মেধা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি লাভ হয়।

খ) স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত তীব্র হয়।

গ) একাগ্রতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

ঘ) মন এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আসে।

ঙ) কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার ইত্যাদি সকল কুসংস্কার নষ্ট হয় এবং সুসংস্কারের উন্মোচন হয়।

চ) শান্তি, প্রসন্নতা, সন্তুষ্টি এবং নির্ভীকতা অর্জিত হয়।

ছ) চূড়ান্তভাবে মোক্ষ লাভ হয়।

প্রশ্ন ৪৩৫. যোগাভ্যাস না করলে কী কী ক্ষতি হয়?

উত্তর: যোগাভ্যাস না করলে অনেক নেতিবাচক প্রভাব দেখা যায়:

ক) নিজের আচরণ দ্বারা অন্যদের কষ্ট দেওয়া হয়।

খ) মন ইন্দ্রিয়ের দাসে পরিণত হয়।

গ বেদ ও ঋষিদের সূক্ষ্ম বাণী বা তত্ত্ব বুঝতে অক্ষম হয়।

ঘ. রোগ, বিচ্ছেদ, অপমান, অন্যায়, ক্ষতি, বিশ্বাসঘাতকতা, মৃত্যু ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট দুঃখ সহ্য করতে পারে না।

ঙ) কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত কুসংস্কার দূর করতে এবং সুসংস্কার বৃদ্ধি করতে পারে না।

চ) সঠিকভাবে সমস্যার সমাধান করতে পারে না।

প্রশ্ন ৪৩৬. যোগবিদ্যার প্রধান গ্রন্থ কোনটি?

উত্তর: যোগবিদ্যার প্রধান গ্রন্থ হলো মহর্ষি পতঞ্জলি রচিত 'যোগদর্শন'।

প্রশ্ন ৪৩৭. দুঃখের মূল কারণ কী?

উত্তর: দুঃখের মূল কারণ হলো শরীরের সাথে জীবাত্মার সংযোগ।

প্রশ্ন ৪৩৮. শরীরের সাথে জীবাত্মার এই সংযোগের কারণ কী?

উত্তর: এই সংযোগের প্রধান কারণ হলো অজ্ঞানতা।

প্রশ্ন ৪৩৯. যোগাভ্যাসী ব্যক্তির অন্যদের প্রতি কেমন আচরণ করা উচিত?

উত্তর: একজন যোগাভ্যাসী ব্যক্তির নিম্নলিখিতভাবে আচরণ করা উচিত:

ক) সুখসাধন সম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ।

খ) দুঃখী ব্যক্তিদের প্রতি দয়া।

গ) পুণ্যবান, ধার্মিক, বিদ্বান ও পরোপকারী ব্যক্তিদের প্রতি আনন্দের সাথে ব্যবহার।

ঘ) পাপীদের প্রতি উপেক্ষা (রাগ বা বিদ্বেষ ছাড়াই)।

প্রশ্ন ৪৪০. যোগের অন্তর্গত সমাধি কয় প্রকার?

উত্তর: সমাধি দুই প্রকার:

ক. সম্প্রজ্ঞাত সমাধি

খ. অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি

প্রশ্ন ৪৪১. সম্প্রজ্ঞাত সমাধি কাকে বলে?

উত্তর: যে সমাধিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়, তাকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে:

ক. স্থূল ভূত: পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ।

খ. সূক্ষ্ম ভূত: রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ নামক তন্মাত্রা।

গ. মন, ইন্দ্রিয়, অহংকার ও মহত্ত্ব।

ঘ. জীবাত্মা ও তাদের স্বরূপ।

প্রশ্ন ৪৪২. অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি কাকে বলে?

উত্তর: যে সমাধিতে কেবলমাত্র ঈশ্বরের উপলব্ধি করা হয়, তাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে।

প্রশ্ন ৪৪৩. একজন যোগী কি ঘি, মাখন, বাদাম, হালুয়া, ক্ষীর, রসমালাই ইত্যাদি সেবন করতে পারেন?

উত্তর: হ্যাঁ, একজন যোগী জীবন ধারণ, শরীরকে শক্তিশালী ও পুষ্ট রাখা এবং ঈশ্বরকে প্রাপ্ত করার উদ্দেশ্যে এই ধরনের খাবার গ্রহণ করতে পারেন। তবে, তিনি এইসব খাদ্যের প্রতি আসক্ত থাকেন না।

প্রশ্ন ৪৪৪. একজন পূর্ণ যোগী কি পরমাত্মার তুল্য হতে পারেন?

উত্তর: না। জীবাত্মার মৌলিক গুণাবলি হলো একক হওয়া, স্বল্প জ্ঞানী, স্বল্প শক্তিমান ইত্যাদি। একজন পূর্ণ যোগী হওয়ার পরেও এই গুণাবলি তার মধ্যে থেকেই যায়, কারণ প্রাকৃতিক গুণাবলি কখনও বিলুপ্ত হয় না। তাই জীবাত্মা পরমাত্মার সমতুল্য হতে পারে না।

প্রশ্ন ৪৪৫. যুক্তিতর্ক কি যোগব্যায়ামে বাধা?

উত্তর: না, যুক্তিতর্ক যোগব্যায়ামে বাধা নয়, বরং উপকারী। তবে, যুক্তিহীন তর্ক যোগাভ্যাসে অবশ্যই বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

প্রশ্ন ৪৪৬. স্ত্রীরা কি যোগিনী হতে পারে?

উত্তর: হ্যাঁ, নারী ও পুরুষ উভয়েরই যোগী বা যোগিনী হওয়ার ক্ষমতা আছে।

প্রশ্ন ৪৪৭. সমস্ত জীব কি সম্পূর্ণ অহিংস যোগীর প্রতি হিংসা-দ্বেষ ভাব ত্যাগ করে?

উত্তর: না। যারা সেই যোগীর উপদেশ ও আচরণ বুঝতে পারে, তারা তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী হিংসা-দ্বেষ ভাব ত্যাগ করে। সবাই তা ত্যাগ করে না।

প্রশ্ন ৪৪৮. একজন সত্যিকারের যোগী কি একজন অজ্ঞানী ও অধার্মিকের মাথায় হাত রেখে বা কোনো শক্তি প্রয়োগ করে তাকে সমাধি লাভ করাতে পারেন?

উত্তর: না। সমাধি লাভের জন্য যোগের আটটি অঙ্গ পালন করতে হয় এবং নিজের মনকে রাগ-দ্বেষ মুক্ত করতে হয়। কোনো যোগী অন্য কারো মাথায় হাত রেখে বা শক্তি প্রয়োগ করে তাকে সমাধি লাভ করাতে পারেন না।

প্রশ্ন ৪৪৯. ঈশ্বর, জীব এবং প্রকৃতি— এই তিন পৃথক চিরন্তন উপাদানকে না মেনে কেউ কি যোগী হতে পারে?

উত্তর: না। বেদ পরমাত্মা কর্তৃক মানুষকে দেওয়া জ্ঞান। বেদসহ সকল সত্য শাস্ত্রে এটি স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে এই পৃথিবীতে ঈশ্বর, জীব এবং প্রকৃতি — এই তিনটি জিনিস চিরন্তন, নিত্য এবং পরস্পর পৃথক। তাই, যে ব্যক্তি এই সত্যের বিরুদ্ধে বিশ্বাস স্থাপন করে, সে কখনোই যোগী হতে পারে না।

প্রশ্ন ৪৫০. কোনো যোগী কি কোনো বস্তুগত কারণ ছাড়াই তাৎক্ষণিকভাবে ফল, ফুল, মিষ্টি, সোনা, রূপা, ঘড়ি, কলম ইত্যাদি ইচ্ছাকৃত বস্তু তৈরি করতে পারেন?

উত্তর: না। একজন যোগী বস্তুগত কারণ ছাড়া এই ধরনের বস্তু তৈরি করতে পারেন না।

প্রশ্ন ৪৫১. একজন যোগী কি অন্যের শরীরে প্রবেশ করতে এবং নিজের শরীরে ফিরে এসে পুনরায় জীবিত হতে পারেন?

উত্তর: না। অন্য কারো শরীরে প্রবেশ করা বা পুনরায় ফিরে আসা অসম্ভব।

প্রশ্ন ৪৫২:একজন যোগী কি অতীত এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সবকিছু জানতে পারেন?

উত্তর: না, একজন যোগী অতীত ও ভবিষ্যতের সবকিছু জানতে পারেন না।

প্রশ্ন ৪৫৩: যোগের নামে প্রচলিত সব সিদ্ধি বা কৃতিত্ব কি সত্য? আর এসব সিদ্ধি মোক্ষলাভের জন্য কি আবশ্যক?

উত্তর: যোগের নামে প্রচলিত সব সিদ্ধি বা কৃতিত্ব সত্য নয়। অনেকগুলি অসম্ভব এবং এগুলোর প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাওয়া যায় না। যুক্তিতর্কের মাধ্যমে এসব কৃতিত্ব সহজেই খণ্ডন করা যায়। যেমন — জীবাত্মা ঈশ্বরের মতো সর্বজ্ঞ হওয়া, বছরের পর বছর না খেয়ে বেঁচে থাকা, নতুন শরীর গঠন করা, হাত-পা কেটে ফেলার পরও ব্যথাহীন থাকা ইত্যাদি। এছাড়া, এসব সিদ্ধি মোক্ষলাভের জন্য আবশ্যক নয়।

প্রশ্ন ৪৫৪: আজকাল অনেকেই ধনুরাসন, শীর্ষাসন বা ভ্রমরী, ভাস্ত্রিকা প্রভৃতি আসন ও প্রাণায়ামকে যোগ বলে। এটি কি সঠিক? যদি না হয়, তাহলে কেন?

উত্তর: ধনুরাসন, শীর্ষাসন ইত্যাদি আসন এবং ভ্রমরী, ভাস্ত্রিকা প্রভৃতি প্রাণায়ামকে যোগ বলা সঠিক নয়। মহর্ষি পতঞ্জলি যোগ দর্শনে এসব আসন বা প্রাণায়ামের উল্লেখ নেই। তাই এগুলোকে যোগ বলে অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত নয়।

প্রশ্ন ৪৫৫: যদি ধনুরাসন, শীর্ষাসন ইত্যাদিকে যোগাসন বলা হয়, তাহলে কি ক্ষতি হতে পারে?

উত্তর: এতে গুরুতর ক্ষতি হতে পারে। কারণ, এর ফলে সত্যিকারের যোগবিদ্যা বিলুপ্তির পথে যেতে পারে। মানুষ আসল যোগের পরিবর্তে শুধু শারীরিক ব্যায়ামকেই যোগ মনে করতে শুরু করবে। যেমন,

মূর্তিপূজার শুরু থেকে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ ঈশ্বরকে সাকার ভাবতে শুরু করেছে, যেখানে ঈশ্বর আসলে নিরাকার। একইভাবে, যোগের আসল অর্থ হারিয়ে যেতে পারে।

ধ্যান

প্রশ্ন ৪৫৬: ধ্যান কাকে বলে?

উত্তর: ঈশ্বরের গুণ, কর্ম ও প্রকৃতি নিয়ে একাগ্রচিত্তে ও নিরন্তর ভাবনা করাকে ধ্যান বলে। এই সময় অন্য কোনো বিষয় বা বস্তুর স্মরণ না করাই ধ্যানের মূল লক্ষ্য।

প্রশ্ন ৪৫৭: গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে ধ্যান করলে কী উপকার হয়?

উত্তর: গায়ত্রী মন্ত্র জপ ও ধ্যানের মাধ্যমে বুদ্ধির অশুদ্ধতা দূর হয় এবং ধর্মাচরণে শ্রদ্ধা ও যোগ্যতা জন্ম নেয়।

প্রশ্ন ৪৫৮ : ধ্যানের ফল কী?

উত্তর: নিয়মিত ধ্যান অনুশীলনের ফলে সমাধি লাভ সম্ভব হয়। এতে উপাসক নিজের আচরণ ও ব্যবহার সংক্রান্ত সব কাজ দৃঢ়তার সঙ্গে সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারেন।

প্রশ্ন ৪৫৯: বৈদিক রীতি ছাড়া অন্য ধারণা দিয়ে কি ঈশ্বরলাভ সম্ভব?

উত্তর: না, বৈদিক জ্ঞান ও নির্দিষ্ট উপাসনা-পদ্ধতি অনুসরণ করলেই প্রকৃত ঈশ্বরলাভ সম্ভব। অন্য কোনো ধারণা বা পদ্ধতিতে ঈশ্বরলাভ হয় না।

প্রশ্ন ৪৬০: কিসের ধ্যান হয় না?

উত্তর:

ক. যার প্রকৃত স্বরূপ জানা নেই, তার ধ্যান হয় না।

খ. যা দৃশ্যমান ও মূর্ত, তার ধ্যান হয় না, কারণ তার সম্পর্কে আগে থেকেই জ্ঞান থাকে।

গ. মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর জ্ঞানেরও ধ্যান হয় না।

প্রশ্ন ৪৬১: ঈশ্বর নিরাকার, কেউ যদি তাঁকে সাকার রূপে (হাত, পা, চোখ ইত্যাদি) ধ্যান করে, তাহলে কি ঈশ্বর উপলব্ধি হবে?

উত্তর: না, ঈশ্বরের কোনো নির্দিষ্ট রূপ নেই। তাঁকে সাকার রূপে ধ্যান করলে প্রকৃত ঈশ্বর উপলব্ধি সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ৪৬২: ধ্যানের জন্য মনের অবস্থা কেমন হওয়া উচিত?

উত্তর: ধ্যানের সময় মনকে শান্ত, প্রশান্ত ও আনন্দিত রাখতে হবে। দুঃখ, রাগ, ক্ষোভ ইত্যাদি থেকে মনকে মুক্ত রাখতে হবে।

প্রশ্ন ৪৬৩: কেমন স্থানে ধ্যান করা উচিত?

উত্তর: ধ্যানের জন্য শান্ত, নির্জন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্থান বেছে নেওয়া উচিত।

প্রশ্ন ৪৬৪: ধ্যানের পূর্বে কী প্রস্তুতি নিতে হয়?

উত্তর:

ক) শান্ত ও পরিষ্কার স্থানে আরামদায়ক আসনে বসুন।

খ) চোখ বন্ধ করে শরীর ও মন স্থির করুন।

গ) প্রাণায়াম বা শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুশীলনের মাধ্যমে মনকে শান্ত করুন।

ঘ) এরপর বেদমন্ত্র বা নির্দিষ্ট শব্দের মাধ্যমে ধ্যান শুরু করুন।

প্রশ্ন ৪৬৫: কিভাবে ধ্যানে সফলতা অর্জন করা যায়?

উত্তর:

ক) ঈশ্বর সম্পর্কিত বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করা।

খ) সদ্গুরুর নির্দেশনা অনুসরণ করা।

গ) যম-নিয়ম মেনে চলা।

ঘ) শরীর ও মন সুস্থ রাখা।

ঙ) প্রতিদিন নিয়মিত দুইবার ধ্যান করা।

চ) সংসার থেকে কিছুটা বৈরাগ্য রাখা।

প্রশ্ন ৪৬৬: ঈশ্বরের ধ্যান না করলে কী ক্ষতি হয়?

উত্তর:

ক) নিজের দোষ ও কুসংস্কার দূর হয় না।

খ) শারীরিক ও মানসিক রোগে আক্রান্ত হতে হয়।

গ) জীবনের মূল লক্ষ্য—দুঃখ থেকে মুক্তি—অর্জিত হয় না।

ঘ) দয়া, প্রেম, ধৈর্য, সহনশীলতা, ত্যাগ, উদ্যম, নির্ভীকতা ইত্যাদি গুণ অর্জিত হয় না।

ঙ) ধর্মীয় আচরণ ও আদর্শ ঠিকভাবে পালন করা যায় না।

চ) সুখ, শান্তি, একাগ্রতা ও মন নিয়ন্ত্রণ অর্জিত হয় না।

প্রশ্ন ৪৬৭: দিনের কোন সময়ে ঈশ্বরের ধ্যান করা উচিত?

উত্তর: সকালে ও সন্ধ্যায়, দিনে দুইবার নিয়মিত ধ্যান করা উচিত। উভয় সময় এক ঘণ্টা ধ্যান সবচেয়ে ভালো, তবে সময় কম থাকলে ১০, ২০ বা ৩০ মিনিটও উপকারী। এছাড়া দিনের অন্য সময়ও ঈশ্বরকে স্মরণ করা উচিত।

প্রশ্ন ৪৬৮: যে ধ্যান করে না, মনুস্মৃতিতে তার সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

উত্তর: মনুস্মৃতি অনুসারে, যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় ধ্যান বা সন্ধ্যোপাসনা করে না, তাকে অজ্ঞানীর সমতুল্য গণ্য করা হয়।

প্রশ্ন ৪৬৯: নিরাকার বস্তুর ধ্যান করা যায় কি?

উত্তর: হ্যাঁ, নিরাকার বস্তুর ধ্যান করা যায়।

প্রশ্ন ৪৭০: জাগতিক চক্ষুর অদৃশ্য জিনিস দিয়ে কি ধ্যান করা যায়?

উত্তর: হ্যাঁ, যেমন বাতাস, মোবাইল-টিভির তরঙ্গ, ইলেকট্রন-প্রোটন ইত্যাদি দৃশ্যমান না হলেও, তাদের গুণাবলি নিয়ে চিন্তা-মনন করা যায়।

প্রশ্ন ৪৭১: ধ্যানের উপকারিতা কি কোনো ওষুধ বা বস্তুগত জিনিস থেকে পাওয়া যায়?

উত্তর: না, ধ্যানের যে উপকারিতা, তা কোনো ভৌতিক বা বস্তুগত জিনিস যেমন ধন-সম্পদ, মিষ্টি, সুন্দর বস্ত্র, গহনা ইত্যাদি থেকে পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন ৪৭২: ধ্যান বিষয়ে বিদেশি পণ্ডিতদের মতামত কী?

উত্তর: ধ্যান বিষয়ে বিদেশি পণ্ডিতদের মতামত নিচে দেয়া হল-

- হারবার্ট বেনসন (M.D.)-এর "The Relaxation Response" বইয়ে বলা হয়েছে, ধ্যান মানসিক ও শারীরিক চাপ কমিয়ে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে।
- জন কাবাট-জিন (Ph.D.) প্রমাণ করেছেন, ধ্যানে দুশ্চিন্তা ও মানসিক কষ্ট কমে যায়।

প্রশ্ন ৪৭৩: ধ্যানের সময় কি মন সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত হয়?

উত্তর: না, ধ্যানের সময় মন পুরোপুরি চিন্তামুক্ত হয় না। বরং ঈশ্বর বা আধ্যাত্মিক বিষয়ক চিন্তাই মনের মধ্যে থাকে।

প্রশ্ন ৪৭৪: সাকারের ধ্যান সহজ, নিরাকারের ধ্যান কঠিন—তাহলে কি ঈশ্বরকে সাকার রূপে ধ্যান করা যায়?

উত্তর: না, ঈশ্বর সাকার নন। যেমন জলকে দুধ মনে করে পান করা যায় না, তেমনি নিরাকার ঈশ্বরকে সাকার রূপে ধ্যান করা সম্ভব নয়। নিরাকার ঈশ্বরের ধ্যানেই প্রকৃত সুখ ও শান্তি লভ্য। পাথরকে মিষ্টি ভেবে খাওয়া যেমন অজ্ঞতা, তেমনি নিরাকার ঈশ্বরকে সাকার মনে করে ধ্যান করাও অজ্ঞতার পরিচায়ক।

প্রশ্ন ৪৭৫: ধ্যানের পাঁচটি উপকারিতা বলুন।

উত্তর: ধ্যানের মাধ্যমে পাওয়া পাঁচটি প্রধান উপকারিতা হলো—

১. ঐশ্বরিক গুণাবলি যেমন জ্ঞান, শক্তি, উৎসাহ, আনন্দ, দয়া, প্রেম, ধৈর্য, সহনশীলতা, নির্ভীকতা, প্রাণশক্তি ও তেজ অর্জিত হয়।

২. কুসংস্কার দূর হয়ে সুষ্ঠু সংস্কার গড়ে ওঠে।

৩. মন ও ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়; একাগ্রতা, স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধি পায়।

৪. ঈশ্বরের সান্নিধ্য ও উপলব্ধি লাভ হয়।

৫. পার্থিব, মহাজাগতিক অ পারমার্থিক কাজে সফলতা আসে।

প্রশ্ন ৪৭৬: নিরাকার ঈশ্বরের ধ্যান কিভাবে হয়?

উত্তর: নিরাকার ঈশ্বরকে নিরাকার রূপে, তাঁর গুণাবলি যেমন সর্বব্যাপকতা, সচেতনতা, সৃষ্টিকর্তা হওয়া, আনন্দের স্বরূপ, অসীম জ্ঞান ও শক্তি, নির্ভীকতা ও ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি ভাবনা করে ধ্যান করা হয়। ঈশ্বরের কোনো নির্দিষ্ট রূপ বা বর্ণ নেই।

প্রশ্ন ৪৭৭: ধ্যান করলে কি রোগ দূর হয়?

উত্তর: হ্যাঁ, ধ্যান মানসিক রোগ যেমন উদ্বেগ ও চাপ কমায়, রক্তচাপ ও হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। ধ্যানের ফলে কিছু শারীরিক অসুস্থতাও কমে।

প্রশ্ন ৪৭৮: যে ধ্যান করে না, তার কি পাপ হয়? ঈশ্বরের নিকট কি শাস্তি আছে?

উত্তর: হ্যাঁ, ধ্যান না করা পাপ হিসেবে গণ্য হয় এবং এর জন্য ঈশ্বরের নিকট শাস্তি হতে পারে।

প্রশ্ন ৪৭৯: ধ্যানকারী কি নিজের বা অন্যের ভবিষ্যৎ জানতে পারে?

উত্তর: না, ধ্যানকারী ব্যক্তি নিজের বা অন্য কারো ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে জানতে পারে না।

প্রশ্ন ৪৮০: ঈশ্বরে বিশ্বাস না করলে ধ্যানের উপকার হয়?

উত্তর: না, ধ্যানের জন্য ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও আগ্রহ থাকা অত্যন্ত জরুরি।

প্রশ্ন ৪৮১: ধন-সম্পদহীন বা নিম্ন মর্যাদার ব্যক্তিরা কি ধ্যান করতে পারে?

উত্তর: অবশ্যই পারে। ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকলেই যেকোনো ব্যক্তি ধ্যান করতে পারেন।

প্রশ্ন ৪৮২: শুধু মাটিতে বসেই কি ধ্যান করা যায়? চেয়ারে বসে বা বিছানায় শুয়ে ধ্যান করা যায় না?

উত্তর: মাটিতে বসে ধ্যান করা ভালো হলেও, প্রয়োজন অনুযায়ী চেয়ারে বসে বা বিছানায় শুয়ে ধ্যান করাও সম্ভব।

প্রশ্ন ৪৮৩: ধ্যান কি শুধু বাইরে (জঙ্গল, পর্বত, নদী, ক্ষেতে, উদ্যানে) করতে হয়? ঘরের মধ্যে ধ্যান করা যায় না?

উত্তর: ঘরেও ধ্যান করা যায়। তবে শান্ত, নির্জন ও পরিষ্কার জায়গায় ধ্যান করলে একাগ্রতা বেশি হয়।

প্রশ্ন ৪৮৪: ধ্যান করলে মনে কোনো রোগ হয়?

উত্তর: না, ধ্যান করলে মনে কোনো রোগ হয় না।

প্রশ্ন ৪৮৫: ধ্যানের সময় মস্তকে সূর্য, চন্দ্র, প্রদীপের শিখা ইত্যাদি অবলম্বন করা উচিত?

উত্তর: প্রাথমিক সময়ে একাগ্রতা বাড়াতে এসব ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু নিয়মিত ধ্যানের জন্য নয়।

প্রশ্ন ৪৮৬: চুপচাপ বসে থাকা আর কোনো চিন্তা না আসতে দেওয়ার নাম ধ্যান?

উত্তর: না, ধ্যান মানে শুধু চুপচাপ থাকা নয়; ধ্যানের সময় ঈশ্বর বিষয়ক চিন্তা মনের মধ্যে থাকে।

প্রশ্ন ৪৮৭: ধ্যান কি শুধু বৃদ্ধদের জন্য? যুবক অবস্থায় এর প্রয়োজনীয়তা কী?

উত্তর: ধ্যান বাল্যকাল থেকেই করা উচিত। যুবক অবস্থায় স্মৃতিশক্তি ও বল বেশি থাকার কারণে ধ্যানের বেশি উপকার পাওয়া যায়। যুবকরা সহজে সমাধি লাভ করতে পারে, আয়ু বৃদ্ধি পায়, স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়।

প্রশ্ন ৪৮৮: আজকাল প্রচলিত বিভিন্ন ধ্যান পদ্ধতি কি সঠিক?

উত্তর: না, শুধুমাত্র বেদানুকূল পদ্ধতিই সঠিক ও ফলপ্রসূ।

বিদ্যার্থী

প্রশ্ন ৪৮৯: পাঠ শুরু করার সময় গুরু ও শিষ্যের কোন মন্ত্র উচ্চারণ করা উচিত? তার অর্থ ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর: পাঠ শুরুতে উচ্চারিত মন্ত্রটি হলো—

ওতম্ সহনাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য়ং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ॥

অর্থ: হে জগদীশ্বর! **(নৌ)** আমাদের গুরু শিষ্য উভয়কে **(সহ)** একসঙ্গে **(অবতু)** রক্ষা করো। **(নৌ)** আমাদের উভয়কে **(সহ)** একসঙ্গে **(ভুনক্তু)** ব্রহ্মবিদ্যারূপী ফল ভোগ করাও; যাতে আমরা **(বীর্য়ং)** আত্মিক বল **(সহ)** একসঙ্গে **(করবাবহৈ)** প্রাপ্ত হই। আমাদের **(অধীতম্)** অর্জিত বিদ্যা

(তেজস্বি) তেজোময় **(অস্তু)** হোক। আমরা উভয়ে **(মা বিদ্বিষাবহৈ)** কখনো যেন নিজেদের মধ্যে অথবা অন্য কারো সঙ্গে দ্বেষ না করি। **(ওতম্)** হে সর্বরক্ষক ঈশ্বর! **(শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ)** আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখকে শান্ত করো।

এই মন্ত্রটি পাঠের শুরুতে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে ঐক্য, সম্মান ও জ্ঞানের বিকাশের জন্য উচ্চারিত হয়।

প্রশ্ন ৪৯০: আদর্শ বিদ্যার্থীর কিছু গুণাবলী উল্লেখ করুন।

উত্তর: আদর্শ বিদ্যার্থী হলো যে,

ক) রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে ভোরে সূর্যোদয়ের আগে উঠে।

খ) নিয়মিত আসন-ব্যায়াম ও পরিশ্রম করে।

গ) পরম নাম ওতম্ ও গুরুমন্ত্র গায়ত্রীসহ বিভিন্ন মন্ত্রের মাধ্যমে ঈশ্বরের ধ্যান করে।

ঘ) পিতা-মাতা ও গুরুজনের সম্মান ও আজ্ঞা পালন করে।

ঙ) কুসঙ্গ থেকে দূরে থেকে স্বাধ্যায়, সৎসঙ্গ, সেবা ও কঠোর পরিশ্রমকে জীবনের অঙ্গ করে তোলে।

প্রশ্ন ৪৯১: নীতিশাস্ত্রে বিদ্যার্থীর কয়টি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর: শাস্ত্রে বিদ্যার্থীর পাঁচটি লক্ষণ উল্লেখ আছে:

ক) কাকের মতো সবসময় সজাগ ও সতর্ক থাকা।

খ) বকের মতো একাগ্র মন থাকা।

গ) কুকুরের মতো সতর্ক ঘুমানো।

ঘ) খাঁটি, সাত্ত্বিক ও পরিমিত আহার গ্রহণ করা।

ঙ) গৃহস্থের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকা।

প্রশ্ন ৪৯২: শাস্ত্রে কত বছর পর্যন্ত বিদ্যার্থীদের বিদ্যা অধ্যয়নের অনুমতি দেওয়া হয়েছে?

উত্তর: শাস্ত্রে বিদ্যার্থীদের ৪৮ বছর পর্যন্ত বিদ্যা অধ্যয়নের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ৪৯৩: বিদ্যার্থীদের কিসের থেকে নিজেকে দূরে রাখা উচিত?

উত্তর:বিদ্যার্থীদের ভোগ-বিলাস, অলসতা, মাংসভোজন, ব্যভিচার, চঞ্চলতা, কাম-ক্রোধ ইত্যাদি খারাপ অভ্যাস থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে।

প্রশ্ন ৪৯৪: বিদ্যা অর্জনের সর্বোত্তম পদ্ধতি কী?

উত্তর: বিদ্যা অর্জনের সময় ছাত্রকে গুরুর চোখে চোখ রেখে মনোযোগ দিয়ে গুরুর উপদেশ শুনতে হবে। কর্ণ ইন্দ্রিয়কে মনের সঙ্গে এবং মনকে আত্মার সঙ্গে যুক্ত করে গভীর মনোযোগে জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

প্রশ্ন ৪৯৫: দাবা, ক্যারাম ইত্যাদি ইনডোর গেম এবং আজকের ভিডিও গেম, কম্পিউটার ও মোবাইলের বিভিন্ন খেলা কি ছাত্রের পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করে?

উত্তর: ছাত্রাবস্থায় খেলাধুলা, আসন ও ব্যায়াম করা উচিত। দাবা-ক্যারাম বুদ্ধি বাড়ায় সত্য তবে শারীরিক বলও দরকার। মাঠে যেসব খেলা আছে, এগুলো শারীরিক শক্তি, হজম ক্ষমতা এবং সতেজতা বৃদ্ধি করে। খেলাধুলা এমনভাবে করতে হবে যাতে পর্যাপ্ত পরিশ্রম হয়। তবে বিদ্যা অধ্যয়ন থেকে বিরতি নিয়ে কিংবা যা দেহের ও মানসিক উপকারী না এভাবে সব সময় খেলাধুলা করা উচিত নয়।

প্রশ্ন ৪৯৬: জীবনে অগ্রগতির জন্য দোষ সম্পর্কে কী মনোভাব রাখা উচিত?

উত্তর: জীবনে অগ্রগতি করতে হলে নিজের দোষ-ত্রুটি নিয়মিত দেখতে হবে এবং সেগুলো দূর করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। দোষের সঙ্গে আপোষ করা চলবে না। অন্যের দোষের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন ৪৭৯: দোষ দেখানো হলে কীভাবে আচরণ করা উচিত?

উত্তর: দোষ দেখানো হলে ধৈর্য ধরে তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। নিজের ভুল স্বীকার করে তা সংশোধন করা উচিত। অন্যের ওপর নিজের দোষ চাপানো উচিত নয়।

প্রশ্ন ৪৯৮: যদি মিথ্যা দোষারোপ করা হয়, তখন কী করা উচিত?

উত্তর: মিথ্যা দোষারোপে চিন্তা না করে ধৈর্য ধরে থাকা উচিত। ক্রোধ বা উত্তেজনা এড়িয়ে চলতে হবে। প্রমাণ, যুক্তিসহ স্পষ্ট করে সত্য প্রকাশ করতে হবে। সত্য প্রকাশ না করলে মিথ্যাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে।

সফলতা

প্রশ্ন ৪৯৯: সফলতা অর্জনের কিছু প্রধান কারণ লিখুন।

উত্তর: সফলতা অর্জনের জন্য সতর্কতা ও সাবধানতা, স্বাস্থ্য ও শক্তি, নিয়মিত রুটিন, দৃঢ় সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা, সময়মতো দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া, চিন্তাভাবনা ও বিচার-বিশ্লেষণ, পরিণাম ও প্রভাবের অনুমান, সহনশীলতা ও ধৈর্য, প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি রক্ষা, সেবা ও পরোপকার, দয়া, আত্মবিশ্বাস, ঈশ্বরের প্রতি অটুট শ্রদ্ধা, ক্ষমাশীল মনোভাব এবং ভুল-ত্রুটি সংশোধনের মানসিকতা অন্যতম প্রধান কারণ।

প্রশ্ন ৫০০: কে অসফল বা ব্যর্থ হয়?

উত্তর: অসাবধান, দুর্বল, রোগী, অনিয়মিত, অব্যবস্থিত, অসংগঠিত, দেরিতে কাজ করা, হতাশ, অলস, প্রমাদগ্রস্ত, নিষ্ঠুর, স্বার্থপর, চঞ্চল,

সংকল্পহীন, প্রতিজ্ঞাহীন, কৃপণ, লোভী ও নাস্তিক ব্যক্তি সাধারণত ব্যর্থ ও অসফল হয়।

- **সফলতা অর্জনের পাঁচটি মূল সূত্র বলুন।**

উত্তর: সফলতার পাঁচটি মূল সূত্র হল-

ক) কাজ করার তীব্র ইচ্ছা থাকতে হবে।

খ) পর্যাপ্ত সম্পদ সংগ্রহ করতে হবে।

গ) সম্পদ ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি জানতে হবে।

ঘ) চূড়ান্ত ফলাফল না পাওয়া পর্যন্ত পূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

ঙ) বাধা ও অসুবিধা সহ্য করার জন্য কঠোর ধৈর্য ও তপস্যা করতে হবে।

সমাপ্ত

বাংলাদেশ অগ্নিবীর- এর মূলনীতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মূলনীতি

অগ্নিবীর বৈশ্বিক মানবতা ও ভ্রাতৃত্ববোধে বিশ্বাসী এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণের ভিত্তিতে যে কোনো ধরনের বৈষম্যকে প্রত্যাখ্যান করে। অগ্নিবীর "বসুধৈব কুটুম্বকম্" সভ্যতার গর্বিত উত্তরসূরী, আমরা এক জাতি, এক পরিবার ও এক মানবতার ধর্মে বিশ্বাসী এবং সেটি হলো এক ও অদ্বিতীয় বৈদিক ধর্ম যা সকল মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখে, যার অনুপ্রেরণা এক ও অদ্বিতীয় নিরাকার সর্বব্যাপক পরমেশ্বর।

১. অগ্নিবীর বৈদিক মানবতার ধর্মে বিশ্বাসী যা পবিত্র বেদে বর্ণিত হয়েছে এবং যা শান্তি, সহিষ্ণুতা, একতা, সত্যবাদীতা ও সততাকে সমর্থন দেয়। কেউ যদি এর সাথে দ্বিমত হয় তবে তার সাথে আলোচনার ভিত্তিতে আমরা ঐকমত্যে আসতে বিশ্বাসী; অর্বাচীন বাক্যালাপ কিংবা ভয়ভীতি প্রদর্শনে নয়। যদিও আজ পর্যন্ত বৈদিক মানবতাবাদের ত্রুটি কেউ প্রমাণ করতে সক্ষম হয় নি।

২. অগ্নিবীর পবিত্র বেদে বিশ্বাসী যা মানবজাতির প্রথম ও একমাত্র গ্রন্থ যা ঈশ্বরের প্রেরণায় প্রাপ্ত। অগ্নিবীর অন্য কোনো গ্রন্থকেই ঐশ্বরিক বলে বিশ্বাস করে না এবং এর পেছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে বলেই তা করে না।

৩. তবে অগ্নিবীর কাউকে অন্ধভাবে বেদ গ্রহণ করতে বাধ্য করে না, কেননা এটি বেদের মৌলিক নীতির বিরুদ্ধে। বেদকে ঐশ্বরিক গ্রন্থ

হিসেবে মানা সিদ্ধান্ত হবে, পূর্বনির্ধারিত অন্ধ বিশ্বাস নয়; এটাই বেদের নীতি। তাই বেদকে ঐশ্বরিক হিসেবে বিশ্বাস করে না এমন লোকদেরও আমরা সমানভাবে মহৎ ও পুণ্যবান মনে করি যদি তারা সৎ ও চরিত্রবান হয় এবং “শুধু সত্যকে স্বীকার আর মিথ্যাকে প্রত্যাখ্যান” এই নীতিতে বিশ্বাসী হয়।

৪. অগ্নিবীর ঈশ্বর উপাসনা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যোগের অষ্ট নিয়মে বিশ্বাসী।

যম- অহিংসা, সত্যবাদিতা, চুরি না করা, অবৈধ সঞ্চয় না করা, আত্মসংযম।

নিয়ম - চিন্তা এবং মনের বিশুদ্ধতা, আত্মতৃপ্তি, ‘আমি, এই বোধকে’ দ্রবীভূত করে ঈশ্বরে সবকিছু উৎসর্গ করা, পরিশ্রম, অন্তর্দর্শন এবং স্বশিক্ষা।

আসন - দীর্ঘ সময়ের জন্য ধীরভাবে মনঃসংযোগ ক্ষমতা।

প্রাণায়াম- শ্বাস প্রক্রিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ আনা।

প্রত্যাহার - বহিরাগত ব্যাঘাতের থেকে মনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা।

ধারণা – ঈশ্বর ধারণায় মনোনিবেশ।

ধ্যান- ধারাবাহিকভাবে নির্দিষ্ট কিছুতে মনোযোগী হওয়া।

সমাধি – এমন বিশ্বাস অর্জন যে ঈশ্বর আমাদের মধ্যেই।

৫. অগ্নিবীর জ্ঞানভিত্তিক বিবর্তন পদ্ধতিতে বিশ্বাস করে এবং জোরপূর্বক বিশ্বাস ও অন্ধবিশ্বাসের পরিণতি সর্বদা বিপরীত ও অনাকাঙ্ক্ষিতই হয় বলে মনে করে। সেহেতু অগ্নিবীর এর পদ্ধতি হলো

সবচেয়ে সৎ এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে জ্ঞান এবং মানসিক সচেতনতা ছড়িয়ে দেয়া।

৬. অগ্নিবীর বিশ্বাস করে যে "নারীরা পুরুষদের চেয়ে তুলনামূলক অযোগ্য এবং নারীদের পুরুষদের তুলনায় স্বল্প অধিকার প্রাপ্য" এরূপ যারা বিবেচনা করে তারা বেদবিরুদ্ধ মানসিকতা লালন করে এবং মানবতার সর্ববৃহৎ শত্রু।

৭. অগ্নিবীর সম্পূর্ণরূপে সেইসব বিকৃতমস্তিস্কদের বিরুদ্ধে যারা জন্মভিত্তিক বর্ণপ্রথা এবং যোগ্যতাবিহীন বংশপরম্পরার ভিত্তিতে নির্ধারিত গুরুবাদে বিশ্বাস করে এবং এর মাধ্যমে বৈষম্যের সৃষ্টি করে। অগ্নিবীর পবিত্র বেদ বর্ণিত কর্ম ও গুণভিত্তিক শ্রমবিভাজন তথা বর্ণাশ্রম ধর্মে বিশ্বাসী। মানবসৃষ্ট ভ্রান্ত অমানবিক জন্মভিত্তিক বর্ণপ্রথায় নয়।

৮.অগ্নিবীর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে 'মাতৃবৎ পরদারেসু' অর্থাৎ শুধুমাত্র নিজ স্ত্রী [একজন] ছাড়া সকল নারী মাতৃস্বরূপ। যে সকল প্রতিষ্ঠান বা অনুষ্ঠান নারীদের ভোগপণ্য হিসেবে উপস্থাপন করে আমরা তাদের দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করি।

৯. আমরা বেদের ভ্রান্ত, অশুদ্ধ ভাষ্য-ব্যাখ্যাকে অগ্রহণযোগ্য মনে করি এবং মহর্ষি-বিদ্বানগণ দ্বারা বৈদিক প্রমাণ আশ্রিত রূপসমৃদ্ধ বেদ ভাষ্য - ব্যাখ্যা অনুসরণ করি।

১০. অগ্নিবীর বদ্ধ মানসিকতায় বিশ্বাসী নয় এবং কোনো মানবীয় মতকে চূড়ান্ত বলে মনে করে না। মানবীয় সকল মতের সমীক্ষা একমাত্র ঈশ্বরের বাণী বেদ দ্বারাই হতে পারে। তাই অগ্নিবীর সর্বদাই বেদ ও

বৈদিক শাস্ত্রের আলোকে আলোচনা ও শাস্ত্রার্থের মাধ্যমে সত্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত। সত্য গ্রহণের ক্ষেত্রে বেদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং অভ্রান্ত ; তবে অন্যান্য মার্গকেও আমরা সন্মান করি ও ভ্রাতৃসুলভ বলে মনে করি।

১১. সমালোচনা অর্থই ঘৃণা নয়। আমরা এমনকি আমাদের পিতা-মাতার সাথেও কোনো বিষয়ে বিতর্ক করতে পারি কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমরা তাঁদের ঘৃণা করি। তাই প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আমাদের বেদের আদর্শভিত্তিক বক্তব্যসমূহকে নিন্দা বা ঘৃণার চোখে না দেখে যৌক্তিকতার চোখে দেখার আহ্বান জানাই। বৈদিক সত্যের শুভ্র সৈনিক অগ্নিবীরেরা কোনপ্রকারেই কারো সাথে অশালীন তর্ক, অযৌক্তিক বাক্যালাপ, কারো মতকে কুৎসিতভাবে আঘাত করতে পারে না; বরং শান্তিপূর্ণ সুন্দর আলোচনা করতে পারে মাত্র।

১২. সর্বশেষে অগ্নিবীর কোন বদ্ধ সংগঠন নয়, বরং এটি একটি উন্মুক্ত ধারণা। আপনি যদি বৈদিক যৌক্তিকতার মতে বিশ্বাসী হন ও বাংলাদেশ অগ্নিবীর এর মূলনীতির অনুসারী হন, তবে আপনিও একজন অগ্নিবীর! আমরা সকলে অহিংস হই, আমরা একে অপরের শত্রুভাবাপন্ন না হই, আমরা সকলের কল্যাণ কামনা করি, আমরা সকলকে নিজ পরিবারের সদস্য মনে করি। শান্তি, সহিষ্ণুতা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা হোক আমাদের অস্ত্র।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. সনাতন ধর্ম বেদমূলক। "বেদঽখিলো ধর্মমূলম্" - তাই সকল শাস্ত্র বৈদিক সিদ্ধান্তের অনুকুল ভাবেই মান্য করা বিহিত। বর্তমানে বৈদিক সিদ্ধান্তের নামে এবং আড়ালে অনেক সংস্কার ও বিচারধারা প্রবর্তিত হয়েছে যা কুসংস্কার ও সম্প্রদায়গত মতভেদের জন্ম দিয়েছে। তাই বেদের সর্ব প্রামাণ্যতা কথায় নয় বরং কাজে প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের সর্বপ্রথম লক্ষ্য।

২.স এষ পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ। যোগ দর্শন ১.২৬

সেই ঈশ্বরই সকল গুরুরও গুরু, কেননা কালের দ্বারা তার অবচ্ছেদ নেই।

বর্তমানে অন্ধবিশ্বাসী গুরুবাদের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করা। যোগী, তপস্বী, বেদজ্ঞ গুরুদেব বা আচার্য শিষ্যকে পরমাত্মা প্রাপ্তির পথ দেখাতে পারেন, ভগবদ্ভক্ত করার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারেন, বেদানুকূলভাবে পঞ্চমহাযজ্ঞ সম্বলিত জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে পরামর্শ দিতে পারেন কিন্তু তাঁর বক্তব্যই শেষ কথা নয় সাথে যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রামাণ্যতাও আবশ্যক।

বর্তমানে অনেক নিজস্ব মতবাদপুষ্ট, বেদবিরোধী গুরুবাদ ও তাঁকেই ঈশ্বর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে বৈদিক সনাতন সিদ্ধান্তে অনৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে যা দূর করা আবশ্যক।

৩. বলি প্রথার বিলোপ এবং বেদানুকূল সাত্ত্বিক খাদ্য গ্রহণে উৎসাহ খাদ্য বিচার নিয়ে সম্প্রদায়গত মতভেদ নির্মূল।

৪. "জন্ম নয় বরং কর্ম ও গুণেই বর্ণ" - এই মূলনীতিকে সামনে রেখে কর্ম ও গুণের ক্রমবিকাশের ওপর ভিত্তি করে উপনয়ন, বিবাহ সংস্কারাদি পরিচালনা করা এবং পর্যায়ক্রমে সকল সনাতনীকে ষোড়শ সংস্কারের আওতায় আনা।

৫. সর্বস্তরে বেদ ও তদানুকূল শাস্ত্রের প্রচার-প্রসার এবং সংস্কৃত শিক্ষা প্রদান, তার জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও কর্মসূত্রানুযায়ী পাঠদান। বর্তমান শাস্ত্রবিমুখদের মধ্যে শাস্ত্র সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করা। পারিবারিকভাবে সন্তানদের শাস্ত্রশিক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

৬. সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে অর্থনৈতিক ও কর্মক্ষেত্রীয় মৌলিক অধিকার প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করা।

৭. নারী পুরুষের সমান মৌলিক অধিকার-যজ্ঞ, পেশা,সংস্কার থেকে শুরু করে সম্পত্তির উত্তরাধিকারপর্যন্ত নিশ্চিত করা। বিশেষতঃ সম্পত্তির উত্তরাধিকার সনাতন ধর্মাবলম্বনকারী সন্তানই হবে, ব্যতিক্রমীরা নয় তা নিশ্চিতকরণ।

৮. বাল্যবিবাহ বিলোপ, সমাজ শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে নারীদের নিজ সুরক্ষায় নিজেদেরই সমর্থ করা এবং সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকরণ।

৯. ভিন্ন উগ্রবাদী মতবাদ কর্তৃক প্রচারিত অপপ্রচার ও চেতনা পরিবর্তনের মাধ্যমে ধর্মান্তরকরণ [পড়ুন মতবাদের অনুসারীকরণ; কারণ মানবধর্ম একমাত্র বৈদিক সনাতন ধর্ম, অন্য সকল "ধর্ম" মতবাদ মাত্র] রোধ ও সত্য প্রতিষ্ঠা।

১০. সদ্ গ্রন্থ পাঠ ও বিবেকীপুরুষের মাধ্যমে অতীতে "ধর্মান্তরিত" বা নতুন শুভাগতদের শুদ্ধি যজ্ঞের মাধ্যমে আইনি ব্যবস্থা ও ধর্মীয়ভাবে মানসিক পরিশুদ্ধিকরণ বাস্তবায়ন করে সামাজিক ভাবে গ্রহণ।

১১. পরমেশ্বর ও বেদমাতার বাক্য শিরোধার্য করে "এক মত, এক চিত্ত, এক আহার, এক লক্ষ্য ও এক মিলন ভূমি" প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সনাতনের ঐক্য সাধন।

১২. পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ নাম - ওওম্

এক মহামন্ত্র - গায়ত্রী

এই লক্ষ্যদ্বয় বাস্তবায়ন করে ঐক্য সাধন।